মহাভারত

শান্তিপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

সূচিপত্র

- যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ....3
- ব্যাস কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান কথন....4
- লোমশ মুনির উপাখ্যান....7
- সংসারে জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে নরক-রাজার উপাখ্যান....8
- ধ্রুব উপাখ্যান....10
- হরিণের মৃত্যু-বিবরণ....13
- মহীরাবণের উপাখ্যান....14
- মহীরাবণ বধ....17
- ব্যাসদেশে পাণ্ডবগণের ভীষ্মসমীপে গমন....21
- ভীষ্মের নীতি কথন....24
- মৃত্যুর উৎপত্তি ও বর্ণন....25
- ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মহাত্ম্য কথন....27
- ভদ্রশীল ও ধনুর্ধ্বজের উপাখ্যান....31
- পাপ বিশেষে নরক বিশেষ গমন....38
- ধর্ম্মফল কথন....40
- নারায়ণ ও একাদশীর মাহাত্ম্য....43
- বীরবাহু রাজার উপাখ্যান....46
- একাদশী ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান....50
- হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল....55
- দানধর্ম্ম....58
- প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান....59
- পরশুরামের তীর্থপর্য্যটন....64
- গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান....68

- পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান....71
- শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত উপাখ্যান....74
- শিব চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য....75
- অনন্ত ব্রতের মাহাত্ম্য....79
- অষ্টমী ব্রত-কথন প্রস্তাবে অহল্যার শাপ-বিবরণ....83
- ইন্দ্রের শাপমোচন....86
- দেবীর রূপবর্ণন....87
- ইন্দ্র কর্ত্তৃক গৌরীর স্তব ও শাপমুক্তি....88
- চন্দ্র কর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত....89
- চান্দ্রায়ণ ব্রত উপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান....92
- চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু....94
- অষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহ রাজার উপাখ্যান....96
- বিষ্ণুর প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ....99
- সাধুসঙ্গ প্রসংসা উপলক্ষে উতঙ্ক উপাখ্যান....100
- ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব....104
- ভীষ্ম কর্ত্তৃক ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন....106

www.bengaliebook.com

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ।।
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চজন।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগণ।।
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি হেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন।।
কিবা যোগধর্ম্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি বলহ আমারে।।
মুনি বলে, অবধান করহ রাজন।
হস্তিনা নগর মাঝে ধর্ম্মের নন্দন।।
মহাধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন, তেজে বৈশ্রবণ।।
সর্ব্বত্র সমান ভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন পূর্ব্বে ছিল রাম।।
নানা বাদ্য বাজে সদা শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনা নগরবাসী সবাকার সুখ।।
জ্ঞাতি বন্ধুজন সবে সতত আনন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ।।
রাজার প্রসাদে রাজ্যে সর্ব্বলোকে সুখী।
মৌন হয়ে মহারাজ রহে অধোমুখী।।
নাহি রুচে অন্নজল কান্দিয়া ব্যাকুল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতা আদি ভাবিয়া আকুল।।
নৃপতির শোকে শোকাতুর সর্ব্বজন।
একদিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন।।
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে নৃপে করে প্রবোধ অর্পণ।।
অনেক প্রকারে সবে বুঝায় রাজারে।
যোগমার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে।।
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম পিতামহ-শোকে আপনি অস্থির।।
জলহীন হয় যেন কমলের বন।
বৃহস্পতি বিনা যেন সহস্রলোচন।।
সূর্য্যের অভাবে যেন কমলের দল।
ভীষ্ম দ্রোণ বিনে তেন নৃপতি সকল।।
নিরবধি এই চিতে চিন্তেন রাজন।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন।।
অনাহারে বিষাদিত ক্ষীণ কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর।।
অতি শীঘ্র আসিলেন বাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজান।।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন, বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করি পাদ প্রক্ষালন।।
সুস্থ হয়ে আসনেতে বসি মহামুনি।
রাজারে বিমনা দেখি জিজ্ঞাসে কাহিনী।।
কি হেতু চিন্তিত রাজা জিজ্ঞাসি তোমারে।
কোন্ সুখে হীন তুমি এই চরাচরে।।
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্বগুণান্বিত, রণে মহাধনুর্দ্ধর।।
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার।।
সবে অনুগত তব ভ্রাতা-বন্ধুগণ।
কিঙ্কর সদৃশ সবে করয়ে সেবন।।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তব, সদা খ্যাত বসুমতী।।
তেজে যশে বলে ধর্ম্মে প্রজা পালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে।।

ইহা শুনি প্রণমিয়া কহেন ভূপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি।।
জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু করেছি সংহার।।
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তাঁরে করেছি নিপাত।।
দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ সুজন।
সংহার করিনু আমি, রাজ্যের কারণ। ।
এ তনু রাখিয়া আর কিবা প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ।।
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি, আছি এ আশায়।।
মুনি বলে, অবধান কর জন্মেজয়।
এত শুনি হাসি বলে ব্যাস মহাশয়।।
ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানবান হয়ে, হেন কহ কি কারণ।।
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিলে কেন না বুঝি কারণ। ।
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিলে কেন না বুঝি কারণ। ।
জ্ঞান হতে লভে ধর্ম্ম, জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপে সবে তরে যমদণ্ডে।।
অনন্ত লোচন জ্ঞান শুন মহাজন।
তোমাতে সে দিব্যজ্ঞান আছে হে রাজন।।
কহিলে যে মহাপাপ কৈলে উপার্জ্জন।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ কহে সর্ব্বজন।।
তার হেতু কহি রাজা শুন দিয়া মন।
ধার্ম্মিক জনের পাপ নহে কদাচন।।
তুলারাশি সম পাপ শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ।।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম লৈলে পাপহীন হয় নর।।
যাঁর নাম কীর্ত্তন শ্রবণ দরশনে।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে। ।
সদাকালে সঙ্গে রাজা সেই নারায়ণ।
কেন যুদ্ধে পাপ-ভয় চিন্তহ রাজন। ।
কি হেতু আপন প্রাণ চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে। ।
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোহত্যা কারণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন।।
আত্মহত্যা পাপে রাজা নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ যত বেদের ভারতী।।
জানিয়া শুনিয়া হেন চিন্তহ রাজন।
যদি বা আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি।।

ব্যাস কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান কথন

এরূপ কহিয়া পুনঃ কহে ব্যাসমুনি।
ধৈর্য্য হও নরপতি ইতিহাস শুনি।।
যথায় সংযোগ হয় রিপুজ্ঞান কর।
মরিয়া সকলে তারা গেল স্বর্গপুর। ।
জন্মিলে অবশ্য রাজা আছয়ে মরণ।
অহঙ্কারে অবশ্য ত আছয়ে পতন।।
অহঙ্কার করি সবে অল্পায়ু হইল।
অধর্ম্ম করিয়া তারা আপনি মরিল।।

www.bengaliebook.com

তার সাক্ষী দেখ তুমি আপন সমীপে।
ধর্ম্মে পরমায়ু বাড়ে আর বাড়ে জপে।।
এই বসি আছেন মার্কণ্ড মুনিবর।
ইহার পরমায়ু ছিল দ্বাদশ বৎসর।।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র পড়িল মার্কণ্ডে।
সরস্বতী বশ কৈল আপনার তুণ্ডে।।
বিচারি জ্যোতিষ শাস্ত্র আপনি গণিল।
দ্বাদশ বৎসর আয়ু গণিয়া পাইল।।
তবে মনে ভাবিয়া মার্কণ্ড তপোধন।
ত্যজিয়া ত গৃহবাস তপে দিল মন।।
তাঁর সম তপস্যা না করে কোন জন।
মৃত্যু খণ্ডাইল সেই তপের কারণ।।
তবে রাজা যুধিষ্ঠির পুছিল ব্যাসেরে।
মৃত্যু খণ্ডাইল মুনি কিমত প্রকারে।।
ব্যাস কহে, শুন রাজা কহি যে তোমারে।
যেই মতে মৃত্যু খণ্ডে সংসার ভিতরে।।
তপ করে মার্কণ্ডেয় নাহি জানে আর।
হেনমতে গেল বর্ষ সহস্র হাজার।।
সমাধি লাগিল সেই মুনির শরীরে।
উই ঢিপি জন্মি তবে বেড়িল তাহারে।।
তাহার উপরে বৃক্ষ বড়ই হইল।
মৃগ পশু ব্যাঘ্র আদি তথায় বঞ্চিল।।
নানা জাতি পক্ষী থাকে বৃক্ষের উপর।
বটবৃক্ষ হয় সেই বহুত বিস্তার।।
পুরাতন লোক কেহ বলিতে না পারে।
কত কাল বটবৃক্ষ বনের ভিতরে।।
এই মত আছে মুনি মাটীর ভিতর।
তপ ব্রতে গেল ষাটি হাজার বৎসর।।
তার পর বহু মুনি সনে পদ্মাসন।
সেই পথে মুনি সনে করিয়া গমন।।
হাসিতে লাগিল ব্রহ্মা সেই স্থান দেখি।
মনেতে হইলা ব্রহ্মা অতিবড় সুখী।।
তবে মুনিগণ সব পুছিল ব্রহ্মারে।
কি লাগি হাসিলে তুমি কহত সবারে।।
ব্রহ্মা বলে, হাসিলাম যাহার কারণ।
সেই কথা কহি শুন তাহে দেহ মন।।
মৃত্তিকার ভিতরে মার্কণ্ড মুনি তায়।
দ্বাদশ বৎসর আয়ু ষাটি হাজার যায়।।
শিষ্যগণে বলে ব্রহ্মা শুনহ এখনে।
দেখিব মার্কণ্ড মুনি আছেন কেমনে।।
তবে ব্রহ্মা কমণ্ডলু জল ঢালি দিল।
মাটী ফাটি দুই দিকে তখন পড়িল।।
মহাশব্দে দুই বৃক্ষ মাটিতে পড়িল।
মাটিতলে মুনি আছে দেখিতে পাইল।।
মহাতেজোবন্ত মুনি সূর্য্য সম সর।
দেখিয়া ত ব্রহ্মদেব করিলা উত্তর।।
অতঃপর উঠ তুমি কার্য্য নাহি তপে।
তোমার সাক্ষাতে যম আদি প্রাণ কাঁপে।।
মুনি বলে, কবে মোর হইবে মরণ।
তাহা কহ মোর আগে শুনি বিবরণ।।
ব্রহ্মা বলে, ব্রহ্মাণ্ডে যবে অগ্নি ইচ্ছা হবে।
কহিনু তোমারে তুমি তখনি মরিবে।।
যাহ সদ্য বিচারিয়া করহ পুরাণ।
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপনার স্থান।।
তবে মুনি উঠিলা করিতে গঙ্গাস্নান।
কমণ্ডলু হাতে করি করিলা পয়াণ।।
গঙ্গা আদি করিয়া যতেক তীর্থজল।
সকল শুকাল, মুনি হইলা বিকল।।

www.bengaliebook.com

সর্ব্ব নদীগণ দেখে সব বালিময়।
দীঘি পুষ্করিণী সব জল নাহি তায়।।
সপ্ত সাগর মুনি করিলা ভ্রমণ।
ব্রহ্মার মায়াতে জল না পায় তখন।।
তবে মুনি ভাবিতে ভাবিতে পথ যায়।
হাড়িপাড়া নামে তথা এক গ্রাম পায়।।
এক হ্রদ আছে তথা বিপর্য্যর জল।
তাহাতে বিস্তর আছে শূকরের পাল।।
বৃষ্টিময় জল তাহে শূকরে বেষ্টিত।
তাহা দেখি মহামুনি হৈলা আনন্দিত।।
অপ্ নারায়ণ বলি মুনি নামে জলে।
উপনীত হৈল গিয়া শূকরের পালে।।
মাথা তুলি দেখেন শূকর গেল দূর।
কর্দ্দম সদৃশ জল বিকশিত ফুল।।
নীলোৎপল পদ্মগণ সুধাময় নীর।
শূকর নাহিক দেখি হংসময় তীর।।
স্নান দান কৈলা মুনি আনন্দিত হৈয়া।
জল লইলেন কমণ্ডলুতে পূরিয়া।।
বিপ্র-পাদোদক লাগি মহামুনি ফিলে।
বিপ্র-নাহি পায় মুনি সকল সংসারে।।
সপ্তদ্বীপ পৃথ্বী মুনি করিলা ভ্রমণ।
তথাপিহ না পাইল একটী ব্রাহ্মণ।।
পাদোদক বিনা মুনি জল খাইতে নারে।
ব্রাহ্মণ চাহিয়া মুনি ফিরে দ্বারে দ্বারে।।
এইমতে উপনীত হৈল হাড়িপাড়া।
হাতে কমণ্ডলু মুনি তথা হৈল খাড়া।।
দেখিল হাড়িনী এক, দুই পুত্র হয়।
বড় দুগ্ধ হেতু কান্দে ছোট পুত্রে দেয়।।
বড় পুত্র দুগ্ধ চাহে খাইতে না পায়।
ছোট পুত্রে দুগ্ধ দিয়া খাটেতে শোয়ায়।।
তবেত সে হাড়িনী ধুইল দুই স্তন।
বড় পুত্রে কোলে করি লইল তখন।।
তবে সে হাড়িনী তারে দুগ্ধ খাওয়াইল।
তাহা দেখি মুনিবর তখন পুছিল।।
স্তন কেনে ধুইলে তুমি কহত আমারে।
এই দুই পুত্র কার সহ সারোদ্ধারে।।
হাড়িনী কহিল, গোসাঞি করি নিবেদন।
যুবাকালে স্বামী ছিল একই ব্রাহ্মণ।।
তার তেজে পুত্র এই প্রথম হইল।
শেষ পুত্র এই মোর হাড়ি জন্মাইল।।
উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পুত্রে নাহি যায়।
তেকারণে স্তন ধুইনু শুন মহাশয়।।
মুনি বলে, তবে আমি যাইব কোথায়।
কমণ্ডলু জল দিল সেই শিশু পায়।।
হাড়িনী কহিল, গোসাঞি কি করিলে তুমি।
পাদোদক নিলে তুমি কি কহিব আমি।।
তুমি মহা তেজোময় দেখি সূর্য্যসম।
হাড়িজাতি কর্ম্ম মোর পরম অধম।।
মুনি বলে, চিন্তা নাহি শুনি মোর কথা।
বিপ্রপুত্র হয় এই না করিহ চিন্তা।।
এইমত পাদোদক মুনি পাইয়া যায়।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা কহিলা তাহায়।।
অমর হইলা তুমি শুনি মহামুনি।
নাহিক মরণ তব কহিলাম আমি।।
তপোবলে মার্কণ্ডেয় হইল অমর।
ধর্ম্ম বড় কেহ নহে শুন মুনিবর।।
মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান যেই জন শুনে।
আয়ুবৃদ্ধি হয় তার বিধির লিখনে।।

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

লোমশ মুনির উপাখ্যান

তবে জন্মেজয় বলে, শুন তপোধন।
তদন্তরে কি হইল কহত এখন।।
ব্যাস বলে, শুন এবে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃত্যু হইতে তরিবারে নহে কোন জন।।
আর কথা কহি শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
আমার বচনে তুমি চিত্ত কর স্থির।।
পূর্ব্বে দেব যে কালে আমরা নির্ম্মাইল।
বিশ্বকর্মা যত খাটে মনে না লইল।।
প্রতিদিন গড়ে বিশাই প্রতিদিন ভাঙ্গে।
যত তত গড়ে বিশাই করি নানা রঙ্গে।।
ইন্দ্র-মনে নাহি লয় সদা মন্দ বলে।
সহিতে না পারি বিশাই গেল বিষ্ণু স্থলে।।
গোবিন্দের আগে বিশাই কহিল তখন।
সহিতে না পারে বিশাই ইন্দ্রের বচন।।
তবে হরি কহিলেন বিশাইর তরে।
করিব তোমার কার্য্য যাহ তুমি ঘরে।।
আর দিন গেলা হরি দেবের সভাতে।
হরি দেখি সর্ব্ব দেব বন্দে যোড়হাথে।।
ইন্দ্র বলে, বৈস প্রভু আসন উপরে।
কৃষ্ণ বলে, যাইব লোমশ দেখিবারে।।
ইন্দ্র বলে, চল আমি যাব তব সাথে।
দেখিব লোমশ মুনি আছয়ে কিমতে।।
তবে ইন্দ্র গোবিন্দের সঙ্গেতে চলিলা।
মুনির নিকটে তবে দুই জন গেলা।।
মুনিরে প্রণাম কৈল ইন্দ্র আর হরি।
সর্ব্ব অঙ্গে মুনির আছয়ে লোম ভরি।।
তাহার মধ্যেতে আছে একখানি টাক।
দেখিয়া ইন্দ্রের মনে হইল বিপাক।।
মুনিরে পুছেন ইন্দ্র করি নমস্কার।
টাকখানি দেখি কেন বুকের মাঝার।।
মুনি বলে,শুন ইন্দ্র ইহা না কহিব।
তোমাকে কহিয়া ইহা অনর্থ করিব।।
ইন্দ্র বলে, ইহা মোরে কহ মুনিবর।
অবশ্য করিবে তুমি ইহার উত্তর।।
তবে মুনি কহিলেন শুন দেবরাজ।
যে কারণে টাক মোর হৈল বুকমাঝ।।
এক ইন্দ্র মৈলে মোর এক লোমপাত।
এই মত টাক পড়ে শুন দেবনাথ।।
লোম যত আছে মোর তত ইন্দ্র হবে।
তবে সে আমার লোম সকল খসিবে।।
তবে সে আমার শুন হইবে মরণ।
তবে ইন্দ্র বলে শুন আমার বচন।।
তবে কেন তালপত্র-তলে থাক তুমি।
মুনি বলে, কতকাল জীব আর আমি।।
ইহা শুনি দেবরাজে মহাভয় হৈল।
আমা হেন কত ইন্দ্র লুপ্ত হৈয়া গেল।।
তবে তথা হৈতে হরি করিলা গমন।
সুরনাথ মুনিবরে বন্দিলা চরণ।।
অমরাবতীতে গেল ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্র বলে, বিশাই পুরীতে নাহি কাজ।।
এইমত কহিল লোমশ-উপাখ্যান।
যাহার শ্রবণ হৈতে জন্ম দিব্য জ্ঞান।।

www.bengaliebook.com

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

সংসারে জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে নরক-রাজার উপাখ্যান

তবে জন্মেজয় কহে, শুন মুনিবর।
তদন্তরে কি হইল কহ অতঃপর।।
মুনি বলে, শুন তবে রাজা জন্মেজয়।
তদন্তরে যে হইল শুনহ নিশ্চয়।।
সংসার প্রসঙ্গ এই বনে যে আছয়।
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন মহাশয়।।
ব্রাহ্মণে কহেন কথা নরকেতে শুনে।
হইবে নরকক্ষয় বেদের বচনে।।
দেহ ধরি জন্ম হয় সংসার ভিতরে।
জরা মৃত্যু আদি লোক সবারে সংহারে।।
সাগর পর্য্যন্ত আছে যত যত জন।
বিধির নির্ণয় তার অবশ্য মরণ।।
প্রথম বয়সে কেহ মরে যুবাকালে।
উত্তম কালেতে কারে মৃত্যুতে সংহারে।।
আসন ভূষণ দেখ উত্তম ভোজন।
রূপবান কুলবান অতি মরোরম।।
সম্পত্তি বিপত্তি সব দেহ সঙ্গে যায়।
কালে সব সংহারিবে কহিনু নিশ্চয়।।
বেশবন্ত মরয়ে, মরয়ে ছদ্মলোক।
বলবন্ত মরয়ে দুর্জ্জনে দিয়া শোক।।
বৈদ্যেতে চিকিৎসা করে সে বা মরে কেনে।
নানান ঔষধি জানে, বৈদ্যশাস্ত্র জানে।।
নারী সব মরয়ে, মরয়ে নপুংসক।
মহা মহা গজ মরে, মরয়ে মশক।।
যোগী সিদ্ধ মরয়ে, মরয়ে বিদ্যাধর।
সিদ্ধ সে মরয়ে জ্বরে শুদ্ধ কলেবর।।
চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস হবে কিরণ যাহার।
আপনি মরিবে ধাতা ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।।
রূপবন্ত আরোগ্য যে সৌভাগ্য সম্পদ।
মরিবে সকল লোকে সম্পদ বিপদ।।
বাঞ্ছয়ে অনেক পুত্র কেনে কার আশ।
বহুপুত্রবন্ত হই করে অভিলাষ।।
ভবিতব্য যেই থাকে ভুঞ্জিবে অবশ্য।
তোমাকে কহিনু এই সংসার রহস্য।।
যেমত যাহার মন তেন তার মতি।
যেমত করিবে কর্ম্ম হবে সেই গতি।।
জন্মিলে মরণ আছে শুনহ রাজন।
পূর্ব্বেতে করিলে যাহা পাইবে এখন।।
যেই জন পূর্ব্বজন্মে পরহিংসা করে।
রহিতে না পারে সেই জন্মমাত্র মরে।।
যন্ত্রণা-কারণ তার হয় গর্ভবাস।
ভূমিষ্ঠ হইলে মাত্র তাহার বিনাশ।।
যত জন্মে পুনঃ পুনঃ ততবার মরে।
নানা দুঃখ পায় সেই হেনমত করে।।
পুণ্যবন্ত লোক যত জন্ময়ে সংসারে।
নানা যজ্ঞ নানা দান সেইজন করে।।
ভারতে জন্মিয়া সেই করে নানা সুখ।
অল্পকালে দেহ ছাড়ে শুনহ কৌতুক।।
বিকা জ্যেষ্ঠ কিবা শ্রেষ্ঠ মরে সর্ব্বজন।
কোনজন চিরজীবী নহে অনুক্ষণ।।
কেহ শাস্ত্র দৃষ্টি করি করয়ে বিচার।
এবিধ কৌতুক দেখ সংসার মাঝার।।

সংসারেতে পুণ্যবন্ত হয় যেই জন।
তার মৃত্যু নষ্ট নয় শুনহ কারণ।।
সেই জন জন্মিয়া কখন নাহি মরে।
কখন সংসারে থাকে কভু স্বর্গপুরে।।
যথা ইচ্ছা তথা থাকে সাধু যেইজন।
জানাইল সাধুজন এই সে কারণ।।
পৃথিবীতে সেই নাহি থাকে বহুদিন।
অল্পকালে মরে সেই না হয় প্রবীণ।।
যার যেইমত ইচ্ছা সেইমত করে।
বলিল যে সাধুজন মরিয়া না মরে।।
স্বর্গে গেলে সাধুজন রহে সেই স্থান।
পৃথিবীতে আসি করে দান যজ্ঞ ধ্যান।।
তপ জপ হয় সদা দান যজ্ঞ হয়।
সেই সে জানিহ সাধু কহিনু নিশ্চয়।।
পাপিজন-তত্ত্ব কহি শুনহ বচন।
তার বুদ্ধি ভাল নাহি হয় কদাচন।।
নষ্টযুক্তি বিনা তার সুষ্ঠুবুদ্ধি নহে।
ধর্ম্মকার্য্য তার গায়ে অগ্নিসম দহে।।
সুজেনের নিন্দা করে ধর্ম্মান্বিত দেখি।
না করে গুরুকে মান্য এই সে নারকী।।
অর্থ উপার্জ্জন করে পেয়ে বহু দুখ।
সেই সে জানিবে পাপী ধর্ম্মেতে বিমুখ।।
মরিলে হারায় সেই আপনার দেহ।
পৃথিবীতে নানা জন্ম হয় আসি সেহ।।
স্থাবর জঙ্গম আদি যত বৃক্ষ আছে।
বিশ লক্ষ বর্ষ সেই জন্ম হয় গাছে।।
তদন্তরে ফিরে সেই জলের ভিতর।
নবলক্ষ বর্ষ সেই হয় জলচর।।
তদন্তরে পক্ষী দশ লক্ষেক বৎসরে।
পক্ষীযোনি হয় সেই পক্ষীর উদরে।।
তারপর একাদশ লক্ষের ভ্রমণ।
নানামত ক্রিমি হৈয়া জন্মে সেইজন।।
এইমত ভ্রমে সেই মাটীর ভিতরে।
তদন্তরে জন্ম হয় পশুর উদরে।।
পৃথিবীর মধ্যে দেখ যত পশু হয়।
ত্রিশ লক্ষ বর্ষ সেই পশুযোনি পায়।।
তার পরে জন্ম হয় মনুষ্যের ঘরে।
চারি লক্ষ জন্ম জন্মে মনুষ্য-উদরে।।
যত যত জাতি আছে ক্রমে জন্ম হয়।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত সেইমত ফল পায়।।
সেই জন্ম পেয়ে যদি ভাল কর্ম্ম করে।
তবে সেই পাপে মুক্ত হয় পুনর্ব্বারে।।
ধর্ম্ম নাহি চিন্তি যেই পাপ করে ঘরে।
তাহার নিস্তার নাই কহিনু তোমারে।।
কহিল চৌরাশী লক্ষ যোনির ভ্রমণ।
এই তত্ত্ব জানে যেই সাধু সেই জন।।
তেনমত সুখ-দুঃখ জানিহ রাজন।
ধর্ম্মপথ-বিজ্ঞ যেই সাধু সেই জন।।
ঔষধি না মানে যেই নিন্দয়ে শাস্ত্রেতে।
আপনাকে স্বয়ং বলি জানে সর্ব্বমতে।।
দুইখানি কাষ্ঠ যেন ভাসাইল জলে।
তেনমত জন্ম হয় এই মহীতলে।।
সকল সংসার মিথ্যা শুন নৃপবর।
অনাথের নাথ কৃষ্ণ চিন্ত গদাধর।।
নারীগণ পতিসেবা করে অনুক্ষণ।
পতি হল হৈলে সবে করয়ে রোদন।।
কাল সংহারিবে সর্ব্ব প্রাণী নাহি দেখে।
কোথা হৈতে কোথা যায় কেহ নাহি লেখে।।

www.bengaliebook.com

কার পুত্র কার ভ্রাতা কেবা কার পতি।
কেবা কার ভাই হয় কেবা কার মিতি। ।
পথের সংযোগ যেন একত্তর হয়।
একযোগে হৈয়া সবে পথে যেন রয়।।
তার পরে যায় যার যথা প্রয়োজন।
আপন আপন কার্য্যে করয়ে গমন।।
সেইমত যায় সবে কেবা কারে রাখে।
বিধির ঘটন যেন একত্তর থাকে।।
সেমত তো মরে রাজা যত বন্ধুজন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন।।
আপনার কর্ম্ম-ফলে সব জীব ফিরে।
অধর্ম্ম হইলে তোরে ধর্ম্মেতে সংহারে।।
ধর্ম্ম বড় কেহ নহে শুনহ রাজন।
ধর্ম্মবন্ত লোকের কখন নহে মরণ। ।
পুরাতন ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র পরে।
সেইমত সাধুজন মরিয়া না মরে।।
বাদিয়ার বাজি যেন সংসারের হাট।
আপনি বসিয়া হরি দেখে সব নাট।।
শিশুগণ যেমত ধূলায় খেলে ঘর।
ঘর বাড়ী করি যেন খেলে নিরন্তর।।
সর্ব্ব শিশুগণ যেন একত্র হইয়া।
ধূলি ঘর করি যেন ফিরে বেড়াইয়া।।
সেই খেলা খেলে যেন সর্ব্বজীবগণ।
কেহ নাহি জানে পাছে হইবে মরণ।।
মৃত্যুরূপ আছে এক তাহা নাহি জানে।
শিশুরূপে সর্ব্বজনে ফিরে সর্ব্বস্থানে।।
ধন জন যত দেখ সব সাধারণ।
হরির চরণ বিনে সব অকারণ।।
কপালে আছয়ে ধন দেখিতে না পায়।
যাহা লিখে দেন বিধি সেইমত হয়।।
কপালে লিখয়ে বিধি বসিয়া ত ঘরে।
তাহার অক্ষর কাটে কে আছে সংসারে।।
কপালে সংহার করে বিধি যাহা লিখে।
কোথা থাকে কোথা যায় কেহ নাহি দেখে।।
কুম্ভকার চক্র যেন পাক দিয়া ফিরে।
তেনমত জন্ম-মৃত্যু পাক দিয়া ঘুরে।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নিরন্তর করিবে সদাই।
না ছাড়িবে ধর্ম্মপথ মহাক্লেশ পাই।।
হেন তত্ত্বকথা যদি কহিল ব্রাহ্মণে।
শুনিয়া নরকরাজা শান্ত ততক্ষণে।।

ধ্রুব উপাখ্যান

শোক ত্যজ ধৈর্য্য কর ধর্ম্ম নরপতি।
নানা সুখ ভোগ কর ভুঞ্জ বসুমতী।।
আর কিছু কহি রাজা মন দিয়া শুন।
করিয়া ত শান্ত মন শুনহ রাজন।।
উত্তানপাদ নামে রাজা পূর্ব্বেতে আছিল।
সুভগা দুর্ভগা তার দুই নারী ছিল।।
উত্তমাদি সাত পুত্র রাজার গোচরে।
সাত পুত্র লৈয়া সিংহাসনের উপরে। ।
পুত্র মহারাণী বসি আছে হৃষ্টমনে।
হাস্য ও কৌতুক রাণী করে রাজা সনে।।
নানা রঙ্গ কৌতুকেতে রাজা রাণী থাকে।
সাত পুত্র বসিয়া রাজার কোলে দেখে।।
দেখিয়া ত ধ্রুব তবে চলিল সত্বর।
উঠে গিয়া ধ্রুব সিংহাসনের উপর।।

www.bengaliebook.com

সিংহাসনে উঠিয়া যাইতে পিতৃকোলে।
হেনকালে রাণী সেই শিশুপ্রতি বলে।।
দুর্ভগার পুত্র তুমি, তোর মাতা দাসী।
কোন্ তেজে ইচ্ছা কর নৃপকোলে বসি।।
আর কভু দেখিলে কপালে দিব ঝাঁটা।
এত মনে সাধ কর দুর্ভগার বেটা।।
সিংহাসনে বসিবারে মনে কর সাধ।
আরাধনা কর তবে গোবিন্দের পাদ।।
এই দেহ ত্যজি যবে মোর পুত্র হবে।
তবে সিংহাসনোপরে বসিতে পাইবে।।
এত শুনি কান্দে ধ্রুব ধূলায় ধূসর।
কান্দিতে কান্দিতে গেল মায়ের গোচর।।
ধ্রুব বলে, মাতা মোরে সতাই মারিল।
সিংহাসন হৈতে মোরে ভূমিতে ফেলিল।।
আর বলে তোর মাতা কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্ন-সিংহাসনে তুমি বৈস কোন লাজে।।
যত দিনে কৃষ্ণ ভজি শরীর ত্যজিবে।
পুনর্ব্বার তুমি মোর গর্ভেতে জন্মিবে।।
তবে সিংহাসনে তুমি বৈস মোর কোলে।
এই মত সতাই আমারে মন্দ বলে।।
শুনিয়া বচন রাণী বলিল ধ্রুবেরে।
কৃষ্ণ নাহি ভজি আমি জন্ম-জন্মান্তরে।।
দুর্ভগার পুত্র তুমি শুনহ বচন।
ভাল বৈল কর তুমি কৃষ্ণের ভজন।।
কৃষ্ণ ভজ পুত্র তুমি কৃষ্ণ সর্ব্বোপর।
ভালই বলিল সতাই তোমারে উত্তর।।
ভজন করহ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
কৃষ্ণ বিনে উচ্চ পদ দিবে কোন্ জন।।
কত বড় উচ্চ তব পিতৃ-সিংহাসন।
ত্রৈলোক্য উপর ভজ শ্রীকৃষ্ণ- চরণ।।
শুনিয়া মায়ের পদে কৈল নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে যায় দুর্ভগা-কুমার।।
পঞ্চবৎসরের শিশু তখনি চলিল।
কৃষ্ণ ভজিবার হেতু দেশ ছাড়ি গেল।।
পথেতে যাইতে নারদ সহ দরশন।
মুনি বলে, কোথা যাহ উত্তান-নন্দন।।
দণ্ডবৎ করি বলে ধ্রুব মহামতি।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাই কৃষ্ণ মোর গতি।।
নারদ বলিল, তুমি দুগ্ধমুখ শিশু।
সাধন-ভজন তুমি নাহি জান কিছু।।
গুরু নাহি কর তুমি শুনহ বচন।
কি মতে পাইবে হরি কঠিন ভজন।।
ধ্রুব বলে, যে হয় সে হয় এই কথা।
গোবিন্দ-উদ্দেশে যাই কহিনু সর্ব্বথা।।
কার্য্য সিদ্ধ হয় কিম্বা দেহ হয় পাত।
যদি নাহি দরশন দেন জগন্নাথ।।
নিষ্ঠা দেখি মুনি মন্ত্র দিলেন ধ্রুবেরে।
অষ্টাদশ উপাসনা করাইলেন তারে।।
তবে ধ্রুব চলি গেল দণ্ডবত করি।
যমুনার কূলে গিয়া স্নান দান করি।।
ত্রিভঙ্গ হইয়া ধ্রুব এক পদে ভর।
তপস্যা করয়ে ধ্রুব চিন্তে গদাধর।।
অনাহারে তপ করে বনের ভিতরে।
বাতাহার করি তপ দ্বাদশ বৎসরে।।
তার তপ দেখি ভয় হৈল দেবগণ।
সর্ব্ব দেবগণ গেলা ধ্রুব-সন্নিধান।।
কোন দেব বলে, ধ্রুব আইল তোর বাপ।
কোন দেব বলে, অই আইল কালসাপ।।

www.bengaliebook.com

কোন দেব পরিত্রাহি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোন দেব বিকট মূরতি যেন ধরে।।
কোন দেব সিংহ হৈয়া আইসে মারিতে।
কোন দেব ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরে আচম্বিতে।।
কোন দেব রাক্ষস-মূরতি তবে ধরে।
কোন দেব ধরে মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্করে।।
হুহুঙ্কার করে সবে একত্র হইয়া।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে ধ্রুব কাছে গিয়া।।
কোনরূপে ধ্যানভঙ্গ করিতে না পারে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া ধ্রুব কৃষ্ণধ্যান করে।।
সর্ব্বদেব পলাইল স্থির হইতে নারে।
বস্ত্র ডুবাইয়া থুইল যমুনার তীরে।।
ডরে পলাইয়া গেল সর্ব্ব দেবগণ।
মহাভয় হৈল ইন্দ্র দেবের তখন।।
ইন্দ্র বলে, বুঝি ধ্রুব নিবে মোর পদ।
তেকারণে এতদিনে পাড়িল প্রমাদ।।
সর্ব্বদেবগণ বলে, হইল জঞ্জাল।
নাহি জানি দেন হরি কার অধিকার।।
এইমত দেবগণ হৈল চমৎকার।
তারপরে শুন কথা বলি কিছু আর।।
রহিতে নারিলা হরি দিলা দরশন।
গরুড়ে চড়িয়া হরি আইলা তখন।।
ডাকিয়া বলিল তবে শুনহ বচন।
কিবা চাহ বল মোরে কিবা তব মন।।
তবে ধ্রুব চক্ষু মেলি বলিল বচন।
তোমা বিনে আর মোর অন্যে নাহি মন।।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি চাই।
তোমার চরণে প্রভু দেহ মোরে ঠাঁই।।
কৃষ্ণ বলেন, জানি তোমা, করিলে সেবন।
মোর বাক্যে পাবে তুমি পিতৃ-সিংহাসন।।
যাহা লাগি আইলে হেথা তাহা তুমি পাবে।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম সকলে ঘুষিবে।।
রাজ্যভোগ করি ছত্রিশহাজার বৎসর।
তবে তুমি মাতা সহ যাবে স্বর্গপুর।।
সর্ব্বদেব উপরেতে স্থান দিব আমি।
ধ্রুবলোক বলি বলিবেক সর্ব্বভূমি।।
সর্ব্বলোক উপরে হইবে ধ্রুবস্থান।
বিশ্বকর্ম্মা দিব্য পুরী করিল নির্ম্মাণ।।
অপূর্ব্ব হইলা পুরী জিনিয়া অমরা।
অর্দ্ধচন্দ্র বেদী যেন দীপ্ত করে তারা।।
বর দিয়া গেলা তবে দেব নারায়ণ।
চলি গেল ধ্রুব তবে আপন ভবন।।
দেশে গেলে মাতা পিতা কোলেতে করিল।
সতাই আসিয়া তার মুখে চুম্ব দিল।।
মোর দোষ ক্ষমা কর শুন মোর বাপ।
পাপিনী তোমারে আমি দিনু এত তাপ।।
ধ্রুব বলে, মাতা তুমি বল অকারণ।
তোমার প্রসাদে পাইনু হরির চরণ।।
এইমত সৎমায়ে কহিল বিস্তর।
নিজ মাতা বন্দে ধ্রুব করি যোড় কর।।
তবে রাজ্যে ধ্রুব হইলেন দণ্ডধর।
সিংহাসনে বসিয়া আপনি নৃপবর।।
ছত্রিশসহস্র বর্ষ রাজ্যে কৈল সুখে।
তবে মাতা সহিত চলিল ধ্রুবলোকে।।
আপনার পারিষদ বন্ধুগণ লৈয়া।
উচ্চপদে ধ্রুব তবে রহিলেন গিয়া।।
এই ত কহিনু রাজা ধ্রুবের আখ্যান।
ত্রিভুবনে নাহি পদ ধ্রুবের সমান।।

www.bengaliebook.com

ধ্রুবের চরিত্র কথা শুনে যেই জন।
পাপে মুক্ত হয়সেই দুঃখ বিমোচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

হরিণের মৃত্যু-বিবরণ

ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
নিঃশব্দে রহিল যুধিষ্ঠির মহামতি।।
কৃষ্ণকে কহিল তবে বীর ধনঞ্জয়।
যত দুঃখ পাইল তাহা কহনে না যায়। ।
জ্ঞাতিশোকে সন্তপ্ত নৃপতি যুধিষ্ঠির।
বিশেষে পুত্রের শোকে দহিছে শরীর।।
কোনমতে শান্ত হবে কহ ভগবান।
রাজার সন্তাপ শোক কর সমাধান।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠি নারায়ণে।
উক্তি করি নৃপস্থানে চলিলা আপনে।।
নৃপতির হাতে ধরি বলে নারায়ণ।
শোক পরিহর রাজা ধর্ম্মে দেহ মন। ।
শোক পরিহর রাজা বৈসহ সন্তোষে।
অকারণে শরীরেতে কেন দেহ ক্লেশে। ।
যতেক পড়িল রণে জ্ঞাতি-বন্ধুগণ।
তার লাগি শোক তুমি কর অকারণ।।
সম্মুখ সমরে তারা গেল স্বর্গবাস।
প্রজা পাল ধর্ম্মরাজ শোক কর নাশ।।
দিব্য রথে চড়ি সবে স্বর্গপুরে যায়।
তার হেতু শোক তব নাহিক যুয়ায়।।
ভরত-আখ্যান রাজা শুনিলে শ্রবণে।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ব্যাসের বচনে।।
কৃষ্ণের অনন্ত কথা নারদ কহিল।
ব্যাস যে কহিল তাহা সাক্ষাতে শুনিল।।
তবে জন্মেজয় বলে, শুন তপোধন।
উত্তানপাদের কথা করিনু শ্রবণ।।
মরণ সময় দেখ যেই ধ্যান করে।
সেইমত জন্মে সেই ভ্রময়ে সংসারে। ।
ঈশ্বর আরাধি মৈলে দিব্য গতি হয়।
পৃথিবীতে আসি সেই মহা সুখ পায়।।
বিবরিয়া কহ গোসাঞি করি নিবেদন।
হরিণ কিসের হেতু হইল ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ-ঘরেতে কেন জনম হইল।
শুনিয়া রাজার বাক্য ঋষিরাজ বৈল। ।
কুরঙ্গ ভাবিয়া মৈল হইল কুরঙ্গ।
শুন রাজা বলি তবে তাহার প্রসঙ্গ।।
কুরঙ্গ চিন্তিয়া মৈল মরণ- সময়।
হরিণীর গর্ভে জন্ম তেকারণে হয়।।
জাতিস্মর হৈয়া রাজা ভ্রমে বনে বন।
মরণ-সময় রাজা ভাবিল তখন।।
বন ছাড়ি নগরেতে করিল প্রবেশ।
হরিণ দেখিয়া লোক ধায়ত বিশেষ।।
তবেত হরিণ তথা ভাবে মনে মন।
মরণ নিকট দেখি স্মরে নারায়ণ।।
পিছু পিছু লোক সব ধাইয়া চলিল।
যমুনার জলে গিয়া হরিণ পড়িল।।
জলে পড়ি নিজ প্রাণ তেজিল তখন।
তার পরে তুলি আনে নগরিয়াগণ।।
শুনিয়া এসব কথা শোক পরিহর।
ব্যাসদেব বৈল তবে এইত উত্তর।।

www.bengaliebook.com

তার পরে ব্যাসদেব বলে বার বার।
শোক পরিহর রাজা ধর্ম্মের কুমার।।
অধর্ম্ম করিলে হয় সর্ব্ব নিপাতন।
তার কথা কহি আমি শুনহ রাজন।।
তবে রাম অযোধ্যা হইতে বনে গেল।
নানামত দুঃখ পায়্যা অনেক ভ্রমিল।।
তার পর রাবণে হরিয়া নিল সীতা।
তার হেতু সুগ্রীবের করিলেন মিতা।।
বালি মারি সুগ্রীবের দিলা রাজ্যভার।
তদন্তরে সিন্ধু বান্ধি হইলেন পার।।
ক্রমে ক্রমে মারিলেন নিশাচরগণ।
লঙ্কায় নাহিক বীর বিনা দশানন।।
হেনকালে মন্দোদরী বলে লঙ্কেশ্বরে।
মহী পুত্র আছে তব পাতাল ভিতরে।।
তাহারে স্মরহ তুমি শুনহ রাজন।
মহী আইলে দুঃখ সব হৈবে বিমোচন।।
তার সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে তাহার গমনে।।
তবেত রাবণ তারে করিল স্মরণ।
রাবণ স্মরণে নড়ে মহির আসন।।
ধ্যান করি জানে মহী সব সমাচার।
জানিল মনেতে লঙ্কা হয়েছে সংহার।।
রাম-লক্ষ্মণ আসিয়াছে সঙ্গে কপিগণ।
সকল রাক্ষস-বংশ হয়েছে নিধন।।
তেকারণে পিতা মোরে করিল স্মরণ।
অবশ্য পিতার বাক্য করিব পালন।।
যাইব লঙ্কাতে আমি নাহিক বিলম্ব।
মারিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ করিয়া প্রবন্ধ।।
যাত্রা কৈল মহীবীর নাকে দিয়া হাত।
স্মরিয়া শঙ্কর-পদ দেব বিশ্বনাথ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

মহীরাবণের উপাখ্যান

তবে বীর মহাকায়, লঙ্কা প্রবেশিতে চায়,
ভল্লুক বানর গড়-দ্বারে।
মন্ত্রেতে মৃত্তিকা কাটে, যেন কাদম্বিনী উঠে,
তাহাতে সুড়ঙ্গ হৈল দ্বারে।।
তবেত রাক্ষস মহী, মহাক্রোধ-মূর্ত্তি হই,
ছাড়ে বীর মহা হুহুঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে কপিগণ, মধ্যখানে নারায়ণ,
পরি বসিয়াছে মৃগাম্বর।।
সম্মুখে কোদণ্ড বাণ, বসিয়া অনুজস্থান,
করযোড়ে বীর হনূমান।
অঙ্গদ বালির বেটা, লইয়া বানর ঘটা,

কত বীর নাহি পরিমাণ।।
অষ্ট অঙ্গে হনুবীর, রামপদে নতশির,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ প্রতি বলে।
আজ্ঞা কর গদাধর, ভাঙ্গি লঙ্কা পাটোয়ার,
রাবণেরে ধরি আনি চুলে।।
আর যত কপিগণ, সিংহ সম সৰ্ব্বজন,
গাছ পাথর করি নিল হাতে।
নিদ্রা নাহি রাত্রি-দিনে, রাবণের নাশ বিনে,
সবে রহে যুদ্ধ হেতু পথে।।
বিভীষণ মহাশয়, শ্রীরাম নিকটে রয়,
লয় সব লঙ্কার সন্ধান।
হেনকালে মহীবীর, দেখে চক্ষু করি স্থির,
বহু সৈন্য রহে বিদ্যমান।।
সবাকারে নিরখিল, মনেতে বিস্ময় হৈল,
বিভীষণে দেখে তার মাঝ।
অসম্ভব দেখি বীর, মনেতে করিল স্থির,
এই হেতু হৈয়াছে অকাজ।।
বানরের মধ্যখান, খুড়া কেন বিদ্যমান,
কোন হেতু ইহার ভিতরে।
বুজিলাম অনুমানে, পাইলা মোর সন্ধানে,
খুড়া হেতু সৰ্ব্ব সৈন্য মরে।।
খুড়া যেই কৰ্ম্ম করে, জ্ঞাতি-বন্ধু সবে মরে,
বুঝি রামের লয়েছে শরণ।
মোর মনে হেন লয়, জানিলাম সুনিশ্চয়,
খুড়া হেতু সবার নিধন।।
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ, যারে ডরে সৰ্ব্বজন,
তার পুরে প্রবেশে বানর।
ব্রহ্মা আদি করে ডর, তার পুরে নাহি ঘর,
আনন্দেতে গৰ্জ্জে পশুবর।।

বুঝিলাম এই হৈল, খুড়া হেতু সব মৈল,
ভেদ করি কৈল সর্ব্বনাশ।
আগে যাই পিতা স্থানে, বিশেষিয়া শুনি কাণে,
তবে পাঠাইব যমপাশ।।
দেখি আগে নৃপমণি, আগে সব কথা শুনি,
তবেত করিব মনে যাহা।
না রাখিব কারো তরে, পাঠাইব যমঘরে,
রাক্ষসেরা করে যেন আহা।।
মারিয়া বানরগণ, লব সবার জীবন,
নর-বানর কিবা জানে সন্ধি।
ধরিয়া মায়ার বলে, লইয়া যাব পাতালে,
মোর ঘরে লৈয়া করি বন্দী।।
এত অনুমানি মনে, চলিল বাপের স্থানে,
দণ্ডবৎ করিল চরণে।
উঠিয়াত লঙ্কেশ্বরে, চুম্বন করিল শিরে,
কোলে করি করে আলিঙ্গনে।।
জিজ্ঞাসিল বাপস্থানে, খুড়া রামস্থানে কেনে,
কিবা হেতু দেখিল তাহাকে।
রাবণ বলিল তারে, এই দুঃখ কব কারে,
যত হৈল বিভীষণ পাকে।।
সেইত করিল এত, রাক্ষস করিল হত,
এত দুঃখ তাহার কারণ।
সেই কৈল সঙ্গী জনা, বসাইল বানর-থানা,
রক্ষকুল করিল নিধন।।
সেই মোর কাল হৈল, রামের শরণ লৈল,
সেই এত করিল জঞ্জাল।
মহী বলে কহি আমি, রামেরে বধিবে তুমি,
কেনে আইল লঙ্কার মাঝার।।
শুনি কহে দশানন, শুন পুত্র বিবরণ,

www.bengaliebook.com

যে কারণে এত দ্বন্দ্ব হৈল।
অযোধ্যার দশরথ, তার পুত্র রঘুনাথ,
সীতার সহিত বনে আইল।।
শুনিয়া বাপের বাণী, কহে মহী যুড়ি পাণি,
নিশ্চিন্তে থাকহ পিতা ঘরে।
আগে খুড়া বিনাশিব, তবে সৈন্য সংহারিব,
পশ্চাতে মারিব রঘুবীরে।।
এত বলি মহীবীর, ক্রোধে কম্পয়ে শরীর,
গড়ের বাহির শীঘ্র হৈল।
ভারত অমৃত-কথা, দীর্ঘ ছন্দ যাহে গাঁথা,
কাশীরাম দাস বিরচিল।।

মহীরাবণ বধ

জন্মেজয় বলে, মুনি করি নিবেদন।
তার পর কিবা হৈল কহ তপোধন।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তদন্তরে যেই হৈল শুনহ কারণ।।
মহীরাবণ বীর তবে করিল গমন।
দেখিলা রামের সৈন্য বহু বীরগণ।।
বড় বড় বীর দেখে পৰ্ব্বত আকার।
দেখিয়া ত মহীরাবণের চমৎকার।।
কিরূপে করিব রণ না দেখি উপায়।
কোনরূপে জিনি রণ চিন্তিল তথায়।।
তবে মহী ভাবিলেন আপন অন্তরে।
যুদ্ধে কাৰ্য্য নাহি মোর এই কাৰ্য্য সারে।।
যুদ্ধ না করিব, না হইব প্রচারণ।
নিশিতে লইয়া যাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
এত ভাবি নিশিতে ধরিয়া বেশান্তর।
বানর হইয়া রহে বানর ভিতর।।
তবে আসি মহী দশরথ রূপ ধরি।
দেখে গিয়া দ্বারে হনুমানেরে প্রহরী।।
মায়া করি বলে হনুমান বিদ্যমান।
শ্রীরামের পিতা আমি দশরথ নাম।।
বহুদিন দেখি নাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দ্বার ছাড়ি দেহ করি রাম দরশন।।
এত শুনি হনূমান বলেন বচন।
হেথা এস করাইব রাম- দরশন।।
রাম জয় করিয়া আইসে বিভীষণ।
দেখি ভয়ে পলাইল রাবণ-নন্দন।।
এইমত আসে যায় নানা বেশ ধরি।
গড়ে প্রবেশিতে নারে হনূ ত প্রহরী।।
তার পরে বিভীষণের মূর্ত্তি ধরি আসি।
গড়ে প্রবেশিতে সেই মনে অভিলাষী।।
দুই ভাই লয়ে তবে প্রবেশে পাতাল।
রাম-লক্ষ্মণেরে লয়ে চলিল ভূপাল।।

www.bengaliebook.com

নিগড়ে বন্ধন করি রাখিল নির্জ্জনে।
পাথর চাপায়ে বুকে রাখে দুইজনে।।
রামে না দেখিয়া হেথা কান্দে কপিগণ।
হনূমান নল নীল কান্দে বিভীষণ।।
এইমত কান্দয়ে যতেক কপিগণ।
সবাকারে চাহি বলে রাজা বিভীষণ।।
বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন।
মহী হরি লৈয়া গেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।।
তারপর কহি কথা কর অবধান।
সুড়ঙ্গের দ্বার তবে দেখে হনূমান।।
সেই দ্বারে হনূমান প্রবেশ করিল।
রাম রাম জপিয়া পাতালে চলি গেল।।
প্রবেশিয়া পাতালে দেখিল আদি গড়।
লম্ফ দিয়া ছাড়াইল পবন-কোঙর।।
তবে উত্তরিল গিয়া পুরীর ভিতর।
মায়া করি ফিরে হনূ পুরীর মাঝার।।
সরোবর তীরে এক দেখে তরুবর।
চড়িয়া বসিল বীর তাহার উপর।।
মরকট-বেশে হনূ রহেন তথায়।
নারীগণ জল নিতে তথাকারে যায়।।
হণূমানে দেখে তবে যত নারীগণ।
পাতালে বানর আইল কিসের কারণ।।
সেই সঙ্গে বুড়ী এক ছিল তার মাঝ।
সেই বুড়ি বলে হৈল বড়ই অকাজ।।
নর-বানর যবে এথা একত্র হইবে।
নিশ্চয় জানিহ মহী অবশ্য মরিবে।।
নররূপ দুই শিশু ধরিয়া আনিল।
তারপর দেখ এই বানর আইল।।
নর-বানর দুই দেখ হৈল এক ঠাঁই।
বুঝিলাম মহীর নিস্তার আর নাই।।
বুড়ীর বচন শুনি হনূ আনন্দিত।
গাছ হৈতে নামি বীর চলিল ত্বরিত।।
শ্বেত মাছি হৈয়া বৈসে কলসী- উপর।
তবে হনূমান গেল দেবীর গোচর।।
দেবীকে দেখিয়া হনূ বলয়ে বচন।
তুমি বলি লবে বুঝি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।।
এত শুনি মহাদেবী হৈলা চমৎকার।
দেবী বলে, শুন বাছা পবন-কুমার।।
কার শক্তি মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এত শুনি চলি গেলা বীর হনূমান।।
কর্ম্মকার ঘরে গেলা পবন-নন্দন।
কর্ম্মকার ঘরে দেখে খড়্গা দেয় শাণ।।
তথা হৈতে উঠিয়া চলিল হনূমান।
তবে বীর উপনীত মালাকার-স্থান।।
মালা গাঁথে কান্দে আর রাম রাম বলে।
এইমত মালাকার কান্দয়ে সকলে।।
তারে তবে পুছিলেন পবন- তনয়।
কেনে বা রোদন কর কোন্ দুঃখ হয়।।
তোমার রোদনে মোর স্থির নহে হিয়া।
দেখিয়া রোদন চিত্তে ব্যাকুলিতে হৈয়া।।
মালাকার বলে, শুন বৃদ্ধ কলেবর।
দুই যে বালক আনে পাপী দুরাচার।।
তারে বলি দিবে এই মনেতে ভাবিয়া।
তার লাগি কান্দি, মোর স্থির নাহি হিয়া।।
হনূমান বলে, মহী মরিবে কিমতে।
মালী বলে, মহীমৃত্যু হনূমান হাতে।।
এত শুনি হনূমান তার তরে কয়।
তোরে রাজা করি মহ মারিব নিশ্চয়।।

পুনঃ হনূমান বীর মাছিরূপ ধরে।
প্রবেশ করিল হনূ মহী-অন্তঃপুরে।।
যেই ঘরে বান্ধা আছে ভাই দুইজন।
তথাকারে হনুমান করিল গমন।।
মহী হরি আনিয়াছে পাতাল-ভুবন।
এত শুনি মূর্চ্ছিত হৈল দুইজন।।
এখন কি করিব বলহ হনূমান।
কেমনে রাক্ষস হতে পাই পরিত্রাণ।।
তবে হনূমান বলে যোড় করি হাত।
আমি যে কহিয়ে তাহা শুন রঘুনাথ।।
তারপরে দোঁহারে শিখায় হনূমান।
যখন বলিবে তোমা করিতে প্রণাম।।
বলিবে রাজার পুত্র প্রণাম না করি।
আপনি দেখাও যদি মোরে কৃপা করি।।
ইহা বলি হনূমান শিখাইল বাণী।
তথা হৈতে গমন করিল বীরমণি।।
রামের চরণে বীর করিল প্রণাম।
দেবীর সদনে আসি রহে হনূমান।।
রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যূষ বিহার।
আনন্দিত মহীবীর করে স্নান দান।।
বিপ্রগণ বসি পূজে দেবীর চরণ।
রাজা আসি পূজাতে বসিলা ততক্ষণ।।
সুগন্ধি চন্দন দেয় নানা উপহারে।
নানা পুষ্পগণ দেয় ঘটের উপরে।।
নহূমান ঘটে আসি অধিষ্ঠান হৈল।
ঘন ঘন ঘট নড়ে পড়ে পুষ্পজল।।
মহী বলে দেবী আসি হৈলা অধিষ্ঠান।
শীঘ্রগতি আনাইল নর-বলিদান।।
স্নান করাইয়া তবে আনে দুই ভাই।
রূপের তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই।।
দিব্য বস্ত্র পরাইল মালা দিল গলে।
শত কোটী চন্দ্রোদয় বদন কমলে।।
রামের রূপেতে চক্ষু পালটিতে নারি।
ভয়ে কালী-প্রতিমা কাপঁয়ে থরথরি।।
এত দেখি মহী তবে শ্রীরামের বলে।
মনঃসিদ্ধ হয় তবে দেবীরে পূজিলে।।
শীঘ্রগতি দণ্ডবত করহ দেবীরে।
ইহারে পূজিয়া ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।।
এ কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণেরে চাই।
লক্ষ্মণ বলেন, কভু প্রণাম না হই।।
যেমত প্রকারে লোক দণ্ডবত করে।
তেমত প্রকারে তুমি দেখাহ আমারে।।
এত শুনি মহীবীর মনে মনেহাসে।
নহে কেন দশরথ দিবে বনবাসে।।
তবে মহী মাথাপাড়ে ভূমির উপরে।
সেইক্ষণে হনূমান নিজ মূর্ত্তি ধরে।।
যেই খড়্গ ছিল দেখ মহী বিদ্যমান।
যেই খড়্গ হাতে নিল বীর হনূমান।।
দেবীরে চাহিয়া বীর তবে বলে বাণী।
আপনার বলিদান লহত আপনি।।
খড়্গ হাতে হনূমান শুন তার কথা।
এক চোটে কাটি পাড়ে মহীবীর মাথা।।
পড়িল ত মহীবীর হইল সংহার।
শুনিয়া তাহার নারী আইল যুঝিবার।।
হাতে ধনু করি আইল হনূর গোচর।
নানাজাতি বাণ মারে হনূর উপর।।
মহাক্রোধে হনূ মারে মুষ্টিকের ঘাত।
মুষ্টিকের ঘাতে রাণীর হৈল গর্ভপাত।।

www.bengaliebook.com

সেই গর্ভে জন্মে বীর তার অহি নাম।
হাতে ধনু করি আইল করিতে সংগ্রাম।।
ক্ষণে ক্ষণে বাণ মারে হনূর উপর।
বাণে বাণে হনূমানে কৈল জরজর।।
তবে হনূমান তারে সাপটিয়া ধরে।
ধরিতে না পারে সেই পিছলিয়া পড়ে।।
তবে বীর হনূমান ভাবে মনে মন।
পিতা পবনেরে তবে করিল স্মরণ।।
পুত্র হেতু পবন করিলা মহারোষ।
মহাক্রোধে কৈল দেব দারুণ বাতাস।।
ধূলা উড়াইয়া দিল তাহার উপরে।
তবে হনূমান তারে ধরিল সত্বরে।।
চরণে ধরিয়া তারে ঘন দেয় পাক।
পাকে পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।।
আছাড়িয়া ফেলে তারে ভূমির উপরে।
মরিল মহীর পুত্র গেল যমঘরে।।
তার পরে রাজ্যে রাজা হৈল দ্বিজবর।
পাত্র করি সেই রাজ্যে দিল মালাকার।।
রাম আজ্ঞা বিপ্র রাজা পাত্র মালাকার।
কর্ম্মকারে হনুমান দিল ঘমঘর।।
পাতাল হইতে তব বীর হনুমান।
রাম-লক্ষ্মণ কান্ধে করি করিল পয়াণ।।
হেনকালে ভদ্রকালী বলেন বচন।
আমারে লইয়া চল পবন-নন্দন।।
এতেক শুনিয়া হনু হাসিয়া তখন।
মাথে করি ভদ্রকালী কান্ধে দুইজন।।
লঙ্কাতে আইলা রাম-লক্ষ্মণের সহিত।
দেখিয়া সকল সৈন্য হৈল আনন্দিত।।
তবে বীর হনুমান দেবীরে লইয়া।
ক্ষীরগ্রামে রাখে তারে স্থাপন করিয়া।।
তবে হনুমান আইলা লঙ্কার ভবন।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ।।
সিংহনাদ করি সবে বলে রামজয়।
শুনিয়া রাবণ রাজা কম্পিত হৃদয়।।
এইমতে রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কাতে আইলা।
শুনিয়া রাবণ রাজা প্রমাদ গণিলা।।
জানিল নিশ্চয় মহী ত্যজিল জীবন।
পুত্রশোকে দশানন করয়ে রোদন।।
তবে ত রাবণ রাজা ভাবে মনে মনে।
মহী পুত্র মৈল আর জয় নাহি রণে।।
যেন মহী অধর্ম্ম করিল বহুতর।
তেমতি মরিয়া গেল শমনের ঘর।।
সেই মত দুর্য্যোধন তোমারে হিংসিল।
হিংসার কারণে সেই সবংশে মরিল।।
তোমার নাহিক দোষ হিংসার কারণ।
বংশের সহিত কুরু হইল নিধন।।
চিত্ত স্থির কর রাজা না কর রোদন।
ত্যজহ সন্তাপ, শুন আমার বচন।।
মহীর আখ্যান আমি কহিনু তোমারে।
সেইমত দুর্য্যোধন অধর্ম্মেতে মরে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি।।
মস্তকে বন্দিয়া দ্বিজগণ পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

www.bengaliebook.com

ব্যাসদেশে পাণ্ডবগণের ভীষ্মসমীপে গমন

তবে জন্মেজয় বলে, শুন তপোধন।
তদন্তরে কোন্ কর্ম্ম কৈলা মহাজন।।
মুনি বলে, জন্মেজয় কহিয়ে তোমারে।
যেইমতে সান্ত্বনা হইল যুধিষ্ঠিরে।।
ব্যাসবাক্য শুনি রাজা মন কৈল স্থির।
ব্যাস বৈলা শোকচিত্ত নহ যুধিষ্ঠির।।
নানামত প্রসঙ্গ বুঝান ব্যাসদেব।
অনেক প্রকার করি বুঝাইল তবে।।
শুনিলা অনেক শাস্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যাস বলে, শোক ত্যজে ধর্ম্মে কর স্থির।।
ধর্ম্মকথা শুনিবারে যদি আছে মন।
মন দিয়া শুন গিয়া ভীষ্মের বচন।।
বৃহস্পতি আদি করি যত মুনিগণে।
নীতি শাস্ত্র বুঝাইলা বিবিধ বিধানে।।
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত কর ধর্ম্মপদ।
ব্রহ্ম ঋষি আদি ছিল যার সভাসদ।।
মহা ধর্ম্মশীল ভীষ্ম বীর মহাশয়।
ঘুচাইবে তেঁই তব চিত্তের সংশয়।।
আনন্দিত ধর্ম্মরাজ ব্যাসবাক্য শুনি।
আনন্দিত চারি ভাই দেব চক্রপাণি।।
ধৃতরাষ্ট্রে আগে করি পাণ্ডুর নন্দন।
ভীষ্মের সমীপে সবে করিল গমন।।
চারিদিকে বসিয়া যতেক মুনিগণ।
ধৃতরাষ্ট্র বসিলেন, দেব নারায়ণ।।
করযোড় করিয়া বলেন যুধিষ্ঠির।
আমা হেন পাপী নাহি সংসার ভিতর।।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি মুঞি মরিনু যতেক।
লিখিতে না পারি যত করিনু পাতক।।
রাজ্যপদ লাগিয়া করিনু বহু পাপ।
ভীষ্মদেবে মারিয়া পাইনু বহু তাপ।।
এত শুনি বলে ভীষ্ম শুন যুধিষ্ঠির।
হিত উপদেশ কহি মন কর স্থির।।
ত্রিদশের নাথ হরি দেব নারায়ণ।
একমন হৈয়া চিন্ত তাঁহার চরণ।।
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ পুরাতন।
কি করিতে তোমরা আইলে মোর স্থান।।
আমার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি।
কৃপা করি আইলেন আপনি শ্রীহরি।।
ত্রিভুবন মধ্যে সার দেব নারায়ণ।
অন্তকালে পাই যেন তোমার চরণ।।
জগতের কর্ত্তা তুমি দেব জগন্নাথ।
কি বলিতে জানি আমি তোমার সাক্ষাৎ।।
তুমি যাহা মনে কর সেইরূপ হয়।
সকল সংসার প্রভু তোমার লীলায়।।
কিবা না করিতে পার আপনি শ্রীহরি।
নাশিলে সে দুষ্টগণ ক্ষিতি ছিল ভারী।।
আদিও অনাদি তুমি সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা।
অনাথের নাথ তুমি সর্ব্বফলদাতা।।
তুমি সর্ব্বময় প্রভু তুমি নিরঞ্জন।
তুমি সর্ব্বপ্রাণ হেতু তুমি সে জীবন।।
দুষ্টে নাশ কর তুমি শিষ্টের পালন।
তুমি সে করুণাময় জগৎ তারণ।।
তুমি সৃষ্টি কর প্রভু সংহারহ তুমি।
চারি বেদ নাহি পারে কী বলিব আমি।।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
সংসারেতে আছে যত তব ঠাকুরাল।।

তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি নারী নর।
তোমার অধিক নাহি সংহার ভিতর।।
আদি নিরঞ্জন তুমি আব্রহ্ম স্বরূপ।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপ।।
করুণা করিয়া তুমি তরাও যাহারে।
সেই সে তোমর ভক্ত জানিবারে পারে।।
তোমারে জানিবে হেন আছে কোনজন।
ভক্ত বিনে তোমারে না জানে অন্য জন।।
তব কথা শুনিয়াছি পূর্ব্বে মুনিস্থানে।
যেমত করিলে তুমি কহি বিদ্যমানে।।
পূর্ব্বে এক বিপ্র ছিল পরম ভকত।
তোমা বিনা অন্যে তার নাহি ছিল চিত্ত।।
কৃশানু তাহার নাম ছিল দ্বিজবর।
তোমার ভজন সেই করে নিরন্তর।।
রন্ধন করিয়া বিপ্র তোমা ধ্যান করে।
ভোজন করহ তুমি আনন্দ অন্তরে।।
দ্বিজে প্রবঞ্চনা করি করহ ভোজন।
অন্ন খাও দ্বিজে নাহি দেহ দরশন।।
আর দিন সেই বিপ্র রন্ধন করিয়া।
ধ্যান করে দ্বিজবর যোগাসন হৈয়া।।
কুকুর-মূরতি তুমি ধরিয়া তখন।
অন্ন খেতে বিপ্র তোমা দেখে নারায়ণ।।
বিপ্রকে দেখিয়া পলাইয়া ত আপনে।
পিছে পিছে ধায় তব সেই ত ব্রাহ্মণে।।
তোমাকে প্রতীত করি বলেন বচন।
কেন পলাইয়া যাহ না করি ভোজন।।
মোর দোষ ক্ষমা কর মোর অন্ন খাহ।
মোর দিব্য লাগে যদি পলাইয়া যাহ।।
অন্না আসি খাও তুমি না করিহ ডর।
ঈশ্বর বিরাজে সদা তোমার অন্তর।।
তোমাতে আছেন হরি শুন মহাশর।
অন্ন খেয়ে পূর্ণ কর আমার হৃদয়।।
এইমত কহি ধরে কুক্কুর- চরণ।
দ্বিজমূর্ত্তি হৈয়া হরি দিলা দরশন।।
দিব্যমূর্ত্তি হইলেন চতুর্ভুজধারী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হইল শ্রীহরি।।
দ্বিজবরে বিস্তর করিলে আশ্বাসন।
প্রতিদিন খাব অন্ন তোমার সদন।।
তোমার অধীন আজি হইনু ব্রাহ্মণ।
তোমারে ছাড়িতে আমি নারিব কখন।।
সেই হেতু তোমারে পরীক্ষা আমি কৈনু।
এত দুঃখ তোমারে ছাড়াতে নারিনু।।
নিশ্চয় বলহ প্রভু শুনহ বচন।
সর্ব্বমতে আমি তোমা করিব রক্ষণ।।
সেই মতে অন্ন খাই বুঝিল ধারণে।
কদাচিত যুধিষ্ঠির হয় সে ব্রাহ্মণে।।
অঙ্গীকার কৈলা সত্য পালন করিতে।
সেই এই যুধিষ্ঠির লয় মোর চিতে।।
সেই হেতু কৈলা দুষ্ট দুর্য্যোধনে নাশ।
আজি সে জানিল তাহা শুন শ্রীনিবাস।।
তোমা বিনে আর মোর নাহি সৃষ্টিকর্ত্তা।
আর যত আছে সব তোমার রক্ষিতা।।
কৃপা করি কর প্রভু মোর পরিত্রাণ।
উদ্ধার করিয়া মোরে লহ নিজস্থান।।
পূর্ব্বেতে গয়ায় এক ছিল দ্বিজবর।
অনাচার বৃত্তি সেই করে নিরন্তর।।
হরিতে ভজনা, সদা নীচ কর্ম্ম করে।
নীচ কর্ম্ম করি সেই দেহ মাত্র ধরে।।

www.bengaliebook.com

পাদুকা-ব্যাপার করে ব্রাহ্মণ হইয়া।
চর্ম্মের পাদুকা বেচে দোকান করিয়া।।
তাহাতে বসিয়া সেই সদাকাল থাকে।
পাদুকা ঝাড়য়ে সদা ফুক দেয়মুখে।।
চর্ম্মের ব্যাপার করে মুচিসঙ্গে থাকে।
চর্ম্মের যতেক ধূলা লাগে তার মুখে।।
মুচির সঙ্গেতে তার সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ।
আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে ব্রাহ্মণ।।
সন্ধ্যা-গায়ত্রী হীন মুচিসঙ্গে রয়।
সর্ব্ব দিন গেলে সেই সন্ধ্যাকালে খায়।।
রন্ধন করিয়া তোমা কেরে সমর্পণ।
তবে ত তাহার পরে করয়ে ভক্ষণ।।
দিন গেলে একবার তব নাম লয়।
অন্যান্য সময় নহে সন্ধ্যার সময়।।
আর দিন নাম লৈয়া করিল শয়ন।
দৈবে সর্পাঘাতে দ্বিজ ত্যজিল জীবন।।
মরিলে যমের দূতে বান্ধি লৈয়া যায়।
বিষ্ণুদূত আসি তার বন্ধন খসায়।।
বিষ্ণুদূতে লৈয়া গেল বিষ্ণুর নগরে।
তবে যমদূত গেলা যমের গোচরে।।
ফেলিল হাতের পাশ ধর্ম্ম বরাবরে।
কহয়ে ধর্ম্মের আগে করি যোড় করে।।
তোমার স্থানেতে মোর নাহি প্রয়োজন।
এতেক শরীরে দুঃখ না যায় কথন।।
এতকাল চর্ম্ম বেচে ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই।
মোরে মারি তারে লৈয়া যায় অন্য ঠাঁই।।
তপ-জপ-হীন বিপ্র নীচকর্ম্ম করে।
তবে কেন লৈয়া যায় বিষ্ণুর গোচরে।।
তোমার রহিল আর কিসে অধিকার।
আমরা আনিব কারে সংসার ভিতর।।
ধর্ম্ম বলে, কহ চিত্রগুপ্ত মহাশয়।
কোন কর্ম্ম করে বিপ্র কহত নিশ্চয়।।
চিত্রগুপ্ত বলে, ধর্ম্ম নাহি ত লিখন।
শয়নেতে হরিনাম করিত স্মরণ।।
শয়নে মরণে যেই হরিনাম লয়।
তারে তোর আনিতে উচিত নাহি হয়।।
শয়নে লইল নাম সেই ত ব্রাহ্মণ।
তবে কেন দূত যায় তাহার সদন।।
শয়নে মরণে যেই হরিনাম লয়।
মোর অধিকার তারে নাহিক নিশ্চয়।।
যম বলে, শুন দূত বচন আমার।
এই এই জনে মোর নাহি অধিকার।।
এক দিন যেই জন হরিনাম লয়।
তারে তুমি নাহি আন আমার আলয়।।
হরিনাম লৈয়া যেই জন মৃত্যু হয়।
কদাচিত নাহি যাহ তাহার আলয়।।
মরণ-সময়ে যেই জনে গঙ্গা পায়।
তথা হইতে ফিরি তোরা আসিবি নিশ্চয়।।
যার গলে রুদ্রাক্ষ তুলসী মালা থাকে।
কভু নাহি যাবি তোরা তাহার সম্মুখে।।
কবচ থাকিবে যার হরি-হর নামে।
কদাচিত তোমরা না যাবে তার ধামে।।
গঙ্গার মৃত্তিকা থাকে যাহার ললাটে।
কদাচ না যাবি তোরা তাহার নিকটে।।
তুলসীবেদীর মাটী তুলসীর পাত।
কভু নাহি যাবি তোরা তাহার সাক্ষাৎ।।
গোরজ গোময় মূত্র থাকে যার শিরে।
তাহে নাহি ছুঁবি তোরা কহিনু সবারে।।

www.bengaliebook.com

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যেবা ত্যজয়ে জীবন।
তার তরে তোরা নাহি ছুঁবি কদাচন।।
মরণকালেতে গুরুদরশন পায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠেতে যায়।।
যাহার উপরে আছে মোর অধিকার।
তাহা যে বলিব সবে শুন সারোদ্ধার।।
পৃথিবীতে জন্মি যেই পরহিংসা করে।
গুরুভক্তি চিন্তা নাহি যাহার অন্তরে।।
বিপ্র দেখি প্রণাম না করে যেই জন।
মিথ্যা বাক্য কহে আর কর্কশ বচন।।
পরদ্রব্য লয় আর পরদার হরে।
দ্বিজভূমি হরে আর পরছিদ্র ধরে।।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আর প্রবঞ্চনা করে।
দান দিয়া যেই জন ভাবয়ে অন্তরে।।
দেখিয়া পরের দুঃখ সুখ পায় মনে।
এই মত কত আছে অনেক কথনে।।
এইমত ধর্ম্মরাজ কহিল দূতেরে।
এই সব পাপী আন ডাঙ্গশ প্রহারে।।
সুদৃঢ় বন্ধন করি আন মোর হেথা।
মারিয়া ডাঙ্গশ বাড়ি ভাঙ্গি তার মাথা।।

ভীষ্মের নীতি কথন

হেনমতে কহে তবে ভীষ্ম মহাশয়।
তব অগ্রে সেই মৈল কি তার সংশয়।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির করয়ে রোদন।
সান্ত্বাইয়া বলে তারে শান্তনু নন্দন।।
বিষাদ না কর রাজা স্থির কর মতি।
ভ্রাতৃগণ সংহতি ভুঞ্জহ বসুমতী।।
নীতিবাক্য কথা কিছু শুনহ রাজন।
কদাচিত নিন্দা না করিহ ব্রাহ্মণ।।
পিতা মাতা পালিবে, রাখিবে অন্তঃপুরে।
জননীরে রাখিবেক রন্ধনের ঘরে।।
গৃহমধ্যে রাখিবে আপন প্রিয় নারী।
গোধন রক্ষণে দিবে ভ্রাতে অধিকারী।।
পুত্রকে রাখিবে রাজকার্য্যে সভাসদে।
করিলে সকল কার্য্য পাইবে সম্পদে।।
দান ধর্ম্ম যজ্ঞ তপ করিবে সতত।
প্রজাগণ পালিবে করিয়া পুত্রবত।।
প্রীতিবাক্য কহিয়া প্রজার কর লৈবে।
সাধুগণ পালি দুষ্টগণ নিবারিবে।।
প্রজার রমণী নিজ জননী জানিবে।
পুত্র মিত্র ভেদাভেদ কখন নহিবে।।
দোষাদোষ দেখি তার নিভৃতে বুঝিবে।
খলের বচনে রাজা প্রত্যয় না যাবে।।
উপার্জ্জন করি ধন করিবে সঞ্চয়।
ভয় ক্রোধ লোভ নিদ্রা ত্যজিবে সময়।।
না লইবে পরদ্রব্য, স্থাপ্য না হরিবে।
আপন জানিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য নাহি দিবে।।
সেই সাধুজন যেই থাকে নিষ্ঠাচার।
সংক্ষেপে কহিনু ধর্ম্ম ধর্ম্মের বিচার।।

মৃত্যুর উৎপত্তি ও বর্ণন

তদন্তর পিতামহে ধর্ম্মের তনয়।
করাযোড়ে জিজ্ঞাসেন, কহ মহাশয়।।
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন।।
মৃত্যু বলি কোন্ জন এ তিন ভুবন।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করয়ে নিধন।।
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু, হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংসারে হরে বড় বড় জনে। ।
যম বলে কাহারে সে ধরে কোন বেশ।

ভীষ্ম বলিলেন, বলি শুনহ রাজন।।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভূত কথন।
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন।
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ না মরয়। ।
পৃথিবী না সহে ভার রসাতলে যায়।
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।।
স্বায়ম্ভূব নামে এক করিল উৎপত্তি।
স্বায়ম্ভূব পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাহার তনয়।
সপ্ত পুত্রে সপ্ত দ্বীপে দিল অধিকার।।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন, ভরত-কুমার।
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপ দিল অধিকার।।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার।
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে।
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির।
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।।
অনাহারে বাতাহারে মুদিত লোচন।
এইরূপে রহে ষাটি সহস্র বৎসর।।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিতে আসিলেন বর।
না লইল বর সেই রহিল মৌনেতে।।
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে।
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর।
সেইত অসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল।।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল।
ব্রহ্মারে সদনে পৃথ্বী গুহারি করিল।।
পৃথ্বী সন্ত্বাইয়া তাঁর ভাবনা হইল।
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল তথি।
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম।।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম।
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন।
একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর।।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করিব সংহার।

এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর। ।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর।
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।।
ব্যাধিরূপ হয়ে কর জীবের নিধনে।
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।।

চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার।
চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।।
প্রেতপুরে যমরাজা চলিল তখনে।

পুরী চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবঋষি সন্ন্যাসী যে মরে নৃপবর।।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর।
পশ্চিম দুয়ার হয় অতি রম্যস্থল।।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল।
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন।
পূর্ব্বদ্বারখানি দেখি পরম সুন্দর।।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্যদ্রব্য পরম সুন্দর।
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।।
স্বামী লয়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন।
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায়।
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি।
মস্তকে মারায়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার।
পার হতে আছে ভয়, শুনহ কাহিনী।।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি।
ঠাঁই ঠাঁই একেশ্বর হৈতে হয় পার।।
শৃগাল কুক্কুরে খায় ঘোর অন্ধকার।
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।।
তাহার সকল কথা শুন সাবধানে।
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর।
স্বামীবাক্য নাহি মানে, স্থাপিত হরণ।।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
তাহারে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে।
মহাকুণ্ড নাম ধরে পুরিত শোণিত।।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত।
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়য় তাহে নরক পীড়য়।
তাহা ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।।
ব্রহ্মবধ কর কিম্বা সুবর্ণ হরিলে।
মিথ্যা কথা কহে যেবা হরয়ে শাসন।।

কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন।
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষ।।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ।
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন।
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।।
একে একে নরক ভূঞ্জয়ে বহুকালে।
সংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন।।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন।
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।।
ছোট বড় সবাকার কহিব বিস্তার।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি।
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
সর্ব্বধর্ম্ম ফল লভে নাহিক সংশয়।।

www.bengaliebook.com

সর্ব্বত্র অভীষ্ট লাভ সর্ব্বত্র বিজয়।
অন্তকালে পতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর।।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর।
কাশীরাম দেব চিত্ত গোবিন্দ চরণে।।
একচিত্তে একমনে শুনে সর্ব্বজনে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মহাত্ম্য কথন

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয়।।
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণ।
ধর্ম্মিলোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমন।।
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয়।।
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভূত তাঁহার পুরী না যায় বর্ণনে।।
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভূত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ।।
দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নরায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে।।
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেইজন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন।।
সর্ব্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ।।
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারী।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী।।
সম্ভাষ করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে সেই কালে। ।
যোগ ধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন।।
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে।।
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ।।
যমেরে প্রণমি, রথে করি আরোহণ।
দেবতুল্য হয়ে করে বৈকুণ্ঠ গমন।।
জনদান অন্নদান করে যেই জন।
আত্ম তুল্য অতিথিরে করয়ে সেবন।।
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন।।
তাম্বুল গুবাক দান করে যেইজন।
দিব্যরথে যায় সেই যমের ভবন।।
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত।
যমের নগরে যায় অরোহিয়া রথ।।
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেইজন।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষেন ব্রাহ্মণ।।
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে। ।
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণে।
পিতৃ-অঙ্গ দেব অঙ্গ করে নিরীক্ষণ। ।
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে।
ইন্দ্র আদি দেব পূজা করে শুদ্ধচিত্তে।।
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে।
দিব্যরথে চড়ি যায় যমের পুরেতে।।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার।।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জয়ে আপনি যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে।।
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায়।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হয়ে যমপুরে যায়।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ।।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদরে।
যাঁর নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হরে।।
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারনে তাহা নর না করে সাধন।।
শুনহ গোবিন্দ তত্ত্ব কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয়।।
পরদ্রব্য হরে, করে হিংসা পরদার।
চুরি হিংসা করি তোষে আত্ম-পরিবার।।
বিপ্রে দান দেয়, কিন্তু মনে অহঙ্কার।
অতিথি না পূজে, নাহি দেয় পুরষ্কার।।
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হয়ে।
প্রকার প্রবঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে।।
এইমতে যত পাপ করয়ে অর্জ্জুন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি, বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ।।
কান্দয়ে যতেক পাপী, করি হাহাকার।
মস্তক উপরে করে মুদগর প্রহার।।

এইরূপে পাপ ভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন।।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেখ নিরঞ্জন।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদের বচন।।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্রগতি গেলেন যেখানে পদ্মাসন।।
করযোড়ে স্তুতি নতি অনেক করেন।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন।।
কি হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ।।
সুরালোক কিবা পরমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুর হয়েছে।।
অসুরের পীড়া কি হয়েছে দেবলোকে।
কি হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে।।

এত শুনি কহিল নারদ তপোধন।
আমার চিত্তের দুঃখ না হয় খণ্ডন।।
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা।
জানিতে না পারি হরিনামের মহিমা।।
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত মন অগোচর।
এই হেতু ভাবিয়া হয়েছি চিন্তান্তর।।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন।।
সংসারের পতি তুমি সবার ঈশ্বর।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর।।
সে কারণে আসিলাম ত্বরিত হেথায়।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আমায়।।
তোমা বিনা অন্যজন কহিতে না পারে।
কৃপা করি শীঘ্রগতি কহিবে আমারে।।

এত শুনি হাসি ব্রহ্মা কহিলা বচন।
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন।।
কে করিতে পারে তাঁর নাম নিরূপণ।
আমি নাহি জানি হরি নামের কথন।।
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর।।

www.bengaliebook.com

শিবের সদনে তুমি করহ গমন।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন।।

এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন।।
দণ্ডবৎ করি হরে করিছেন স্তুতি।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী- পতি।।
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর।।
সে কারণে আসিলাম তোমার সদন।
কহিবে আমাকে তুমি নাম নিরূপণ।।
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন।।
সমুদ্রলহরী যেবা গণিবারে পারে।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণে এ সংসারে।।
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ।
শীঘ্রগতি তার স্থানে করহ গমন।।

এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি।
ত্বরিতে গেলেন যথা ত্রিদশের পতি।।
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ।।
গেলেন সত্বর যথা লক্ষী নারায়ণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন।।
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর।
জগতনিবাসী জয় জগতের পর।।
অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা।
শিষ্টের পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা।।
সৃজন পালন অংশ যাহার প্রকৃতি।
অখিল কারণ অজ অখিলের পতি।।

নমো নমো দিব্য মৎস্য পূর্ণ অবতার।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা বেদের উদ্ধার।।
নমো নমো অবতার দিব্য অসিমুখ।
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক।।
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারী।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী।।
নমো রঘুকুলোনাথ রাবণ অন্তক।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার পালক।।
এরূপে নারদ করিলেন বহু স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে তাঁহারে কহেন লক্ষীপতি।।
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন হেতু হেথায় করিলা অগ্রসর।।
ভক্তের অধীন আমি ভকত জীবন।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন।।
মনোহর রূপ আমি মন অগোচর।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি কাহে ভিন্ন পর।।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ।
সে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস।।
আত্মারূপে আমার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে।
অন্যজন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে।।
ভক্তের অধীন থাকি ভকত সহিতে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে।।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে।।

নারদ বলেন তুমি আমার আধার।
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার।।
যদি বর দিবা এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাই আমি যেন অনুক্ষণ।।

এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্ল্লভ নাম জগত নিস্তার।।
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে।
শুনিয়া মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে।।

এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জীবনীপুরে তুমি করহ গমন।।
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিতগমনে যাহ তাঁহার সমাজ।।
নামের মহিমা তিনি করেন আমার।
তাহা শ্রুতমাত্র ভ্রম খণ্ডিবে তোমার।।

এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভবন।।
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্যজন।।
চতুর্ভুজ দিব্য মুর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর।।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন।।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর।।
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মহামতি।।

নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ।
কহিবা আমাকে কৃষ্ণনাম নিরূপণ।।
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি।।
হরিনান মহিমা পাইবা সেইখানে।
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে।।
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিলা গমন।।
দেখেন যমের পুরে পাপীর তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি সারি অদ্ভূত গঠন।।
সেখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর।
উষ্ণজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর।।
কন্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার।।
কোনখানে করে পাশে পাপীরে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ।।
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে।
মস্তকে মুদগারাঘাত করে দূতগণে।।
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণে।।
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।।
গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর।।
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র সবাকার পাপমুক্ত হৈল।।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায়।।
অশেষ বিশেষ স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্যা অর্ব্বুদ পাপী চলিল সত্বরে।।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন।।
জয় জয় নামরূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় আজ ঈশ।।

এই রূপে বহু স্তুতি করে তপোধন।
আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন।।

ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন।।
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর।
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর।।
স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনোহর।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরে থর।।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর।।
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব দ্বিজগণ।
সম্মুখ সমর করি মরে যত জন।।
যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন।।
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুটি বৃন্দে।।
সেই ক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে।।
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে।।
অনন্তর মহীতলে লভয়ে জনম।
সেই নারী পতি মাত্র করয়ে সম্ভ্রম।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খন্ডে পরলোক তরি।।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।।

ভদ্রশীল ও ধনুধ্বজের উপাখ্যান

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত।।
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
অবহিত হ'য়ে আমি বলিব তোমাকে।।
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি।।
যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন।
নানামতে অর্জ্জিত নানারূপ ধন।।
ধনুধ্বজ রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে।।
পূর্ব্বেতে অবন্তী নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল।।

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হয়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ।।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষাকু বংশের গুরু শান্তি তপোধন।।
সুবন্তী অবন্তী তাঁর দুইটি নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুইজন।।
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তী কুমার।
দুরাত্মা অবন্তী হৈল মহা পাপাচার।।
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে, হরে পরদার।।
বহুমতে সুবন্তী করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।।
ক্রুদ্ধ হয়ে সুবন্তী শাপিল সেই ক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন।।
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।

অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবে।।
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তী হইল ক্রুদ্ধমন।।
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন।।
অনাহারে আপনি ত্যাজিল কলেবর।
সেইত অবন্তী হৈল শ্বপচকুমার।।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যতন পূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল।।
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে।।
কতদিনে সর্পের দংশনে সে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল দ্বিজ শোকার্ত্ত হইল।।
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপ দ্বিজ বহু করিল শোচন।।
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর।।

একদিন ধনুধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্য আনিবারে যায়।।
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন।।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথায়।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ আইলা ধরায়।।
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন।।
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর।।
এত শুনি প্রণমিয়া বলেন বচন।
সেই ধনুধ্বজ আমি শ্বপচনন্দন।।
নিজ কর্ম্মফলে হই যমের কিঙ্কর।
পূর্ব্বে তুমি আমারে পালিলে বহুতর।।
নমো জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রণতপালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পতিত তারণ।।
কৃপা করি দিলা মম গোধন রক্ষণে।
পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হল সে কারণে।।

এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি যমের কথন।।
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে।।
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার।।
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।।
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে।।
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বদ্বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান।।
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাহি মাংসপিণ্ডের সমান।।
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদাকৃতি।।
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম।।
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে।।
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।

ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময়। ।
মায়ের ভোজন রসে বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্টমাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে।।
জন্ম জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ।।
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন।।
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার।।
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমারে।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান নাহি হরিও আমারে।।
এইরূপ দশমাস অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয়।।
জ্ঞানহত হবা মাত্রে করয়ে রোদন।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অনুক্ষণ।।
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈল আয়ু যায় ক্ষয়।।
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ম্মের ফলে।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে।।
সর্ব্বকালে আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব একই সমান।।
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুত দার।
মৃত্যুকালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া তাহার আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করয়ে তাড়ন।।
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিনু জীব কর্ম্মের বাখান।।

এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর।।
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে। ।
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার।।
যত পিতৃ পিতামহ ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছ।।
ক্রমে ক্রমে সব ঋণ করহ শোধন।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন।।
ঋণগ্রস্ত জনের না হয় তথা গতি।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি।।

এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সর্ব্বঋণ করিব শোধন।।
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনরপি তোমাকে পাইব কোন স্থানে। ।
দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী।
খট্টাতে গৃহের মধ্যে শুইবে আপনি।।
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিয়া শয়ন।
সুত দারা সবাকে করিবে নিবারণ।।
পুনঃ পুনঃ সবাকে কহিবে এই বাণী।
তিন দিন গত হলে ঘুচাবে খিলনি।।
ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার।।
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন।।

এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ।

আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন।।
পিতা পিতামহ হৈতে যত ঋণ ছিল।
ক্রমে ক্রমে ভদ্রশীল সকল শুধিল।।
আপনিও যত ঋণ দিয়াছিল লোকে।
সর্ব্বলোকে বলিলেক পরম কৌতুকে।।
যার ধারি লহ ঋণ যেবা ধার দেহ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ।।
এইরূপ সর্ব্বলোকে কহিয়া বচন।
ক্রমে ক্রমে যত ঋণ করিল শোধন।।
অঋণী হইল দ্বিজ আনন্দিত মন।
দারাসুত সবাকারে কহিল বচন।।
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবে তুলিতে।।
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা।
তবেত আমার মৃত্যু না হয় সর্ব্বথা।।
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুত দারে।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে।।
দ্বিজে সত্য করি দূত সুস্থ নাহি মনে।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের সদনে।।

এত বলি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন।।
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কিরূপেতে।
ইহার বিধানে দেব কহিবে আমাতে।।
শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয়।
কীর্ত্তিমন্ত নামে এক বৈশ্যের তনয়।।
সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে।।
তড়াগ পুকুর বিল দিল শত শত।
লিখনে না যায় দ্বিজ দান দিল যত।।
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে।
দানকালে এক দ্বিজে চাহিল ক্রোধেতে।।
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে।
ধনে মত্ত হয়ে চাহে সক্রোধ নয়নে।।
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল।।
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ব্বার।
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার।।
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন।
বিরস বদন হৈল বৈশ্যের নন্দন।।
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে।
গোষ্ঠ দিয়া যায় বৈশ্য রেবা নদীকূলে।।
দৈবযোগে ষণ্ড এক বিক্রম করিয়া।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া।।
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর।।
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে।।
তুমি পুণ্যবান, দান করিলে বিস্তর।
তড়াগ পুষ্কর্ণি কূপ দিলে বহুতর।।
দেবঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন।
নানা যজ্ঞ করি আরাধিলে পদ্মাসন।।
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে।
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা এক দ্বিজে।।
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ নাহিক মোচন।।

এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন।

অল্প আছে যদি পাপ করিব ভুঞ্জন।।
যম বলিলেন পড় হ্রদের ভিতরে।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে।।
দেবল ঋষির সঙ্গে হৈলে দরশন।
তবে পাপভোগ তব হইবে খণ্ডন।।
এত শুনি হ্রদমধ্যে পড়ে সেই ক্ষণে।
গ্রাহরূপী হইয়া রহিল কতদিনে।।
রামহ্রদ নামে সেই পুণ্য তীর্থবর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর।।
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ।।
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
কত দিনে আইল দেবল মহাশয়।।
স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ।।
মুনির পরশ মাত্র দিব্যমূর্ত্তি চরণ।
দেব পূজ্যমান হয়ে স্বর্গেতে চলিল।।

এত শুনি আনন্দিত হৈল নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি।।
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন।।
ভীষ্ম কন শুন কহি ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তাহা না হয় বর্ণন।।
দক্ষিণ দুয়ারে লয়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুরী বিস্ময় অন্তরে।।
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত।
লিখনে না যায় পাণী তাহে আছে যত।।
কোন স্থানে উষ্ণজল বহে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর।।
কোন স্থানে স্নিগ্ধজল আছে থরে থর।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর।।
কৃমি হ্রদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর।।
কোন স্থানে বৃষ্টি শীতে কাঁপে কলেবর।
কোন স্থানে অগ্নিবৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর।।
কোন স্থানে দূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
যতেক দুর্গতি করে লিখন না যায়।।
হাতে পায়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোনজনে।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদনে।।
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা।।
দেখি সবিস্ময় হইলেন তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন।।
দ্বার পার হয়ে চলিলেন তপোধন।
মনে করে যমেরে করিব দরশন।।
কোন মুর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন।।
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল।।
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি।
হাটে তার ঠাঁই লয়েছিল দ্বিজমণি।।
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা লয়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল।।
দুইবার তিনবার দ্বিজস্থানে গেল।
ধারিয়া না দিল তারে মনে পাসরিল।।
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনী পাইল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল।।

www.bengaliebook.com

ক্রোধেতে ব্রাহ্মাণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন।।
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল পাবে এই কালে।।
ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া।।

দ্বিজ বলে হেথা আমি কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেহ, কড়ি ঘর হৈতে আনি দিব।।
ভাবিয়া ডোমনী বলে নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ, নহে তোমা লইব পরাণ।।
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁপর।
ক্রোধে ধনুধ্বজ দূত করিল উত্তর।।
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলা এথারে।।
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার।।
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলে তখন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন।।
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে।।
নাহিক এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়।।

এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়া ছিনু এত জানিব কেমনে।।
তবে ধনুধ্বজ দূত ভাবে মনে মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয় বচন।।
না করিহ বধ, ছাড়ি দেহ গো ব্রাহ্মণে।
দ্বিজবধ মাহপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে।।

দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি।।
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষূরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দিউক আমারে।।
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ।।
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জন।
তাহারে আনিতে পার আমার সদন।।
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান।।

এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর।।
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিত্তেতে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে।।
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞান করিলেক ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ।।
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তারে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে।।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী।
নমঃ হয়গ্রীব রূপ নমঃ মধুহারী।।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পৃথিবী ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।।
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারি রূপ দেব নরাকার।।
ক্ষন্ড্র কুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি।।
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি।।

তুমি ব্রহ্মা তব মুখে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি।।
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন।।
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহা বিপদে প্রভু করহ তারণ।।

এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ।।
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন।।
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন।।
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদপর।।
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিল নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন।।
ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ।
সে কারণ নাম আমি ধরি হৃষীকেশ।।
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ।।
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন।।
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন।।
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়।।
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম।।
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার।।
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুধ্বজ দূতে করহ তারণ।।
কেশিনী ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি।।

এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর।।
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে।।
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি।।
ভদ্রশীল যেইরূপ সে রূপ ধরেন।
ধনুধ্বজ দূতে চাহি তবে কহিলেন।।
যাও শীঘ্র লয়ে দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে।
ডোমনীর বোধ আমি করিব এক্ষণে।।
এত শুনি ধনুধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি লইয়া আইল দ্বিজবরে।।
ধনুধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানেতে করিলেন গমন।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিব ত তোমারে।।
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে।।
নিজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর।।

স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর।
কি হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর।।
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ ধর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কিছু না কহিলে।।
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন।।
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ।।
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সে কারণে আপদে করিলাম উদ্ধার।।
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমিনী করিল।
হেনকালে শূণ্য হৈতে বিমান আইল।।
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন।।

তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল।।
ভৃঙ্গার হাতেতে করি বহির্দ্দেশে যায়।
হেনকালে অশ্বত্থ বৃক্ষেতে দৃষ্টিহয়।।
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিতে দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া।।
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ।।
মাহভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।।
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।।
তাহারে পাপের বাধা নাহি কোনকালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্মফলে।।
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থীকে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।।
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড় পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী।

পাপ বিশেষে নরক বিশেষ গমন

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করিলা বাখান।।
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল।।

ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন।।
অন্তে তারে লয়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর।।
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর।।
তারপর জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম।।
অনন্তরে নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার।।
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন।।
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তারায় বিন্ধয়ে দূতগণ।।
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন।।
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বন্ধ হৈয়া।

তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া।।
সহস্র সহস্র কল্প কোটি শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত।।
দশ সহস্র পুরুষ সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত।।
অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম।।
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া ভুঞ্জয়ে দুর্গতি।।
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় আকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ।।
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময়।।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়থ গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক্কুর সম্ভব।।
তদন্তরে শত শত শুকর জনম।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম।।
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মুষা জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায়।।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি।।
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে কালে।।
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে।।
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পশুজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নীতি নীতি।।
দেবতা উদ্দেশ্য দ্রব্য আনি যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ।।
অসিপত্র বনে তার হয়ত গমন।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস জনম।।
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেইজন।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন।।
অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দক্ষিণে।।
অনন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর।।
অনন্তর অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে।
শপ্ত ক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে।।
তদন্তরে ফেলে কৃমি হ্রদের ভিতর।
মাথার উপর মারে লোহার মুদগর।।

পরনারী হরে যেবা বল ছল করি।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম্ম অধিকারী।।
লৌহময় দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ।।
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি।
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহামতি।।
লৌহের পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ।।
কটাক্ষ মাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া।।
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভপাকের ভিতর।।
অদন্তরে মর্ত্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী।।

পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে।।

মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত উপর।।
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্ত পদ চূর্ণ হয়ে কান্দে সর্ব্বকাল।।
অনন্তর ঘৃতে অঙ্গ করিয়া দাহন।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করয়ে দাহন।।
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া।।
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শকুনি।।
অদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে বহুলে।।

পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন।।
শেকুল কন্টক বন অতি ভয়ঙ্কর।
উর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর।।
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যেন তাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা।।
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন।।
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন।।
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তুব শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর।।
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপ ভোগ হয়ত খণ্ডন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি।।
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তি পর্ব্ব কথা সার।।

ধর্ম্মফল কথন

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে।।
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসিতে ভরি।।
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন।।

সুবোধ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডীন নগরবাসী মহাতপোধন।।
অষ্টভার্য্যা শতপুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদবিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ।।
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত দার।।
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে বুলে তারা করিয়া ক্রন্দন।।
দুঃখিত সন্তান জানি যত পুরজন।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন।।
যার স্থানে যে বাঞ্ছা করয়ে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী হেতু বলে কটুত্তর।।
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন।।
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে।
সর্ব্বসুখে হীন নর সম্পদবিহনে।।
কুলীন পণ্ডিত কিবা জন্ম মহাকুলে।

নৃপতি হউন কিবা বলে মহাবলে।।
ধনহীন পুরুষে না মানে কোনজন।
ধন যার থাকে, হয় সর্ব্বত্র পূজন।।
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ।।
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক দায়, ছাড়ে সুত দার।।
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীর মনুষ্য তেমন।।
চন্দ্রহীন রাতি যেন সব অন্ধকার।
ধনহীন তেমন না শোভে পরিবার।।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্ম শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে।।
ধনবান হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি নিয়োজিত।।
পাপী কিম্বা চোর যদি হয় দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র সম্মান।।
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন।।
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়।।
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত কয়।।

এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল।।
কৌশল নামেতে রাজা কোশল দেশেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে।।
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান।।
আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল নগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে।।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর।
সেই পুন্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর।।
শতেক বৎসর স্থিতি আনন্দ কৌতুকে।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গে ভুঞ্জে সুখে।।
অনন্তর ব্রহ্মালোকে হইল গমন।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন।।
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি।।
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদেতে অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর।।
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার।।
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে কালে।
অদ্যপিও পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে।।

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্ব কর্ত্তা আদি সনাতন।।
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ।।

শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
সাবহিতে শুন রাজা হৈয়া একমন।।
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ।।
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ।।
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।

হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল।।
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল।।
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন।।
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মাহক্রোধ করিলেন পশুপতি।।
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কি হেতু আইলা হেথা ভৃগু তপোধন।।

শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে।।
অহঙ্কার কর তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে।।
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার।
এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার।।
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিয়া হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে।।
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা।।
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া।।
কপটে সম্ভাষা না করিল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে।।
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন।।
তথায় দেখিল হরি খট্বার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষী পদসেবা করে।।
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে।।
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি।।
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদ সেবন করেন পদ্মকরে।।
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণ কমলে তব হইল বেদনা।।

শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন।।
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্য দেব নমো জগৎপতি।।
তুমি হে জানহ ভক্ত ভয়ত্রাতা।
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।।
মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান।
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর।।
কদাচিত চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর।
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।।
এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন।
নানামত স্তুতি করে প্রভু নারায়ণে।।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।।
শুনিলে অধৰ্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা।

নারায়ণ ও একাদশীর মাহাত্ম্য

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য করে যেই জন।।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষগতি লভে শুন যুধিষ্ঠির।।
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিবদুর্গা করে আরাধন।।
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্ব পূজা করে অন্নাদানে।।
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ।।
এমত মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবাধনে।।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায়।।

নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধ চিত্তে।।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বাখান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান।।
গৃহ ধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেই জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন।।
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়া শুদ্ধাশয়।।
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন।।
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে বলিবে বিবিধ স্তুতিবাণী।।
লক্ষী নারায়ণ জয় জগত জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ।।
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষী নারায়ণ।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জন।।
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণেরে পূজিবে যথাবিধি।।
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখে নিয়ম করিয়া।।
এইমত নারয়ণ ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ নগরে।।

একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে।।
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পণ্যের কিছু কহিব কথন।।
স্বয়ম্ভূ নন্দন হেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল অবধি আরাধে জন্মেজয়।।
সেইরূপ ধর্ম্মশীল গালবনন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।।
দেব পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ণ।
সব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জ্জন।।
মাসে মাসে কৃষ্ণ শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিতে আরাধয়ে পরম তপস্বী।।
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ।।
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে।।

www.bengaliebook.com

ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন।।

এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন।।
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।।
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তথাপি এ ব্রতপুণ্য না পরি কহিতে।।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বজন্ম আছিল আমার।।
ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে।।
একচ্ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে ছিলাম রত ধর্ম্মেতে বিরূপে।।
প্রজাগণে পীড়িনু হিংসিনু শান্তজন।
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ।।
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে।।
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে।।
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে।।
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবার বলিনু বার বার।।
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন।।
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া।।
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক।।
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়।।
যে হৌক সে হৌক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান।।
যদি বা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন।।
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার।।

এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে।।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমতি নিয়তি।।
লজ্জা ভাবি তবে ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে।।
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন।।
অশ্ব হত হৈল, শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল।।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে।।
রাত্রিশেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর।।
মহাশাপ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন।।
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলে ইহারে।।

সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর।।
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন।।
দাস্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন। ।
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ।।
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান বিস্মরণ কভু নাহি হবি।।
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে করে তীর্থ পর্য্যটন।।
ভূমিদান গো দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে।।
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈবযজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে।।
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহমায়া।।
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ।।
সাবহিত হয়ে করে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধ চিত্ত মন। ।
ধর্ম্মকথা কহিয়া লওয়ায় অধর্ম্মিরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে।।
ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেই বেশ্যাপরায়ণ।।
বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যেইজন।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমন।।
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া।।
পরনারী হয়ে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান।।
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন।।
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ।।
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবে হেথারে।
করিয়া প্রহার মাথে লৌহের মুদগরে।।
ধর্ম্ম বিঘ্নকর আর বিদ্বেষী যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্টমন। ।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্টমন।
হেথকারে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে।।
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে।
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী।
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন। ।
এইরূপ পাপ আচরয় যেই জন।

এই শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।।
করযোড়ে ধর্ম্মারাজে করয়ে স্তবন।
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন।
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।।
স্বর্গ হতে দিব্য রথ আইল তখন।
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।।
সেই পুণ্যে হল মম স্বর্গে আরোহণ।
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি।।
তদন্তরে ব্রহ্মালোকে করিনু বসতি।

www.bengaliebook.com

কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া ভ্রমণ।।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম।
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক।।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক।।
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত।।
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন।
সেই হৈতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।।
একচিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি।
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।।
সাবহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন।
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয়।।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয়।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ।

বীরবাহু রাজার উপাখ্যান

আর এক কথা কহি শুনহ রাজন।
একাদশী ব্রতের শুনহ বিবরণ।।
বীরবাহু রাজা ছিল বড় পুণ্যবান।
জনম অবধি রাজা করে নানা দান।।
বসন ভূষণ দান দেয় ত ব্রাহ্মণে।
যত দান করে তার নাহি পরিমাণে।।
প্রবাল মুকুতা মণি করিয়া ভূষিত।
স্বর্ণশৃঙ্গ রৌপ্যখুর যেই শাস্ত্রনীত।।
নব নব বৎস সহ গাভী দুগ্ধবতী।
লক্ষ লক্ষ গাভী দান কৈল নরপতি।।
বস্ত্র অলঙ্কার আর রথ সহ সাজ।
তুরঙ্গ করিল দান আর গজরাজ।।
যে কিছু আছিল রাজা সব দান কৈল।
সিংহাসন আদি করি দ্বিজে সব দিল।।
খাদ্যপূর্ব্ব দিল ধন ভাণ্ডারে যে ছিল।
কিছু ধন সেই রাজা বক্রী না থুইল।।
থাল ঝারি বাটা বাটী সব কৈল দান।
অনেক করিল দান নাহি পরিমাণ।।
আর কিছু নাহি ঘরে সব দ্বিজে দিল।
রাজা রাণী একবাস হইয়া রহিল।।
সন্ধ্যাতে আইল তবে এক দ্বিজবর।
শীঘ্র করি চলি গেলা রাজার গোচর।।
অসকালে দ্বিজবর গেল রাজ-স্থান।
আমি কিছু নাহি পাই শুনহ রাজন।।
পশ্চাৎ আইনু রাজা আমি নাহি পাই।
তব দান যশ কীর্ত্তি শুনি সর্ব্ব ঠাঁই।।
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য রাজা ক্রোধ কৈল।
সকল লইয়া দ্বিজ এবে না ছাড়িল।।
বিষম ব্রাহ্মণজাতি বড়ই জঞ্জালে।
একবার ঘরে থুইয়া আইল সন্ধ্যাকালে।।
সর্ব্বস্ব করিয়া দান কুপিল রাজন।
অশ্ববিষ্ঠা অঞ্জলি করিয়া দিল দান।।
স্বস্তি বলি অশ্ববিষ্ঠা নিল দ্বিজবর।
অঞ্চলে বান্ধিয়া দ্বিজ চলিল সত্বর।।
পরম যতন করি দিল দ্বিজবরে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা দ্বিজ গেল ঘরে।।
এই পাপ হৈল যদি রাজার শরীরে।
দান ফলে লক্ষগুণ বাড়ে নিরন্তরে।।

পূর্ব্বের যতেক দান সকল নাশিল।
অশ্ববিষ্ঠা পর্ব্বত প্রমাণ তবে হৈল।।
অশ্ববিষ্ঠা হৈল দুই পর্ব্বত শিখরে।
এত দান নাশ কৈল পাপ দানফলে।।
সেই দেশে বৈসে এক দেবীদাস মালী।
তাহার মালঞ্চেতে গন্ধর্ব্বে ফুল তুলি।।
গন্ধর্ব্বে তোলয়ে পুষ্প মালঞ্চ ভিতরে।
ফুল নাহি পায় মালী মহাশোক করে।।
দৈবযোগে এক দ্বিজ মালঞ্চে বসিয়া।
ত্রিলোচন পূজা কৈল হরষিত হৈয়া।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু খণ্ডন না যায়।
শিবের নির্ম্মাল্য লাগে গন্ধর্ব্বের পায়।।
পাপ হৈল গন্ধর্ব্বের চলিতে না পারে।
রথ নাহি চলে তার স্বর্গের উপরে। ।
হইল প্রভাতকাল দেখিল সকল।
চুরি করি নিল ফুল সেই পাপফল।।
মালী আসি গন্ধর্ব্বেরে বহু মন্দ বলি।
নৃপে শীঘ্র জানাইল করিয়া অঞ্জলি।।
রাজার নিকটে কহে সর্ব্ব বিবরণ।
অপূর্ব্ব শুনিয়া রাজা আইল তখন।।
পুছিলেন মহারাজ তুমি কোন জন।
কি নাম তোমার হেথা আইলে কি কারণ।।
গন্ধর্ব্ব বলেন, আমি ইন্দ্রের পালিত।
এই মালঞ্চের পুষ্প তুলি নিত্য নিত্য।।
পুষ্পদন্ত নাম মোর গন্ধর্ব্বের পতি।
কহিনু সকল কথা শুন মহামতি।।
রাজা বলে, স্বর্গে নাহি গেলে কি কারণ।
কোন কার্য্যে মনুষ্য করিলা দরশন।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, মোর পাপ হৈল কায়।
তেকারণে মোর রথ স্বর্গে নাহি যায়।।
রাজা বলে, স্বর্গপুরে কোন পুণ্যে যাই।
ইহার কারণ তুমি বল মোর ঠাঁই।।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে যেবা করে একাদশী।
সে আসি ছুঁইলে রথ হব স্বর্গবাসী।।
তবে মোর রথ চলে পাপ হৈয়া ক্ষয়।
এত শুনি চিন্তিত হইল মহাশয়।।
কিবা ব্রত একাদশী কেবা করে হেথা।
কেমন বিধান তার কিমত ব্যবস্থা।।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে শুন রাজরাজেশ্বর।
তিথি একাদশী সেই হরির বাসর।।
আপনি গোবিন্দ হৈলা তিথি একাদশী।
একাদশী মাহাত্ম্য শুনহ পরকাশি।।
দশমীতে সংযম করিবে একাহার।
সদাচার হবিষ্যাদি বিবিধ প্রকার। ।
একাদশী উপবাস নিরম্বু সাধিবে।
ফলমূল জলাহার নাহিক করিবে।।
দ্বাদশী পারণ করিবেক তারপর।
যাহাতে তরয়ে লোক এ ভব সাগর।।
পূর্ব্বে রুক্মাঙ্গদ রাজা ছিল মহীতলে।
রাজ্য সহ স্বর্গে গেল একাদশী ফলে।।
তোমার পুরেতে কেবা করে উপবাস।
তাহারে খুঁজিয়া রাজা আন মোর পাশ।।
শুনিয়া নৃপতি তবে বিচারিল দেশ।
না জানি ব্রতের নাম কহিতে বিশেষ।।
কিমত প্রকার সেই নাম একাদশী।
হেন নাহি জানি ব্রত রহে উপবাসী। ।
লীলা নামে এক বেশ্যা ছিল ত নগরে।
মায়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিল সত্বরে।।

www.bengaliebook.com

একাদশী দিনে সেই থাকিল শুইয়া।
না খাইল অন্ন জল কোন্দল করিয়া।।
পুরুষ সহিত সেই না বঞ্চিল রাতি।
সেই বেশ্যা আনে বীরবাহু নরপতি।।
ছুঁইল গন্ধর্ব্বরথ চলিল তখন।
তাহা দেখি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।।
অপূর্ব্ব দেখিল তবে বীরবাহু রায়।
করযোড়ে করি বলে গন্ধর্ব্বের পায়।।
মোর নিবেদন কিছু তোমার চরণে।
পাপ-পুণ্য কিবা মোর পুছহ ইন্দ্রস্থান।।
বারেক আসিয়া মোরে দিবে দরশন।
আজি হৈতে মৈত্র মোর করি নিবেদন।।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব তাঁরে কহিলা নিশ্চয়।
অবশ্য করিব কার্য্য নাহিক সংশয়।।
গন্ধর্ব্ব এতেক বলি গেলা স্বর্গপুরে।
কহিল সকল কথা গিয়া সুরেশ্বরে।।
শুনি সুরপতি গন্ধর্ব্বের হাত ধরি।
দেখাইল লৈয়া ইন্দ্র অপূর্ব্ব এক পুরী।।
সুবর্ণ রচিত পুরী অতি মনোহর।
সুবর্ণ পতাকা উড়ে ঘরের উপর।।
মণিময় মাণিক্যেতে করে ঝলমল।
অন্ধকার নাহি তাহে সদাই উজ্জ্বল।।
খাট পাট সিংহাসন আছে থর থরে।
মন্দ মন্দ পবন বহিছে সেই পুরে।।
শীতল সলিল তাহে বহে অনিবার।
পুরের নির্ম্মাণ দেখে চন্দ্রের আকার।।
সুবর্ণ প্রাচীর তার শোভে চারিভিতে।
দেবতার বাসযোগ্য কহিল তোমাতে।।
রতনের সিংহাসন রতন-মন্দির।
দেখিতে আনন্দ বড় দেবের শরীর।।
নানা উপহার দ্রব্য দেবের দুর্লভ।
একে একে গন্ধর্ব্বেরে দেখাইলে সব।।
এক সরোবর জল অমৃত-সমান।
তার মধ্যে পর্ব্বত আছয়ে দুইখান।।
তাহা দেখি গন্ধর্ব্ব জিজ্ঞাসে ইন্দ্রস্থানে।
জলমধ্যে পর্ব্বত আছয়ে কি কারণে।।
ইন্দ্র বলে, বীরবাহু বড় পুণ্যবান।
ত্রিভুবনে পুণ্য নাহি তাহার সমান।।
ধর্ম্মবলে এই পুরী পাইবে বসতি।
ভুঞ্জিবে সকল সুখ রাজা আসি ইথি।।
কিন্তু আগে কীট হৈয়া নরক ভুঞ্জিবে।
নরকপর্ব্বত এই নিশ্চিত পাইবে।।
অশ্ববিষ্ঠা দ্বিজবরে রাজা দিল দান।
দুই লক্ষগুণ হৈল পর্ব্বত-প্রমাণ।।
ইহা ত ভুঞ্জিলে তার পাপ হবে ক্ষয়।
তবে ত ভুঞ্জিবে পুণ্য কহিনু নিশ্চয়।।
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
ইন্দ্রকে প্রণাম করি গেল নিজঘর।।
আর দিন গেলা তবে বাহুর মন্দিরে।
কহিল সকল কথা রাজার গোচরে।।
শুনিয়া ব্যাকুল রাজা পুছে গন্ধর্ব্বেরে।
কিমতে হইবে মোর পাপের উদ্ধারে।।
পুনর্ব্বার যাহ তুমি পুরন্দর স্থান।
এই যে নরক হবে কিসে পরিত্রাণ।।
আর দিন পুষ্পদন্ত সুরপুরে গেল।
ইন্দ্রের অগ্রেতে তবে কহিতে লাগিল।।
রাজা বীরবাহু যে করিল এই কর্ম্ম।
কহিবে কিমতে তার খণ্ডিবে অধর্ম্ম।।

কোন্ পুণ্যে পাপ তার হইবে মোচন।
কহ সুরপতি মোরে ইহার কারণ।।
ইন্দ্র বলে শুন এবে গন্ধর্ব্বের পতি।
দুহিতা লইয়া যদি থাকে নরপতি।।
কন্যা লয়ে গুপ্তে থাকে নহে পাপ মন।
রাজার দুর্ণীতি যদি দোষে সর্ব্বজন।।
তবে ত তাহার পাপ হইবে বিনাশ।
কন্যা লৈয়া নৃপতি নির্জ্জনে করু বাস।।
তবে তার এই পাপ হইবেক ক্ষয়।
আর কোনমতে পাপ দূর নাহি হয়।।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গেল রাজার সদন।
বীরবাহু নৃপে কহে সব বিবরণ।।
শুনিয়া নৃপতি বড় দুঃখী হৈল মনে।
এমত দুর্ণীত কর্ম্ম করে কোন্ জনে।।
না করিলে পাই আমি নরক দুস্তর।
করিলেও অপকীর্ত্তি হবে চরাচর।।
শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ দিলেন উত্তর।
কি হেতু আক্ষেপ তুমি কর নৃপবর।।
লোক অপযশ গাবে পরকাল রয়।
অবশ্য করিবে তাহা শুন মহাশয়।।
ধর্ম্মচিন্তা কর রাজা আপন মঙ্গল।
ধর্ম্মেতে বিরাগ যেন নহে তব স্থল।।
এত বলি পুষ্পদন্ত নিজস্থানে গেল।
দুহিতা লইয়া রাজা নির্জ্জনে চলিল।।
নারীগণ ত্যজি রাজা দুহিতা লইয়া।
নির্জ্জনে করিল বাস একত্র হইয়া।।
দুহিতা সঙ্গতি একা রহে নরপতি।
নৃপপাশে রহে কন্যা ষোড়শী যুবতী।।
সকল দেশেতে রাজার হইল অখ্যাতি।
কন্যার সহিত রহে রাজা মহামতি।।
রাজ্যসহ সর্ব্বলোক করে হাহাকার।
রাজা পাপী হৈল করে কন্যা পরদার।।
কেনে দুষ্টমতি হৈল না বুঝি কারণ।
বুঝি রাজা করিবেক নরকে গমন।।
ইহার যে দেখে মুখ সেই হবে পাপী।
এমত রাজ্যেতে আর না রব কদাপি।।
যত দান ধর্ম্ম কৈল সব নষ্ট হৈল।
কন্যারে হরিয়া রাজা নরকে পড়িল।।
কেহ বলে, হেন কর্ম্ম কৈল কোন্ জন।
অধর্ম্ম করিয়া করে দুহিতা গমন।।
এই বাক্য নগরে ঘোষয়ে সর্ব্বজন।
বৃদ্ধ যুবা বাল্য আদি যত নারীগণ।।
যথা তথা বসি লোক এই কুৎসা গায়।
যত কহে তত রাজার পাপ হয় ক্ষয়।।
সর্ব্বদা বলয়ে লোক পথে ঘাটে মাঠে।
যত কহে তত সেই অশ্ববিষ্ঠা টুটে।।
যেই যেই কহে সেইপাপ বাটি লয়।
নগর-বাহিরে তার এক তাঁতি রয়।।
পরম ধর্ম্মিক সেই কৃষ্ণপরায়ণ।
তাঁত বুনে সদা করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।।
হরি হরি সদা সেই বলে অনুক্ষণ।
সদাই করেন হরিনাম উচ্চারণ।।
পুরাণ শ্রবণ আর হরি হরি বলে।
ধীরে ধীরে বলে কভু, কভু উচ্চস্বরে।।
সতত বলয়ে তাঁতি হরি হরি হরি।
এই মতে তিনবার বলে উচ্চস্বরী।।
সে তাঁতি রাজার নিন্দা কভু নাহি করে।
হরিনাম বিনা তার নাহিক অন্তরে।।

www.bengaliebook.com

কতদিনে আইল তবে গন্ধর্ব্বের নাথ।
আসিয়া রাজার সনে করিল সাক্ষাৎ।।
রাজা বলে, কহবন্ধু আপন কুশল।
আমার পাপের ভার গেল কি সকল।।
পুষ্পদন্ত বলে রাজা বলিতে না পারি।
আছে কি গিয়াছে অশ্ববিষ্ঠা স্বর্গপুরী।।
রাজা বলে গন্ধর্ব্বেরে বিনয় বচন।
কৃপা করি কহ মোরে এ সব কথন।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, আমি যাই স্বর্গপুরী।
তবেত সে সব কথা কহিব বিস্তারি।।
তদন্তরে পুষ্পদন্ত স্বর্গপুরে গেল।
রাজার দুয়ারে বিষ্ঠামুষ্টিক দেখিল।।
ইহা দেখি পুষ্পদন্ত বিস্ময় হইল।
সত্বর হইয়া তবে ইন্দ্রপাশে গেল।।
এই সব কথা তবে পুছে ইন্দ্রস্থানে।
মুষ্টিক প্রমাণ রহে কিসের কারণে।।
ইন্দ্র বলে, শুন এবে গন্ধর্ব্বের পতি।
তাঁতি বলে, পাপ নাহি করে নরপতি।।
তেকারণে কিছু পাপ রহিল রাজার।
যত দান কৈল তত বিষ্ঠা আছে আর।।
যদি একাদশী ব্রত করিবে রাজন।
তবেত রাজার পাপ হইবে মোচন।।
শুনিয়া কহিল আসি গন্ধর্ব্বের পতি।
তবে একাদশী কৈল নৃপ মহামতি।।
খণ্ডিল সকল পাপ রাজার শরীরে।
মরিয়া ত গেল রাজা ইন্দ্রের নগরে।।
ইহার অধিক ব্রত নাহি যুধিষ্ঠির।
একাদশী কর তুমি মন কর স্থির।।
একাদশী-ব্রতাধিক নাহি ধর্ম্ম রায়।
একাদশী মাহাত্ম্য আমি কহিনু তোমায়।।

একাদশী ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে।।
একাদশী ব্রতকথা সর্ব্বব্রত সার।
অবধান কর শুন ধর্ম্মের কুমার।।
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে।।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত কর আচরণ।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন।।
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে।।
সেইরূপে জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন।।
পূর্ব্বমুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিবে দেব নারায়ণে।।
ন্যসমন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার।।
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয় কমলোপরি স্মরি নারায়ণে।।
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়ে পুনরপি পূজিবে আচারে।।
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে তবে করি বিসর্জ্জন।।
অবশেষে বাঁটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা সমাধানে।।

www.bengaliebook.com

পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি। ।
পূজা সমাপন করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন।।
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ। ।
পারণ করিবে তবে বন্ধুগণ লয়ে।
ব্রত সমর্পিবে পরে সাবধান হয়ে।।
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী।।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে।।
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ।।
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ সম্মত কথা ব্যাসের বচন।।

মুনি বলে অবধানে শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয়।।
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী অঙ্গজনু।।
কোন প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে।।
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ।।
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খণ্ডাহ সংশয়।।

ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী। ।

দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে।।
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে।।
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্যবিহীন দ্বিজ সদা দুঃখীমন।।
একদিন ভার্য্যা সহ বসি তপাধন।
পুত্রাভাবে নানারূপ করয়ে শোচন।।
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন।।
দুগ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন।।
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন।।
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আরাধন।
পাদ্য অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন।।
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন।।
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহা তপোধন।।
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক।।
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার। ।
অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন।।

দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
যজ্ঞভেদী হল আসি দুইটি নন্দন।।

পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।।
যজ্ঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠপুত্র পাপীষ্ঠ জন্মিল।।
কতদিনে যোগ্য দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন।।
সংসারে বাসনা মন ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল।।
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে।।
জানন্তি নামেতে তথা মহা তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ।।
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত।।
তাঁর কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
দেখিয়া জানন্তি মুনি কৈল অভ্যর্থন।।
অতিথি বিধানে পূজা করিয়া সাদরে।
জানন্তি জিজ্ঞাসে সেই অভ্যাগত নরে।।
কোথা হতে আইলেন কোথায় নিবাস।
কোন প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ।।

এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম।।
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্বজ্ঞান।।
কিরূপে তরিব আমি এ ভব সংসার।
কাহা হতে সংসার বন্ধনে হব পার।।
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি ভব মায়া।।

এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন।।
তাঁহার আশ্রয় কৈলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে।।
তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
সেই ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার।।
তাঁহারে ভজহ পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি।।
নাম শুন শ্রবণ করিহ অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ।।

এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি।।
ভার্য্যা সহ উত্তরিল যমুনার তাঁরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে।।
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল।।
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুণি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী।।

যজ্ঞমাপলী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতী যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার।।
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্যকর্ম্ম কৈল।।
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে।
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল।।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল।
দেখিয়া সকল জীব আত্মার সমান।।

নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জ্জন।
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জ্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয়ে আনন্দে রহলি।।

সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার।।
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হয়েসব মজাইল।।
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল।।
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালী সহ মিলে জ্ঞাতিগণ।।
এক দিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া।।
শুনিয়া তাহার কথা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে কৈল প্রহারণে।।
হাহাকার শব্দ উঠে পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে।।
তার দুষ্টকর্ম্মদেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল।।
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন।।
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল।।
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুবৃর্ত্তে।।

এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন।।
ধর্ম্ম আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ।।
দুই দূত আইলেন শরীর সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আইল সত্বর।।
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তকে নাচন।।
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন।।
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি লয়ে যায় করিয়া প্রহার।।
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হয়ে।
দূতেগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে।।
এই দুষ্ট দূত হৈল কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর।।
কোথাকারে লয়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে।।
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে।।
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই যে দেখিছ পাপী তব সহোদর।।
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান।।

এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।।
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোন প্রকারেতে এই হয়ত মোচন।।

দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্তি করিবার।।
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।

পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান।।
কৌশল নগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে।
বেশ্যাকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিতে।।
গো ব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় দুষ্ট চোর।
তাহার পাপের কথা কি কহিব ঘোর।।
চুরি হিংসা করে আর বেশ্যাপরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্ম অধর্ম্মি দুষ্টজন।।
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুজন।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ।।
বন্ধুগণ তাড়নেতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে প্রবেশিল বনে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রম হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির।।
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্যকর্ম্ম তাহাতে করিল।।
শ্রম দূরে গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় লইল সেই মন্দির ভিতর।।
যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
পরিষ্কার যে সব করিল নিজ করে।।
শ্রমযুক্ত হয়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুশেষে আসি কাল উপনীত হৈল।।
গৃহের ভিতর মহাকাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার।।
দুই দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন।।
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর।।
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার।।
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়।।
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণু মন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্যদানে।।

এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে।।
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়।।
ভ্রাতৃ পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা আরে দুরাচার।।
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্তি করি দিল সেইক্ষণ।।

যজ্ঞমালী শুনি তবে স্তব্ধচিত্ত হৈয়া।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চাপিয়া।।
সুমালীর কথা যমদূত নিবেদিল।
শুনিয়া সকল দূতে যম প্রবোধিল।।
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি সুমালী পাইল।।
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস।।
শ্রদ্ধাভক্তি হয়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জ্জন করি ভজয়ে শ্রীহরি।।
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে এ ভব সংসার সুখে তরে।।
কহিলাম তোমারে এ ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন।।

একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন।।
এ ভব সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নাহি কোন কালে।।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীরাম কহে ভাবি গোবিন্দ চরণ।।

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্মকথা কহিব তোমায়।।
গোবিন্দেরে করয়ে যে স্তুতি আচরণ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন।।
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে।।
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন।।
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে।।
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্ঠে বিজয়।।
গোবিন্দ মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন।।
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই মহাপাপে পার।।
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে।।

সাবধান হয়ে রাজা শুন একচিত্তে।
যজ্ঞধ্বজ নাম ছিল ইক্ষ্বাকু বংশেতে।।
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একচ্ছত্র জম্বুদ্বীপ যাঁর অধিকার।।
রাজধর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির মার্জ্জন।।
বীতিহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত।
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত্র।।
সচিন্তিত হৃদয় হইয়া তপোধন।
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ।।
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত।।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে।।

এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি।
ইহিতাস কথা কহি কর অবগতি।।
ছিলাম পূর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার।।
বৃষলী আসক্ত আমি হয়ে একেবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে।।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে।
মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃগণ।।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন।
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা।
মাহক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন।।
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।

গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে।।
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত।।
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির।।
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে।।
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল।।
সেইক্ষণে কালপূর্ণ হইল আমার।
দুই যমদূত এল বিকৃতি আকার।।
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আসে দুইজন।।
ক্রোধে যমদূতে চাহি বড়ই গর্জ্জিল।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে ত্বরিত করিল।।
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন।।
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক উপর।।
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন।।
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন।।
এই যজ্ঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে।।
কি কারণে পাপমুক্ত করিলে ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় দেহত আমারে।।

এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুইজনে হই বিষ্ণুর কিঙ্কর।।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ।।
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরি পূজা করে হরিমন্দির মার্জ্জন।।
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম নিবেদন।।
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন।।
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জ্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন।।

এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
লয়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠনগর।।
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
অদন্তর ব্রহ্মালোকে করিনু বসতি।।
শতকল্প ব্রহ্মালোকে করিনু বিহার।
তদন্তর ইন্দ্রলোকে হই আগুসার।।
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত ভোগ করি স্বর্গে না হয় বাখান।।
তদন্তর এই মহা ইক্ষ্বাকুবংশেতে।
সেই পুণ্যে আসিয়া জন্মিনু পৃথিবীতে।।
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জ্জন।
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন।।
জ্ঞানে যেবা করে হরিমন্দির মার্জ্জন।
শুদ্ধভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ।।
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে।।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।

www.bengaliebook.com

এত শুনি বীতিহোত্র হন তুষ্ট মন। ।
কয়যোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ।।
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয়।।

www.bengaliebook.com

দানধর্ম্ম

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ সেবন।।
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার।।
শুভলগ্ন শুভতিথি শুভক্ষণ দিনে।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে।।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
শতবংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয়।।
নারিকেল জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি।।
শতবংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া।।
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি।
ভক্তি করি পূজা করে হর কিম্বা হরি।।
অন্তঃকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি।
ইহলোক পরলোকে না হয় দুর্গতি।।
তুলসী আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন।।
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি।।
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে।।
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান।।
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে।।
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
দ্বিপাদেতে পুণ্য কোথা শুন হে রাজন।।
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদেতে বাখানে।।
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার।।
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন।।
অঙ্গহীন হয় পুণ্য, না হয় উহাতে।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে।।
দরিদ্র কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে।।
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান।।
নাহিক সংশয় ইথে বেদের বাখান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান।।
এক বীজ রোপণ করয়ে দুঃখীজন।
সমান ইহার পুণ্য করি যে গণন।।
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে ভুঞ্জান ধনীগণ।
দরিদ্র করায় এক বিপ্রকে ভোজন।।
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনীজন।
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম।।
কোটি কোটি মনুষ্যে পালয়ে ধনীজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ।।
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয়।
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয়।।
ধনীতে পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার।।
দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হয় তার সম।।

ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেমমণি রৌপ্যময়।।
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর।
নানাবিধ দিব্য রত্ন অতি মনোহর।।
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে সমর্পণ।।
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি।
ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় কত না হয় অবধি।।
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন।।
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে বাখান।।
সংক্ষেপে কহিনু দান ধর্ম্মের কথন।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।।
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যেন ধর্ম্ম তেন ফল বেদেতে বিচারে।।
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে।।

এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ।।
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবে আমারে।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি।।
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন।।
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্বধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম।।
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কাম রতি।।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান।।
নানমতে নানাযজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর।।
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী মন।।
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে।।
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ।।
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে।।
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর।।
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে।।
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হয় অচেতন।।
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তমাংস রবিত্রাস দেখিয়া পিন্ধন।।

www.bengaliebook.com

কুচযুগ জিনি পূগ কিবা রসায়ন।
করিকর ভুজবর মধ্য পঞ্চানন।।
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে।।
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন আজ সুবদনী মম নিবেদন।।
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এ রূপ যৌবন ব্যর্থ কর কি কারণে। ।
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে।
রতিসুখহীনা হয়ে বঞ্চহ কেমনে।।
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিত আমার।
স্মরশরে মম অঙ্গ হৈল ছারখার।।
দয়া করি রামা মোরে করাও রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন।।
নরহত্য মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী।।
অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ তুই অতি হীন জাতি।
কোন লাজে হেন বোল বলিলে দুর্ম্মতি।।
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে।
সজ্জা নাই তেঁই হেন বলহ আমারে।।
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এইমত অনেক করিল তিরস্কার।।
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী গেল নিজ ঘর।।
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
দিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া।।
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার। ।
এত শুনি উপহাস করি দাসীগণ।
কোন্ লাজে হেন কথা কহরে দুর্জ্জন।।
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে। ।
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাই তেঁই বল হেন দুষ্টবাণী।।
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায়া।।
ইহজন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে। ।

মালিনী নামেতে দাসী কহে হাসি হাসি।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী।।
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্নান প্রয়াগের নীরে।
এক ক্রমে তিনদিন রহ গঙ্গাতীরে।।
তথা বাস করিয়া স্মরিয়া নারয়াণ।
তিন দিন তিন রাত্র করিলে লঙ্ঘন। ।
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়।।

শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত।।
একাসন করিয়া তিন দিবস রজনী।
একচিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি।।
ভকতকবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূণ্যরূপ হৈয়া।।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বর।।
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।।
পাপতনু খণ্ডিল হইল দিব্যগতি।

www.bengaliebook.com

রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি।।
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হন গিয়া বৈশ্যের ভবন।।
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশীমুখী।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে।।
যত দিন প্রাণনাথ নাহি ছিলা ঘরে।
তত দিন অসন্তোষ আমার অন্তরে।।
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিনী।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী।।

ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
তেঁই সে সঙ্কটে মম প্রাণ রক্ষা হৈল।।
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ।।
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।
সকল মজিল দৈবে প্রাণ পাইলাম।।
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল নয়ন।
ধন যাক্ প্রাণনাথ আইলে ভবন।।

এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে।।
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ।।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল সুমতি।
এইরূপ দুইজন একই আকৃতি।।
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুই জন।
দুইজন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ।।
দেখিয়া বিস্ময় মন বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম করিছে কথন।।
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্য নাহি জানে।
কোন্ দেব আসিয়াছে ছল আচরণে।।
এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে।।
পতিব্রতা বলি তোমা জানে জগজ্জন।
পর পুরুষের সঙ্গে কর আলাপন।।
শুনিয়া সে বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল।।
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার।।
এক গর্ভে জন্ম হেন হয়েছে দোঁহার।
ভেদজ্ঞান নাহি যেন অশ্বিনীকুমার।।

দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণে।।
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি।।
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে।।
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন।।
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারণ।।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভমর্দ্দন।।
নমো ধন্বন্তরীরূপ দেবতার হিতে।
জগৎ উদ্ধার নাথ জগতের প্রীতে।।
সত্ব রজঃ তমোরূপ জয় জগৎপতি।

www.bengaliebook.com

নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি।।
নমঃ ক্ষত্রকুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণরূপ নমো জগৎপতি।।
অখিলধারণ রূপ অখিলকারণ।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।।
আকাশ মস্তক তব, তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন।।
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি।।
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানীজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন।।
তব মায়াবশে সমাচ্ছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন।।
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারী।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী।।
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহা লজ্জাতে মোরে করহ তারণ।।

ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্ম রাজন্ ।
এইমত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন।।
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
বৈশ্যপত্নী নিকটে আইলেন ত্বরিতে।।
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর।।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন।।
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ।।
চারু চতুর্ভূজরূপ মোহন মুরতি।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি।।
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দবণ্ডৎ হইয়া কন্যা পড়িল ভূমেতে। ।
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোঁহারে।।
দিব্যজ্ঞানে দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিনজন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন।।
তিনজন নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে সুমতি রহিল সেইক্ষণে।।
অবধান কর দেব মম নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ। ।
মায়ার নিদান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে।।
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন।।
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে। ।
কৃপা করি শ্রীচরণে পড়ি জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হৌক এই সে মিনতি।।
দ্বিচারিণী বলিবেক যত সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু মোর হউক মরণ।।
না করিবা যদি শুনন আমার বচন।
তোমার উপরে হত্যা দবি এইক্ষণ।।
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন।।
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত।।

এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।

যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন।।
কৃপা যদি কৈলা প্রভু আমা তিন জনে।
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে। ।
মরর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস।।
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায়।।
এক রথে আরোহি চলেন চারিজন।
শূণ্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ।।

হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর।।
মোহন মূরতি রূপ রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুই জন।।
সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন।
চারিজন এক রথে হরষিত মন।।
দেখিয়া সুমতি অতি কৌতুহল মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে।।
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ।।
আর দুই জন দোঁহাকার বাম পাশে।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে।।
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে।।
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুই জন।।
বামপাশে কেবা আর দেখি দুই জন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ।।

এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুই জন।।
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসহ মোরে।
দোঁহাকার কথা যে কহিব তোমারে।।
এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল।।
এই যে রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গ বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী।।
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন।।
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমন।।
সুমালী গন্ধর্ব্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর।।
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে।।
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর।।
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লৈয়া চলিল ঝটিতি।।
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা নামিল সত্বর।।
ক্রোধেতে কলিক তবে কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার।।
দোহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে উন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিল দ্বিগুণ।।
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে।
ফাঁপর কলিক নিবারিতে নাহি পারে। ।
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে।।

প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্ম জন্মান্তর পাপ হইল মোচন।।
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই সে কারণ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন।।
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম আমি এই ব্যাধের তনয়।।
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জন হইল।।
দুই পতি হৈল মম দৈব নির্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন।।
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হয়ে রহে তিন জন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।।
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড় পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

পরশুরামের তীর্থপর্য্যটন

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।।
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ।।
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর।।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্রার।।
একে একে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদক্ষেত্রে তবে করিল গমন।।
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর।।
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝাটিতি।।
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মাহস্রোত নীর।।
দ্বার মুক্ত করি স্নান করে তপোধন।
মাতৃবধপাপে রাম হইল মোচন।।

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন।।
মহাধর্ম্মশীল রাজা ভৃগুবংশমণি।
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি।।
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি।।

ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন।।
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্র বাঞ্ছা করি স্বামী সেবা করে অতি।।
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন।।
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।।
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে জল আনি দেহত আমারে।।
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে।।
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় সিন্ধু সরোবর।।

হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধ হয় গাধির কুমারী।।
মুহূর্ত্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন।।
সে কারণে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জললয়ে দ্রুত গতি করিল গমন।।
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল।।
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত।।
মাতৃবধ-পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি।।
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর।।
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর।।

এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি।।
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন।।
চিরজীবী তাত তুমি হও মম বরে।
তোমা সম বীর কেহ নহিবে সংসারে।।
আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে।।
যদ্যপি আমায় পিতা তুমি দিবা বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর।।

এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহি তপোধন।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন।।

মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁপরে।।
কহ তাত কি হইবে ইতার প্রকার।
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন না খসে আমার।।
এত শুনি ধ্যান করি মহা তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন।।
মাতৃবধ পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে।।
নিরাহারী ব্রতী হয়ে এক সম্বৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাভার।।
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন।।
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবেত যাইবে তাত কৌশল ভূবন।।
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত।।
জিজ্ঞাসা করিবে তারে ইহার প্রকার।
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার।।

শুনিয়া বিলম্ব আর কিছু না করিল।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল।।
গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন।।
তদন্তরে মানসরে করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমন।।
উভয় পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে একে ভৃগুরাম সকল ভ্রমিল।।
পশ্চিম দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ।।

www.bengaliebook.com

প্রদক্ষিণ করি সব করেন ভ্রমণ।
দক্ষিণ দিকেতে মাসি হৈল উপনীত।।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযু কেদার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবা নদী আর।।
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তবে হইল স্মরণ।।
সত্বরে চলিয়া গেল কৌশল নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা ঘরে।।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর।।
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ।।

এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন।
যেই মত জননীরে করিল নিধন।।
যেই মতে স্বহস্তে কাটিল ভ্রাতৃগণ।
পুনশ্চ পাইল তারা যেমতে জীবন।।
একে একে সকল করিল নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিন্ময় মন।।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হস্তের টাঙ্গি শুন দিয়া মন।।
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবেত হস্তের টাঙ্গি হইবে স্খলিত।।
সেই সে হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজন সেই অদ্ভুত গঠন।।
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়।।
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া।।
পুণ্য আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সে কারণে তথায় না যায় কোন জন।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম।।
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন।।
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরী যায় শূন্যে করি ভর।।
পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ।।
সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়া।।
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মসন।
সুতপারে কহিলেন সক্রোধ বচন।।
মম লোকে আসিয়া করহ অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার।।
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কতদিন পরে তব হইবে মোচন।।
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে।
তাবৎ থাকিয়া সেই হ্রদের ভিতরে।।
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চির।
তথা স্নান যখন করিবে ভৃগুবীর।।
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রপতি।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি।।
যুগল নয়ন অন্ধ হবে কর্ম্মদোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে।।
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন।।

শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন।।

এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ-কূলেতে হইলা উপনীত।।
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর খেদিয়া আসিল।।
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোর পানী।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি।।
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন।।
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর।।
ধরিয়া কুম্ভীর কূলে তোলে ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হয়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী।।
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

www.bengaliebook.com

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন।।
ভীষ্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই বাখানে অমর।।
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর।।

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ।।
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার আখ্যান।।
অসুর সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।।

তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর কুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার।।
দেবদ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর।।
শিবের নিকটে গিয়া করিলেন স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি।।
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারী।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুকদৈত্যের কুমারী।।
সতী গুণবতী কণ্যা রূপে অনুপম।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম।।
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি।।
এই তব ভার্য্যা গর্ভে আছে তব সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভূত।।

শীঘ্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে।।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন তপোধন।
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ।।
তবেত শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যাজিল।।
পিতৃগৃহেতে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হল বিখ্যাত ভুবন।।
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয় মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির।।

এক দিন গয়াসুর কোন কর্ম্ম কৈল।
বিরলে বসিয়া জননীরে জিজ্ঞাসিল।।
শুনগো জননী মোর এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন।।
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে।।
কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন।।
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন পদ্মহীন সর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর।।

এত শনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া।।
ধন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে।।

আমার গর্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন।।
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম হইবে মহারণ।।
অতএব, আইলাম তোমার সদন।
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।।
ইহাতে জন্মিবে এক মহাবীর মণি।
জনকের ঘরে লয়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে রণ ধূর্জ্জটির সনে।।
এত শুনি তব পিতা আনিয়া হেথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে।।
কপট প্রবন্ধে কহে সর্ব্ব দেবগণ।
শিব হাতে তব পিতা হইল নিধন।।
ভ্রাতৃবন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন।।
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তারমাতা কান্দিল বিস্তর।।

এত শুনি গয়াসর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর।।
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে।।
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল।।
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আসে নিজ দেশ।।
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল।।
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সবে সত্বরে মিলিল।।
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্য সাজি গেল সুমেরু শিখরে।।
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয়।।
তদন্তরে শিবসহ কৈল মহারণ।
একে একে জিনিল সকল দেবগণ।।
একচ্ছত্র দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হয়ে ফিরে যত দেবগণে।।
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিকে করিল গমন।।
জগৎ ঈশ্বর বিষ্ণু দিকে সনাতন।
করযোড় করি সবে করিল স্তবন।।
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি।।
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার।।
তোমার স্থাপিত দেব যত দবেগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন।।
এইরূপ স্তুতিবাদ করে দবেগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হৈলেন নারায়ণ।।
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান।।
দৈত্যের ভয়েতে ভীত আছ দেবগণ।
নির্ভর হইয়া যাহ আপন ভবন।।
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভূত কীর্ত্তি জগৎ মাঝার।।

এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।

প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন।।
সত্বর গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর।।
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াসুর।।
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর।।
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর।।
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে।।
সমতায় মম সহ যুঝিবা আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী।।
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি।।
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদগর।
পরশু ভূষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর।।
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর।।
কেহ পরাজয় নহে সম দুই জনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে।।
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি।।

হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে তুমি ইচ্ছা কৈলা যদি।।
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর।।
পাষাণ শরীর হয়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া।।
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলা তুমি দৈত্যের নন্দন।।
মোক্ষ বর মাগিয়া লইবা মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে।।

এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর।।
যদি কৃপা আমারে করিলা চক্রপাণি।
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি।।
পূর্ব্বেতে নারাদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই আজ্ঞা মোরে করিবেন হৃষীকেশ।।
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যাউক পরাণী।
শিলারূপ হয়ে থাকি তব আজ্ঞা মানি।।
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন।।
গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পন।।
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে তারে পিতৃগণ।।
চিরকাল বৈসে যেন অমর নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর।।
পিণ্ডদান মুক্ত যেই দিন না হইব।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিব।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন।।
অসুর শরীর হত হৈল সেইক্ষণ।

আনন্দেতে নিজস্থানে যান নারায়ণ।।
শিলারূপ হয়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি।।

পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্র ভ্রমিল কৌণ্ডিন্য তপোধন।।
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে একে তাহা মুনি সকলি ভ্রমিল।।
কুরুক্ষেত্র উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হতেছে দাহন।।
শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন।
দেখিলা বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চজন।।
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি বদন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন।।
স্থূল নাশা কুপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মুত্র আদি যত অঙ্গেতে ভূষণ।।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চজন।।

এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হয়ে হৃষ্টমন।।
প্রেতকূলে জন্ম মোর অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন।।
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ।।
রবি চন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহা সুলক্ষণ।।
মোহন মুরতি তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণশশী জিনিয়া শোভন।।
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতি সুগঠন।।
কণ্ঠ কম্বু জিনি জম্বু রক্ত পঞ্চ স্থল।
রক্ত কোকনদ পদ অতি সুশীতল।।

দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণ নন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন।।
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি এ সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার।।
জগতের হিত চিন্তি জগত নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার।।
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কে হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃতি আকার।।

এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন।।
সূচীমুখ নাম মোর কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি।।
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এইজন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুইজন।।
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি।।
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলা কিবা করহ ভক্ষণ।।
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে।

www.bengaliebook.com

এত শুনি একে একে কহিল তাঁহারে।।

সূচীমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় বাখান।।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ।।
একদিন অতিথি আইল মম ঘরে।
সম্ভাষ তাহারে না করিনু অহঙ্কারে।।
দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা, পুত্র লৈয়া।
করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে না দিয়া।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মম অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল।।
এই হেতু সূচীমুখ নাম যে আমার।
প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার।।

তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন।।
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপত্তি আমার।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার।।
পরদ্রব্য পরধন করি অপহার।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুতদার।।
এইরূপে কত দিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন।।
ক্ষুধাতুর হয়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে।।
পাপিষ্ঠ অধম তুই বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন্ আচার।।
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পুরিতে নার জীয় অকারণ।।
এত বলি জ্যেষ্ঠ পুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ধাক্কা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হতে।।
এত শুনি অতিথি হইল ক্রুদ্ধমন।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন।।
মোরে অপমান যেন কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার।।
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠা মূত্রে হইবেক তোমার মরণ।।
এত বলি দুঃখচিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল সে কারণ।।

তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন।।
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয়।।
সুত দারা পরিবার করিয়া পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ।।
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ।।
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে।।
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম।।

তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন।।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মম ঘরে অতিথি আইল একজন।।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিলা আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে।।
তিরস্কার করি অন্ন করি পুর্য্যষিত।

অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত।।
সেই পাপে পৰ্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল।।

অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্প দোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ।
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নীতি।
মোসবার বিবরণ শুন মহামতি।।
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন।।
বিশেষে নিবাস মম শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ।।
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার।
আর যাহা করি তাহা শুন সারোদ্ধার।।
সন্ধ্যাহীন যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী কাননে।।
যে যুবতী নিজপতি করি পরিহার।
অনু পুরুষের সঙ্গে করে অনাচার।।
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে।।
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূৰ্ব্বজন্ম কথা কহি শুন দিয়া মন।।

শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
একদিন কৰ্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার।।
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন।।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে।।
উত্তর না পেয়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হইবি নিশ্চয়।।
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ।।

এত শুনি হৈল মুনি সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ।।
কোন্ কৰ্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন।।
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
জাতি মত কৰ্ম্ম যে করয়ে আচরণ।।
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন।।
দরিদ্রে ভিক্ষুকে যেই করে অন্ন দান।
তাহার পুন্যের কথা না হয় বাখান।।
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে।।
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বৰ্জ্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মাৰ্জ্জন।।
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান।।
গৃহ-ধৰ্ম্মচৰ্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি।।
সৰ্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম আচরণ।।
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নিৰ্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপে যে জন স্থাপয়ে ভগবান।।
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।

সংসারেতে জন্মি যে দুষ্কৰ্ম্ম আচরয়।।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।

অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ।।
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ।।
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে।।
ব্রহ যজ্ঞে উপহাস করে যেই জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ।।
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ।।
হেলায় না করে যেই তার্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব কারণ।।
গুরুনিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন।।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন।।
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্যমূর্ত্তি হৈল।।
স্বর্গ হৈতে পঞ্চ রথ আইল সেক্ষণ।
মুনিরে প্রণমি কৈল রথ আরোহণ।।
ইন্দ্রেরে নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন।।
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য তপোধন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি।।
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ।।

শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত উপাখ্যান

শান্তনু-কুমার সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ।
ইতিহাস কথা কহে শুনে সভাসদ।।
ধৃতি নামে এক দ্বিজ বড় দুষ্টমতি।
বুদ্ধিবলে হরে সেই পরের যুবতী।।
সদাকাল দুষ্টবুদ্ধি পাপী দুরাচার।
মল্ল নামে দ্বিজবর জনক তাহার।।
দুষ্ট পুত্র দেখি বিপ্র ভাবে নিরন্তর।
কিরূপে করিব বশ আপন কোঙর।।
নিগড় বন্ধনে বান্ধি রাখিলেন ঘরে।
তপস্যা করিতে মল্ল গেল গঙ্গাতীরে।।
বড় দুষ্ট দ্বিজ সেই ভাবে মনে মনে।
বুদ্ধিবলে মুক্ত কৈল নিগড় বন্ধনে।।
দণ্ডক নামেতে বনে গেল পলাইয়া।
ক্ষুধার নিবৃত্তি কৈল ফল-মূল খাইয়া।।
ভ্রমিল কানন মধ্যে দিন অবশেষ।
ক্ষুধায় পীড়িত হৈল রজনী প্রবেশ।।
চিন্তাকুল দ্বিজপুত্র ভ্রময়ে কাননে।
কতদূরে রম্য স্থান দেখে মহাবনে।।
উত্তম প্রশস্ত ভূমি দেখে অনুপাম।
কি কহিব তার গুণ হরের বিশ্রাম।।
রম্যস্থান দেখিয়া রহিল দ্বিজবর।
আরোহণ কৈল বিল্ববৃক্ষের উপর।।
পশুভয়ে উঠিয়া রহিল বৃক্ষডালে।
ভূতগণ সহ তথা আইলা শূলপাণি।।
বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলা মহেশ্বর।
ভূতগণ বেড়ি আছে ঠাকুর শঙ্কর।।

www.bengaliebook.com

ভূতের ভ্রূকুটি দেখি দ্বিজের তনয়।
নিঃশব্দ রহিল বড় মনে পেয়ে ভয়।।
সেই দিন তিথি শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
দ্বিজপুত্র অরণ্যে রহিল উপবাসী।।
ক্ষুধাতুর ভয়ে নিশি করে জাগরণ।
পিতা মাতা চিন্তি বিপ্র করেন রোদন।।
ভাবিত শরীরে নিদ্রা নাহি হৈল তার।
আকুল শরীরে রহে করি নিরাহার।।
চক্ষুজল পড়ে তার পৃথিবী-উপরে।
বিল্বপত্র সনে পড়ে মহেশের শিরে।।
সন্তুষ্ট হইলা শিব পুষ্পজল পেয়ে।
হেন বুঝি কেহ পূজে শিবরাত্রি পেয়ে।।
কৈলাসে পরম সুখ ভুঞ্জিবে বিশেষ।
এই বর দিলা তারে ঈশ্বর মহেশ।।
শিব দিলা বর, তাহা শুনি দ্বিজমণি।
বৃক্ষ হৈতে নামিয়া করিল স্তুতিবাণী।।
বৃক্ষতলে আছ তুমি, আমি নাহি জানি।
করিনু দুষ্কর দোষ ক্ষম শূলপাণি।।
সুমতি হইল বিপ্র শিব-দরশনে।
বহুবিধ স্তব কৈল বেদের বিধানে।।
তুমি অনাথের নাথ দুষ্ট বিনাশন।
নমো নমঃ শম্ভু ঋষি নমঃ পঞ্চানন।।
এরূপে অনেক স্তুতি করিল ব্রাহ্মণ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দিলা ত্রিলোচন।।
মহাসুখী হও তুমি সংসার ভিতরে।
তোমার মহিমা খ্যাত হবে চরাচরে।।
অন্তে শিবলোকে যাবে চড়ি দিব্য রথে।
চতুর্দ্দশী-উপবাস মহাপুণ্য হৈতে।।
ব্রত উপবাস তুমি কর জাগরণ।
শিবরাত্রি-নিয়মে থাকিবে সর্ব্বক্ষণ।।
শিবরাত্রিদিনে যেবা করে শিবপূজা।
মহাসুখ ভুঞ্জিয়া কৈলাসে হয় রাজা।।
হেনমতে রজনী বঞ্চিয়া ঘোর বনে।
পাইয়া শিবের বর আইল নিজস্থানে।।
নিত্য নিয়মিত করে শিবের পূজন।
শিবরাত্রি ব্রত উপবাস জাগরণ।।
এইরূপে এইকালে বঞ্চিয়া কৌতুকে।
অন্তকালে শিবলোকে গেল মহাসুখে।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈল দণ্ডী দণ্ডদায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই কহিনু তোমায়।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস।।

শিব চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্মা কিছু করহ বাখান।।

ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে।।
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপাম।।
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি।
কুবের সদৃশ তার ঐশ্বর্য্য বিভূতি।।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর।।
দ্বিজসেবা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
যেই যাহা মাগে দেয় তোষয়ে ব্রাহ্মণে।।

শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে আচরণ।।
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী।।
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন।।
দেখি আস্তে ব্যাস্তেতে উঠিয়া নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি।।
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে একে বসিল সকল মুনিগণ।।
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আসিল বিস্তর।।
যথাযোগ্য সবাকারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন।।
তাম্বূল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র চলিল বচন।।
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্য্যা সহ উপবাস কর কি কারণ।।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন হেতু উপবাসে আছ নরবর।।
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন্ প্রয়োজন।।
এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন।।
ষটচক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ।।
চতুর্থ অদ্ভূত দল প্রথমে গণিবে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণিবে।।
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মারূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে।।
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার।।
তদন্তে অদ্ভূত চক্র চতুর্থ উপর।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর।।
পঞ্চশত দল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার।।
তদন্তেরে শতচক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণ করে যাহার বাখান।।
চতুর্দ্দিকে সূক্ষরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি।।
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষারূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর।।
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন।।
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে নারায়ণ।
তপ ব্রত ফলে তার কোন্ প্রয়োজন।।

রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
মম পূর্ব্বজন্ম কথা কর অবধান।।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।।
অজ্ঞানে সজ্ঞানে নর উপবাস করি।
সমাহিত হয়ে পূজা কর ত্রিপুরারী।।
বিশ্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বস্ত্র ভূষি।।
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পূণ্যের কথা কি কব বদনে।।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণিবারে পারে।

সরোবর জল যদি কলসীতে ভরে।।
বৃষ্টিবিন্দু জল যদি পারয়ে গণিতে।
তথাপি তাহার পুণ্য না পারি বলিতে।।
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহা দুরাচার।।
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার।।
মৃগ ব্যাঘ্র আদি পশু নানা পক্ষীগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন।।
সেইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
একদিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ।।
কুজ্বাটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান।।
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত আমি ভ্রমি একা বনে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি।।
নিত্য নিত্য মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দিই পরিবারে।।
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ।।
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা পুতগণ।
ধনহীন নরজন্ম হয় অকারণ।।
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান আমি দরিদ্র দুর্জ্জন।।
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ।।

এইরূপে হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন।।
অশ্রুজল পড়ি মম ভাসে কলেবর।
পব্বপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর।।
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে একপত্র পড়িল ত্বরিত।।
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চান।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন।।
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত।।
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল।।
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া।।
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন।।
সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ।।

এইরূপে কত দিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপনীত হৈল।।
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
আসি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর।।
যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চাননন।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুইজন।।
শিবের অকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর।।
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ।।

এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর।।
শিবের আজ্ঞায় পাশ করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুই জন।।
বিকৃত আকার মূর্ত্তি লোহিত নয়ন।
কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন।।
কি হেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন।।
মোরা দুই জন ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যত জন।।
তাহারে লইয়া যায় যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন।।
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন।।
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন।।

এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর।।
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্রে লয়ে যবে শিবপুরী।।
সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ।।
তোর কিছু অধিকার নাহিক ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে।।
তিন লক্ষ বর্ষমম তথা হৈল স্থিতি।
দেবতুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি।।

অনন্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন।
তিন কল্প কথা সুখে করিনু বঞ্চন।।
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্মালোকে স্থিতি।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি।।
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করিণু প্রয়াণ।
লক্ষী সহ বিরাজিত যথা ভগবান।।
তিনকোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তারপর এই রাজবংশেতে জন্মিনু।।
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীনজাতি হয়ে ব্যাধসুত।।
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তর।।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন।।

এত শুনি সবিস্ময় মহা তপোধন।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ।।
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর।
ধর্ম্মরাজে দিয়া কিবা করিল উত্তর।।
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান।
বিস্ময় হইয়া দূত হয়ে অপমান।।
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত।।
ভীতমন দুতগণে দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখী মন।।
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোলবারে হিংসা করিবরে।।
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ডভগ্ন আজি হৈতে হইল সর্ব্বথা।।

www.bengaliebook.com

আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপপুণ্য বিচার ঘুচিল তা সবার।।
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহা দুরাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার।।
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি লয়ে আসি করিয়া তাড়ন।।
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর।।
নানা কটুত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারে লয়ে গেল দূতগণে।।
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল সবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার।।

এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচ।।
শিব নামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবে যেই জন।।
ব্রত আচারিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সাধন।।
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুভক্তি করি কিবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ।।
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমার ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত।।
তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে।।
তারপরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে অনিবার।।

এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন।।
এত শুনি অষ্টবক্র হন হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন।।
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল অচ্যুত নন্দন।।
বসন্ত প্রথম ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে।।
সর্ব্বকালে ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফল পায়।।
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ চরণে।।

অনন্ত ব্রতের মাহাত্ম্য

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির।।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন।।
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিণু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন।।
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কৌশলেতে স্থিতি।
সোমবংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্মে মতি।।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভাগীরথ সম মহাবিচক্ষণ।।
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম।।
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যা সহ নরবর আচরে বিশেষে।।
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ।।

রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপনি হস্তেতে করে মন্দির মার্জ্জন।।
অনন্তরে স্নানদান করি নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর।।
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে লইয়া কুটুম্ব পরিজন।।
আনন্দিত হয়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পূজে নারায়ণ।।
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে।।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ।।
সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
নগরে বাজারে এইরূপ বাদ্য করে।।
রাজভয়ে সর্ব্বলোক প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচরে।।
ব্রত পুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যতদূর ভুপতির অধিকার ছিল।।
যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে।
ব্রতপুণ্যফলে যার বৈকুণ্ঠ নগরে।।
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপর হইল।।

জানিয়া দ্বাপরযুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন।।
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মম অধিকার।।
কোটি লোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে।।
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ।।
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপাচারী।
অল্প আয়ু হয়ে যাবে যমের নগরী।।
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর।।
মহাধর্ম্মশীল দেখি এই নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি।।
কোনমতে ব্রত ভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার।।

এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ।।
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন।।
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে।
কোন কর্ম্ম সাধি দিব কহ নিজগুণে।।
দ্বাপর বলিল মোর কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য।।
দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া গঠন।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণ।।
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন।।
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন।
মোহিত নামেতে কন্যা করিল সৃজন।।
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ষবান।।
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয়।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয়।।

শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন।।
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে।।
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন।
এই সে নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ।।
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ।।

মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি।।
রাজা করে একদৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবনমোহন রূপ না যায় বর্ণন।।
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন।
কামধনু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন।।
তিলফুল জিনি নাসা ভূজ করিকর।
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি গৌর কলেবর।।
কুচযুগ সম পূগ গঞ্জি রসায়ন।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ।।
রক্তবস্ত্র পরিধানা অরুণ উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত।।
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি।।
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
সত্য করি কহ মোরে না ভাণ্ডহ সতী।।
নিজ পরিচয় মম গুন গুণবতী।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি।।
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মম ভার্য্যা হও তুমি কর অঙ্গীকার।।

কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি।
এইত পর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি।।
অনূঢ়া যে আছি আমি বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয়।।
এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে।
তবে আমি পরিণয় করিব তোমারে।।
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা।
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা।।
যদি বা দুষ্কর হয়ে এ তিন ভুবনে।
মম বাক্য কভু নাহি করিবা খণ্ডনে।।

রাজা বলে আমি সত্য করি অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার।।
এত শুনি কন্যা করিলেন অনুমতি।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি।।
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে।।
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ।।
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল।।
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্য পাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের শোভয়ে যেন পুলোমা কুমারী।।

এইরূপে কতদিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময়।।
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল।

উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল।।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে।
অন্নদান তুষিল যতেক দুঃখীজনে।।
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ।।
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন।।
এতেক দুষ্কর ব্রতে কোন প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন।।
আমার বচন রাজা কহ সবাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে।।

কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত।।
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলয়ে বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ।।
এই ত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে। ।
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সৰ্ব্ব দুঃখে তরে।।
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত যমের নগর নাহি যায়।।
পূৰ্ব্ব কথা মম এই করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ।।

সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে।।
বেশ্যাতে ছিলাম মত্ত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত শত।।
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন।।
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিয়া প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে আকুল বিশেষ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির।।
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন।।
দৈবযোগে নিশাশেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর।।
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আসিল বিকৃতি আকার।।
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে এল বিষ্ণুদূত দুইজন।।
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার।।
রথে করিল নিল মোরে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ।।
দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণু লোকে হৈল স্থিতি।
অনন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি।।
কত দিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু।
তারপরে পুনরপি মর্ত্ত্যলোকে এনু।।
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার।।
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ।
এমত কুৎসিত বাক্য কভু না বলহ।।

কন্যা বলে রাজা তুমি করিলা স্বীকার।
না খণ্ডিবে কোন কালে বচন আমার।।
এবে তুমি মিথ্যাবাদী জানিনু কারণ।

মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন।।
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
মম বাক্য এই ব্রত করহ ভঞ্জন।।

এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীত মন।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলিল বচন।।
যে বলিলে কন্যা সত্য কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ।।
তথাপি এ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
সে কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে।।
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি জৈষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ।।
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে বলিল বচন।
প্রাণত্যাগ করি আমি সত্যের কারণ।
রাজ্যখণ্ড যত দেখ সকলি তোমার।
দেব দ্বিজে ভক্তি পূজা করিবে সবার।
যোগাসন করি তবে বসিল রাজন।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।।
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রীগণ।।
রাজার শরীর লয়ে করিল দাহন।
নৃপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন।।
শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজেগণে।।
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে বলিল।।
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন।
স্ত্রীর বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

অষ্টমী ব্রত-কথন প্রস্তাবে অহল্যার শাপ-বিবরণ

আর এক কথা কহি অষ্টমী-আচার।
আপনি ভবানী সে অষ্টমী অবতার।।
অষ্টমীর ব্রতফল শুনহ রাজন।
মহাপুণ্য তিথি হয় শুনহ কারণ।।
গৌতমের স্থানে ইন্দ্র পড়েন আপনে।
নানাশাস্ত্রে শিক্ষা করে গৌতমের স্থানে।।
দশ বিদ্যা আছে আর যন্ত্র সারোদ্ধার।
সকলি পড়ায়মুনি সকল বিচার।।
পড়িয়া শুনিয়া ইন্দ্র মতিচ্ছন্ন হৈল।
গুরুপত্নী হরি বলি মনেতে করিল।।
আর দিন মুনি গেল তপস্যা করিতে।
দণ্ড কমণ্ডলু নিলা কোশাকুশী হাতে।।
তপস্যা করিতে মুনি গেলা তপোবন।
দেখিয়া ত ইন্দ্র তবে ভাবে মনে মন।।
তদন্তরে দেবরাজ মুনিবেশ ধরি।
হস্তে কমণ্ডলু লৈয়া চলিলা সত্বরি।।
অহল্যা নিকটে ইন্দ্র আইলা তখনে।
অহল্যা বলেন, মুনি ফিরি আইলা কেনে।।
মায়া করি বলে ইন্দ্র অহল্যার তরে।
তপস্যা করিতে যাই কানন-ভিতরে।।
তথায় দেখিনু আমি মৃগীর সঙ্গম।
তাহাই দেখিয়া মোর স্থির নহে মন।।
এই সে কারণে আইনু শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণরক্ষা কর মোরে আলিঙ্গন দিয়া।।

পতিগতি অহল্যা ত সতী পতিব্রতা।
স্বামীর বচন কভু না হবে অন্যথা।।
শীঘ্র শয্যা করি তবে দিল আলিঙ্‌গন।
অহল্যা সহিত ইন্দ্র ভুঞ্জিল রমণ।।
নানামতে স্বামী প্রতি করিল সেবন।
সন্ধ্যার সময় মুনি আসে ততক্ষণ।।
ইন্দ্র জানিলেন তবে মুনি আগমন।
বুঝি ইন্দ্র পলায়ন করিল তখন।।
তারপর মুনি এল তপস্যা করিয়া।
মুনিকে দেখিয়া দেবী বিস্ময় হইয়া।।
ভূমিকম্প হৈল বুঝি না বুঝি কারণ।
এখনি আমার সঙ্গে ভুঞ্জিল রমণ।।
এখনি আইল পুনঃ দণ্ড হাতে করি।
বুঝিতে না পারি যত মুনির চাতুরী।।
বিস্ময় হইয়া দেবী ভাবে মনে মন।
অহল্যা দেখিয়া মুনি ভাবেন তখন।।
চুল কেন খসে তোর খসিল সিন্দূর।
লোচনে কাজল কেনে হৈল তোর দূর।।
মলিন বদন দেখি অলকা মলিন।
বদন উপরে কেনে দেখি অন্য চিন।।
বসন কোঁকড়া কেন পদ নহে স্থির।
নিদ্রাগত দেখি কেন তোমার শরীর।।
স্তনযুগ দেখি কেন রক্তের আকার।
নখের আচঁড় কেন হৃদয় মাঝার।।
নয়নযুগল তোর কেন বা বিভোর।
ঘন ঘন হাই উঠে উদর ডাগোর।।
আমাকে দেখিয়া কেন কাঁপ থর থর।
ঊরু দুই দেখি তোর রক্ত যেন ভর।।
উলট পালট কেশ দেখিয়া কেমন।
শীঘ্রগতি কহ কথা মোর বিদ্যামান।।
আরক্ত লোচন করি মুনি যদি চায়।
অহল্যার প্রাণ উড়ে যোড় হাতে কয়।।
নিবেদন করি কিছু তোমার চরণে।
আপনি যে কৰ্ম্ম কর পাসর আপনে।।
এখনি আপনি তুমি করিলে রমণ।
পুনরপি দোষ দেহ না বুঝি কারণ।।
তুমি বুঝি বসেছিলে সদাশিব পাছে।
সিদ্ধি ভাঙ্গ কিছু বুঝি পাও তাঁর কাছে।।
এত শুনি মুনিবর করিলেন ধ্যান।
ধ্যানেতে সকল তত্ত্ব হৈল বিদ্যামান।।
জানিল পাপিষ্ঠ ইন্দ্র করে হেন কৰ্ম্ম।
ইহা সম অধাৰ্ম্মিক নাহিক অধম।।
গুরুপত্নী হরে বেটা বৈসে দেবপুরী।
যতেক পড়াই তারে এত যত্ন করি।।
তাহার দক্ষিণা দিল গুরুপত্নী হরি।
হেন কৰ্ম্ম কৈল হৈয়া স্বর্গ-অধিকারী।।
বেদাগম নানা শাস্ত্র পড়াইনু তারে।
উচিত দক্ষিণা বেটা দিলেক আমারে।।
যে কৰ্ম্ম করিল আজি, দিব তার ফল।
ভগময় হক বেটার শরীর সকল।।
নিরবধি সৰ্ব্বক্ষণ মলমূত্র ঝরে।
কন্দর্প-জৰ্জ্জর সদা হইবে শরীরে।।
দুঃখানলে দগ্ধ সদা হইবে অন্তর।
মহাদুঃখ পাবে ইন্দ্রদেব নিরন্তর।।
ইন্দ্রত্ব হইল দূর বসিতে না পারে।
নিরবধি কামজ্বর থাকয়ে অন্তরে।।
এইমতে ইন্দ্রে শাপ দিলা মহামুনি।
তবে শাপ দিলা তার আপন রমণী।।

www.bengaliebook.com

অহল্যা বলেন প্রভু বুঝি দেহ শাপ।
মায়াছলে মোরে তব শিষ্য করে পাপ।।
বুঝিয়া শাপহ মোরে শুনহ গোঁসাই।
সহজে অবলা জাতি বল বুদ্ধি নাই।।
ইন্দ্রের কপটে আমি পড়িনু সঙ্কটে।
কতকালে মোরে প্রভু আনিবে নিকটে।।
শুনি মুনি অহল্যার কাতর বচন।
আশ্বাসিয়া মুনিবর বলে ততক্ষণ।।
যেকালে জন্মিবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র লৈয়া যাবে মিথিলা নগরে।।
শ্রীরাম-পরশে তোর হইবে মোচন।
তবে তুমি আসি পাবে মোর দরশন।।
এত বলি মুনিবর তারে শাপ দিল।
পাষাণ মূরতি ধরি অহল্যা রহিল।।
সেইমত রহে দেবী বনের ভিতরে।
গৌতম চলিয়া গেল অন্য বনান্তরে।।
প্রভাসের তীরে মুনি আশ্রম করিল।
সেইখানে মহামুনি তপেতে রহিল।।
সত্য গেল, ক্রেতাযুগে রাম অবতার।
দশরথ-ঘরে জন্মে সংসারের সার।।
বিশ্বামিত্র লয়ে যায় যজ্ঞ রাখিবারে।
অহল্যা পাষাণ সেই বনের ভিতরে।।
বিশ্বামিত্র বলে, রাম শুনহ বচন।
ইহাকে পরশ কর কমললোচন।।
মুক্তিপদ পাবে এই অহল্যা সুন্দরী।
পাষাণ হইতে শীঘ্র দেহ মুক্তি করি।।
রাম বলে, কোন্ হেতু হইল পাষাণ।
তবে মুনি কহিলেন পূর্ব্বের আখ্যান।।
শুনিয়া কহেন রাম, আমি নাহি পারি।
পরনারী পরশনে পাপ হবে ভারি।।
মুনি বলে, তুমি হও সবার জীবন।
তুমি না তারিলে তরাইবে কোন্ জন।।
তুমি যে জগৎকর্ত্তা চারিবেদ-সার।
রমণী পুরুষ সব রচন তোমার।।
তবে রাম পদাঙ্গুলে অহল্যা ছুঁইলা।
পাষাণ-মূরতি ছাড়ি পূর্ব্বদেহ হৈলা।।
তবেত পাইল দেহ মুক্তিপদ পেয়ে।
রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে।।
সংসারের সার তুমি দেব নারায়ণ।
আদি ও অনাদি তুমি সবার জীবন।।
তুমি ত্রিদশের নাথ তোমা বিনা নাই।
সর্ব্বদেবগণে প্রভু তোমারে ধেয়ায়।।
কৃপা করি মুক্ত মোরে করিলে এখন।
তোমার পরশে ধরি মানবী জীবন।।
তোমার পদের আমি কি জানি মহিমা।
চারি মুখে ব্রহ্মা যার দিতে নারে সীমা।।
এমতে অহল্যা বহু করিল স্তবন।
রামেরে প্রণাম করি করিল গমন।।
প্রভাসের তীরেতে আছেন মুনিবর।
সেইস্থানে গেলা দেবী স্বামীর গোচর।।
মুনি দেখি অহল্যার সিদ্ধ হৈল কাম।
মুনির চরণে দেবী করিল প্রণাম।।
দেখিয়া সন্তোষ বড় হৈলা মুনিবর।
অহল্যারে বসাইলা ঊরুর উপর।।
গায়ে হস্ত দিয়া মুনি করিল সান্ত্বনা।
এতকাল দুঃখ দিল অসৎ-বাসনা।।
এইমতে দুইজন হৈল একত্তর।
প্রভাসের তীরে রহে সানন্দ অন্তর।।

www.bengaliebook.com

কহিনু অহল্যা, হৈল পাপেতে মোচন।
মহাপাপ মুক্ত হবে যে করে শ্রবণ।।
নারীতে শুনিলে সেই পুত্রবতী হয়।
পাপীতে শুনিলে তার পাপ হয় ক্ষয়।।
এইত কহিনু অহল্যার উপাখ্যান।
তার পর শুন রাজা ইন্দ্রের মোচন।।

ইন্দ্রের শাপমোচন

সহস্র যোনিতে ইন্দ্র পীড়িত শরীরে।
বসিতে না পারে সেই দেবের ভিতরে।।
মহাপীড়া কামজ্বরে করয়ে রোদন।
কে আছে আমার দুঃখ করিতে মোচন।।
দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলা তাহারে।
আমার বচন তুমি শুন পুরন্দরে।।
যেখানে পতন হই, সেইখানে উঠি।
তাহারে সন্তোষ করি যার স্থানে ঘাটি।।
লাজ ভয় ছাড় ইন্দ্র, বলিনু তোমারে।
ব্রহ্মশাপ খণ্ডাইতে অন্যে নাহি পারে।।
গৌতম বিহনে ইহা অন্যে নাহি পারে।
গর্ব্ব ত্যজি যাও তুমি মুনির গোচরে।।
তাঁহার চরণ ধরি বলহ একান্ত।
শাপ দিলে মহামুনি করহ শাপান্ত।।
এত শুনি ইন্দ্র গেল মুনির নিয়ড়ে।
দণ্ডবৎ হইয়া মুনির পদে পড়ে।।
অপরাধ ক্ষমা কর শুন মহাশয়।
শাপিলে শাপান্ত প্রভু করিতে যুয়ায়।।
সংসারের সার তুমি আমি পাপ কৈনু।
তাহার উচিত ফল তেমনি পাইনু।।
আর দুঃখ সহা নাহি যায় মুনিবর।
কৃপা করি মহামুনি করহ উদ্ধার।।
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য দয়া উপজিল।
হিত উপদেশ মুনি তাহারে কহিল।।
মুনি বলে, শুন এবে আমার বচন।
অষ্টমীর ব্রত বিনে নাহি দেখি আন।।
মহা অষ্টমীর ব্রত কর পুরন্দর।
গুরুপত্নী হরিয়াছ হইয়া বর্ব্বর।।
কেমনে করিবে ব্রত শুনহ বচন।
সপ্তমীতে সংযম করিবে নিষ্ঠাপন।।
অষ্টমীতে উপবাস করি নিরাহার।
বৈষ্ণবী ভবানী পূজি দিবে উপচার।।
বলিদান নাহি দিবে, নহে ব্যবহার।
পূজিবে ভবানী দেবী দিয়া উপহার।।
কায়মনোবাক্যে তুমি পূজিবে ভবানী।
নবমীতে পারণ করিবে দেবমণি।।
তিন দিনে তিন গুণ আপনি ভবানী।
লয়েন সংসারে পূজা শুন সুরমণি।।
সপ্তমীতে রজোগুণ হইয়া পার্ব্বতী।
আপনি লয়েন পূজা দেবী ভগবতী।।
অষ্টমীতে লন পূজা যেমত প্রকার।
কহি যে তোমারে এই শুন সমাচার।।
অষ্টমীতে মহামায়া-স্বরূপা বৈষ্ণবী।
এই ত পূজায় তুষ্টা হৈলা মহাদেবী।।
নবমীতে তমোগুণ হইয়া ভবানী।
সংসারে লয়েন পূজা সংসার কারিণী।।
ছাগাদি মহিষ মেষ দিয়া বলিদান।
করিবে ভবানী-পূজা হৈয়া সাবধান।।

www.bengaliebook.com

এইমত কর তুমি ভবানীর পূজা।
হইবে সহস্র চক্ষ, শুন দেবরাজা।।
সহস্রলোচন নাম হইবে তোমার।
কহিনু তোমারে আমি মহাব্রতাচার।।
এত শুনি দণ্ডবৎ হৈল মুনি পায়।
অষ্টমী পূজিতে ইন্দ্র চলিল ত্বরায়।।
দেবগুরু বৃহস্পতি পুরোহিত হৈল।
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র পূজা আরম্ভিল।।
যেমত বিধানে পূজা গৌতম কহিল।
বৃহস্পতি সহ ইন্দ্র পূজা আরম্ভিল।।
স্থাপন করিলা দেবী ঘটের উপরে।
অধিবাস করি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে। ।
শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজে সর্ব্বদেবপুরী।
কায়মনোবাক্যে ইন্দ্র পূজে হর-গৌরী।।
গণেশে পূজিয়া ইন্দ্র পূজিল শ্রীহরি।
পূজিতে লাগিলা দেবী বড় শ্রদ্ধা করি।।
কত শত পুষ্প দিল কত লব নাম।
ঘটের উপরে দিল জবাপুষ্পদাম।।
মালতী মল্লিকা গন্ধরাজ আদি করি।
কুন্দ ও কাঞ্চন আর হার শতেশ্বরী।।
জাতী যূথী নাগেশ্বর পারিজাত আর।
জবাপুষ্প নানা জাতি দেখে বারে বার।।
নানাজাতি পুষ্প দিয়া ইন্দ্র করে পূজা।
আবির্ভূতা ভগবতী হৈয়া দশভূজা।।
সাক্ষাৎ হইলা মাতা জগত-জননী।
স্তবন করয়ে ইন্দ্র হয়ে যোড়পাণি। ।
সর্ব্বদেব উঠিলেন করি যোড় হাতে।
আপনি বসিলা দেবী হইয়া সাক্ষাতে। ।
কিবা সে রূপের ছটা নাহিক উপমা।
নখচন্দ্র দেখি যেন পূর্ণিত চন্দ্রমা।।
দশন মুকুতা পাঁতি ঝলমল করে।
কত শশী উদয় হইল স্বর্গপুরে।।
মুখের উদয় দেখি কত চন্দ্র জিনি।
যাহার দর্শনে স্থির হৈল সর্ব্ব প্রাণী।।
কিবা সে চরণ-শোভা রকত- উৎপল।
হৃদয়ের দুঃখ শোক ঘুচিল সকল।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান।।

দেবীর রূপবর্ণন

সুন্দর বদন, জিনিয়া মদন,
চন্দ্রমার কলা, করে নানা খেলা,
ললাট জিনিয়া সুধাকরে।
তাহার উপরে, ঝলমল করে,
সিন্দুর নলকে, বিদ্যুৎ ঝলকে,
রচিত অরুণাস্বরে।।
কিবা সে কবরী, বান্ধে থরথরি,
তাহাতে সুন্দর, পুষ্প মনোহর,

তার মাঝে দোলে জটা।
কত কত ফণী, শিরে শোভে মণি,
অনন্ত যেমন, দেখিয়ে তেমন,
শিরে শোভা করে ঘটা।।
গলে রত্নমাল, দেখিয়া বিশাল,
সঙ্গে সহচরী, নাচে ফিরি ফিরি,
প্রেত-ভূতগণ যত।
সেবকের তরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
যত ভূতগণ, আনন্দিত মন,
নভে ফিরে কত শত।।
সেবক রাখিয়া, বেড়ায় চাহিয়া,
লয়ে দলবল, দানব সকল,
খাইছে সিদ্ধির পাতা।
সেই দানাগণ, রক্ষে অনুক্ষণ,
সেবকের পুরী, রাখে ফিরি ফিরি,
ভাঙ্গয়ে দুষ্টের মাথা।।
কাশী কহে ভাই, আর নাহি চাই,
এই দানাগণ, পাই দরশন,
তবে নাহি ইহা পর।
যাঁর বশ গৌরী, আর ত্রিপুরারি,
দানা প্রেত ভূত, তাহাতে পূরিত,
হরগৌরী মাত্র সার।।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক গৌরীর স্তব ও শাপমুক্তি

এইত কহিল পূজা বিধান যেমতে।
ভূত প্রেত দানা খেলে সেবকের হিতে।।
শ্রদ্ধা করি পূজে ইন্দ্র করিয়া কামনা।
ভবানী পূজহ লোক, খণ্ডিবে যন্ত্রণা।।
দুঃখবিনাশিনী মাতা হরের ঘরণী।
মোরে কৃপা কর মাতা জগৎ-জননী।।
দুর্গতি নাশনী মাতা করুণাদায়িনী।
অনাথ-রক্ষিতা মাতা শুভ প্রদায়িনী।।
জগতজননী মাতা দুঃখবিনাশিনী।
বারেক করুণা কর গিরির নন্দিনী।।

অসুর সংহার মাতা কৈলে অবহেলে।
শুম্ভ নিশুম্ভ মারি রাখিলে সুরকুলে।।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে করয়ে তব পূজা।
আমার নিস্তার কর দেবী দশভূজা।।
হরি ব্রহ্মাশিব তোমা ধ্যায় নিরন্তর।
তোমার সেবনে হয় নিরাপদ নর।।
কেবল গঙ্গার জল আর বিল্বপাতা।
ইহাতে সন্তোষ বড় জগতের মাতা।।
কেবল মানস সেবা কায়মনে করে।
কভু নাহি ছাড় মাতা তাহার মন্দিরে।।
এই মত স্তব করে দেব পুরন্দর।
শচী ইন্দ্র দুই জনে করি যোড় কর।।
বিস্তর স্তবন যদি কৈল সুরপতি।
তুষ্ট হয়ে মহামায়া শুনি স্তুতি নতি।।
অধিষ্ঠাতা হৈলা তবে জগতের মাতা।
বর লহ দেবরাজ, কহে এই কথা।।
লাজে ইন্দ্র হেঁটমুখ না কহে কথন।
ভবানী দেখিল তবে ইন্দ্র লজ্জা- মন।।
তবে ত শঙ্করপ্রিয়া বলিলা ইন্দ্রেরে।
সহস্র লোচন হৌক তোমার শরীরে।।
দেবীবরে সহস্র যোনি সহস্র লোচন।
ভবানীর বরে ইন্দ্র সন্তুষ্ট তখন।।
অষ্টমী করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হরে।
দেবীবরে ইন্দ্র সহস্রাক্ষ নাম ধরে।।
অষ্টমী তিথির কথা কহনে না যায়।
ভবানী সন্তোষ সদা থাকেন তাহায়।।
অষ্টমী-মাহাত্ম্য কথা যেই জন শুনে।
আয়ু যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে।।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে ভবাব্ধি বন্ধন।
সেবহ দেবীর পদ করিয়া যতন।।
পৃথিবীতে পঞ্চ ব্রত করে যেই জন।
কদাচিত অমঙ্গল না হয় কখন।।
এই ত কহিনু ইন্দ্র-শাপের মোচন।
ইহার শ্রবণে লোক হয় ধর্ম্ম- মন। ।

চন্দ্র কর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত

ভীষ্ম বলিলেন, রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব এখন।।
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে।।
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়।।
ইতিহাস কহি এবে শুন দিয়া মন।
চন্দ্রকেতু রাজা ছিল ইক্ষবাকু নন্দন।।
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী।।
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে।
চন্দ্রবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে।।
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ।।
চন্দ্রের কন্যারে শাপ দল কোন জন।
মর্ত্ত্যলোকে জন্মে সেই কিসের কারণ।।
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যায় চন্দ্র বৃহস্পতি-স্থান।।
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ-অঙ্গিরা- তনয়।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রেরে পড়ান অতিশয়।।

www.bengaliebook.com

ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রগণ।
কতদিন জীবস্থানে করিল পঠন।।
জীবের রমণী সেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে। ।
কামে বশ হয়ে গুরুপত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল।।
সত্যলোক স্থানে শুনি এ সব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ।।
ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল, পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন।।
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলি পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলি অর্জ্জন।।
কলঙ্কিত হও আজি হৈতে অমরায়।
কলঙ্কী চন্দ্রমা বলি কহুক তোমায়।।
আর এক বাক্য মম শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্যলোকে হইবে জনম। ।
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার।।
কৃষ্ণের ভাগিনা হবে সুভদ্রা গর্ভেতে।
অল্পদিনে শাপমুক্ত হইবে তাহাতে। ।
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
গুরুরে শাপিল মহাক্রোধে সেইক্ষণ।।
নিজবশ নহে আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে মহাশয়।।
তোমারে ত আমি শাপ দিব সে কারণ।
হীন পক্ষিযোনি-মদ্যে লভিবে জনম। ।
গৃধ্র নামে পক্ষী তুমি অবশ্য হইবে।
দীর্ঘদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবে।।
ইহা শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষিযোনি পায় বৃহস্পতি।।
কত দিন গতে হৈল শাপ বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ সব বিবরণ।।
গাঙ্গেয় বলেন, ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না হয় খণ্ডণ।।
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরিতটে করিল বসতি।।
পরম কৌতুক রহে ভার্য্যার সংহতি।
কত দিনে বিহঙ্গিণী হৈল গর্ভবতী। ।
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল।।
দুই গুটি পুত্র হৈল দুই গুটি সুতা।
স্বামী সহ বিহঙ্গিনী হৈল আনন্দিতা।।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু দেখি চারি জন।
বাৎসল্য করিয়া দোঁহে করয়ে পালন। ।
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নিতি নিতি।।
এইরূপে কত দিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পুত্রসহ পক্ষী বঞ্চে নানা সুখে।।
একদিন দৈববশে আহার কারণে।
একেশ্বর পক্ষিবর যায় ঘোর বনে।।
ভার্য্যাকে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে।।
হেনকালে এক ব্যাধ আসিল সে স্থান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান।।
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী-তীরে। ।
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল, ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে।।

www.bengaliebook.com

পশ্চাতে দেখিল ব্যাধ আসিল সত্বর।
শীঘ্রগতি পাশে দেবালয়ের ভিতর।।
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি ভ্রমে পক্ষী ধরিতে না পারে।।
সাতবার প্রদক্ষিণ করে দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়।।
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনু ত্যাগ হিইল তাহার।।
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে।।
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি ধরি চলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন।।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্যে দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে।।
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তার প্রতি বলে মহামতি।।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার।।
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গভী ত্যাগ কর এইক্ষণে।।
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল, একটী নন্দন।।
দেখি হরষিত হবে কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন।।
চন্দ্র বলে, মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল।।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে দুই জন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন।।
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন।।
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
কন্যা পুত্রদ্বয়ে জিজ্ঞাসহ বিবরণ।।
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করেন নিশামণি।।
কাহার ঔরসে জন্ম নিলে দুই জন।
মিথ্যা না কহিবে, সত্য কহিবে বচন।।
নন্দিনী কহিল, দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান।।
এত শুনি ক্রোধ করি বলে শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর।।
নরলোকে জন্ম গিয়া লভহ আপনি।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী।।
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার।।
কহ সত্য, জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবে, সত্য কহিবে বিশেষে।।
করযোড়ে শিশু তবে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম, তোমার নন্দন।।
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন।।
বুধ বলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তাহারে লইয়া চন্দ্র গেল সুস্থচিত্তে।।
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় প্রভু চন্দ্রের বচন।।
নীলধ্বজ-গৃহে কন্যা আসি জন্ম নিল।
চন্দ্রাবতী নাম তার নৃপতি রাখিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শ্রবণেতে তরে ভববারি।।

www.bengaliebook.com

চান্দ্রায়ণ ব্রত উপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন।।
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধাভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে।।
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়।।
এক ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন।।
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী।।
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ ঘরে।
চন্দ্রাবতী নাথ হৈল বিখ্যাত সংসারে।।
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ।।
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোন্ জন।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ।।

ভীষ্ম বলিলেন রাজ্য কর অবধান।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান।।
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা তনয়।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয়।।
জীবের রমনী যেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে। ।
কামে বশ হয়ে গুরুপত্না না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল।।
তারারে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তারা সহ করিল রমণ।।
মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি।।
পরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ।।
ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন। ।
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন।।
গুরুগর্ব্ব নাহি দেখ আপন অপায়।
আজি হৈতে হইবে কলঙ্ক তব গায়।।
তবে আর মম বাক্য শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্তলোকে হইবে জনম।।
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার।।
কৃষ্ণের ভাগিনা হয়ে সুভদ্রা গর্ভেতে।
অল্প দিনে শাপ মুক্ত হইবে তাহাতে।।

এত শুনি চন্দ্রে তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ। ।
নিজ বশ নয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয়।।
তোমারে ত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইয়া জনম। ।
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা।।

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পায় বৃহস্পতি।।
কতদিনে গত হৈল শাপ বিমোচন।

কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ।।
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন।।
গৃধ্র পতগেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরিতটে করিল বসতি।।
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কত দিনে পক্ষিণী হইল গর্ভবতী।।
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল।।
দুই গুটি ডিম্বে হৈল দুই গুটি সুতা।
স্বামী সহ পক্ষিণী হইল আনন্দিতা।।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারিজন।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন।।
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নীতি নীতি।।
এইরূপে কত দিন আনন্দ কৌতুকে।
ভার্য্যা পত্নী সহ পক্ষী বঞ্চে নানাসুখে।।
একদিন দৈববশে তাহার কারণ।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বন।।
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে।।
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান।।
অল্পমাত্র অস্ত্র হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে।।
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে।।
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর।।
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি চলে পক্ষী ধরিতে না পারে।।
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়।।
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাত তনুত্যাগ হইল তাহার।।
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে।।
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন।।
যাহা জিজ্ঞাসিল রাজা কহিনু তোমারে।
গুরু শিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে।।
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি।।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার।।
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ এর এইক্ষণে।।
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন।।
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন।।
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল।।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব হয় দুই জন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন।।
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিল গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন।।
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।

এই কন্যা পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ।।
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।

এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি।।
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান।।
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর।।
নরলোক গিয়া জন্ম লভহ পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী।।
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার।।
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে।।
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমারে ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন।।
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন।।
বুধ বলে নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্য চিতে।।
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরযে ভববারি।।

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী।।
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর।।
পৃথিবীর রাজগণে ধরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সমান সভা শোভিত হইল।।
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িত মদনে।।
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন।।
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ।।
এক ভার্য্যা বিনে রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে।।
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে একমাস ভার্য্যার সংহতি।।
যেই দিন হৈতে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান।।
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদন।।
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ।।
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি।।
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার।।
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়া যুকতি।
রাজদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি।।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন।।

দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন।।
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে।।
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার।।
এত শুনি বলে রাজা ভাবি নিজ চিত্তে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভূঞ্জিব অগ্রেতে।।
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হয়ে থাক কৌণ্ডিণ্য পুরেতে।।
গৃধ্র পক্ষী হয়ে জন্ম লইল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন।।
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখী মন।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ।।
শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজ পুরোহিতের সহিত।।
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে।।
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার।।
কৌণ্ডিন্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে।।

শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী।।
শকুনির রূপ কন্যা দেখিয়া স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কাঁদে অনেক প্রকারে।।
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলে রাজন।।
তার ফল ভুঞ্জ তুমি না হয় এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান।।
ধর্ম্মরাজ করিলেন হেন তব গতি।
আজি আমি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি।।

এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আসিল সাক্ষাতে।।
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ।।
তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন হৈল মন।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ।।
সে কারণে হইল কলুষ অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভূঞ্জি নাহিক সংশয়।।
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন।।
গৃধ্রমুর্ত্তি ত্যজি পুনঃ দিব্যমূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয় আজি স্বামীকে পাইবে।।

এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
শকুনির রূপ ত্যজি দিব্যমূর্ত্তি হৈল।।
দেবীর আকৃতি হৈল কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইল দেব শচীপতি।।
রথে চড়ি স্বর্গে দোঁহে করিল গমন।
কহিনু পুরাণ কথা ধর্ম্মের নন্দন।।
চন্দ্রকেতু উপাখ্যান শুনে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

অষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহ রাজার উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন।।
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে।
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে।।
আশ্বিনের শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিনে।
শিবদুর্গা আরাধনা করে যেই জনে।।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
ইতিহাস কথা কহি শুন ধর্ম্মরায়।।
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর।।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি।।
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত।।
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন।।
এইমত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।।
কোটি কোটি ব্রাহ্মণ করিল নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল তোষণ।।
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে।।
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন।।
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
যাচঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে।।
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর।।
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
অন্ন বস্ত্র আদি নানা দিল ব্রাহ্মণেরে।।
তাহা পেয়ে সত্বরে চলিল নিজ ঘরে।
ক্রোধচিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে।।
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কতদিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে।।
প্রতিদিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্বের হরয়।
ক্রোধচিত্ত নরবর পুষ্প নাহি পায়।।
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন্ জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল।।
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা কুসুম রক্ষণে।।
পুষ্প তুলিবারে এল গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরষয়ে অতি।।
অন্নবৃষ্টি দেখি হল সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহিলেক জানিতে কারণ।।
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।।
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
কোন্ হেতু ইস পুষ্প তোল নিতি নিতি।।
আমারে সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে।।
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি।।
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ।।

আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার।
কোন্ কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার।।
কিন্তু এক সবিস্ময় হৈল মম মনে।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আসিয়া কাননে।।
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ।।
এখনও অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে।।
হেতু যদি জান রাজা কহিবে আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে।।
কোথা অন্নবৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে।
মিথ্যা কথা বলি কেন ভাণ্ডও আমাতে।।
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্যচক্ষু দিব তুমি দেখহ নয়নে।।
এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নরনাথ।
অন্ন বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত।।
পূর্ব্বের কারণ তা হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্ব চাহিয়া বলে শুন বিবরণ।।
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে।।
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি হয়ত কাননে।
যাহা দিই পাই তাহা এ নহে এড়ানে।।
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষনে।
যে কালেতে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নাদান।।
এ পাপে নরক হৈতে নাহিক এড়ান।
এক নিবেদন করি শুনহ আমার।।
এ পাপে যেমতে তরি কহিবা প্রকার।
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।।
কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে।
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন।।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন।
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান।।
তার তরে আগে হৈতে করেছি উদ্যান।
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর।
সুরর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর।।
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ সামগ্রা দেখ অদ্ভুত বিধান।।
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগে হেন দ্রব্য কি হেতু হইল।।
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাপাপ অর্জ্জিল সুবাহু নৃপিমণি।।
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেন অত্যন্ত যতনে।।
এক গুণ দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ।।
যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য হেতু যে রাখিনু মতিমান।।
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর।।
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভূঞ্জিতে হবে যমের সদনে।।
এত শুনি বিস্মিত হইল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর।।
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল।।
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।।
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।

www.bengaliebook.com

সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে।।
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্ মতে হয়।।
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাঙ্গয়।।
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবন।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জন।।
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে।।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে।।
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি।।
অন্নদান ভুমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা লয়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে।।
তবে তার এই পাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।।
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে।।
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল।।
নগরের নারী এক ছিল বেশ্যাঘরে।
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে।।
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ দিয়া রাজা করিল পরশ।।
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে ভূপতি তরিল।।
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজধর্ম্ম করহ পালন।।
অষ্টমীর ব্রত কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে তরবারি।।

www.bengaliebook.com

বিষ্ণুর প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর।।
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে।।
তাহার কি পুণ্যফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাও নিশ্চয়।।

ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণাম যে করে অনিবার।।
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে।।

ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরাকুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার।।
শক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান।।
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশে দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর।।
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি।।
এইরূপে নিত্য নিত্য করয়ে বন্দন।
একদিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন।।
প্রদক্ষিণ করি গুরুদেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে।।
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ প্রদক্ষিণ হৈয়া।।
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত।।

নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে কহে পুনিগণ।
স্তুতিপূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন।।
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি।।
ইহার কি ফল হয় কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে।।
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধান কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।।
ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া।।
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম তাঁহারে।।
কৃপা করি ব্রহ্মা কহিলেন যে আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে।।

পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে।।
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার।।
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিক্কার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল।।
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন।।
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি।।
শকুনি পতগ পাখা করেতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায় নিয়োজিল।।
হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল।

ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল।।
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর।
দেখি তবে হৈল মুনি সক্রোধ অন্তর।।
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ।।
শকুনি পতগ পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী পক্ষী জন্মহ ভুতলে।।

এত শুনি তবে দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কখন।।
এত শুনি দুঃখচিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ।।
শরীর ত্যাজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল।।
এইরূপে কত দিনে আছয়ে বনেতে।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে।।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল।
অত্যল্প সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়া।।
পাছে পাছে ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া।
কত দূরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়ে।।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী দেবালয়ে গিয়ে।
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল।।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যাজিল।
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্যমূর্ত্তি ধরি।।
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়ে।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী লয়ে।।
পাইল নির্ম্মল মূর্ত্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে।।
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয়।
সেই হতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়।।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী।।

ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন।।
সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত।
কহিনু তোমারে রাজা পূরাণের মত।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর।।
ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
শান্তিপর্ব্ব-কথা কাশীদাস বিরচয়।।

সাধুসঙ্গ প্রসংসা উপলক্ষে উতঙ্ক উপাখ্যান

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।।
মায়া মোহ তেয়াগিয়া হলেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির।।
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন।।
কিরূপে সাধুসঙ্গ করয়ে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন।।
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত কহ ওহে কুরুবর।।

ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্ জন।।
সকলের আত্মা হন এক ভগবান।

www.bengaliebook.com

কারো শত্রু মিত্র নহে কারে ভিন্ন জ্ঞান।।
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয়।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয়।।
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিদান।
কহিব তাঁহার কথা শুন মতিমান।।
ঈশ্বর তাঁহার কথা শুন মতিমান।
ঈশ্বর মায়ার বিমোহিত চরাচর।।
মায়া অবলিম্বি অবস্থিত দামোদর।
মায়াতে হইয়া বন্দী রহে মূঢ়জন।।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন।
এ সব সম্পত্তি মম, মম ভ্রাতৃগণ।।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ।
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয়।।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয়।
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে।।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে ভ্রময়ে সংসারে।
ঈশ্বর লিখিত সব না জানে অজ্ঞানে।।
আমার আমার করি মরে অকারণে।
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়।
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ।
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার বিধান।।
তরিবে ইহাতে যেই হয় মতিমান।
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ।।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ।
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি।।
মায়ার বন্ধন কাই, ত্বরা করি।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন।
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন।।
তথাপি অমর হবে বেদের বচন।।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হয়ে রাজা শুন একচিতে।।

কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে।।
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরদ্রব্য লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ।।
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন।।
অনুক্ষণ পরদ্রব্যে অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভ নগরে।।
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে আছে দিব্য সরোবর।।
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত।।
নানাধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে শুশোভন কলস কাঞ্চন।।
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন।।
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া।।
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্র বিদিত।।
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রাসন।
শীলারূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন।।
পূজার সামগ্রী নানা সুবর্ণ রচিত।

www.bengaliebook.com

দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত।।
ভাবিলেন নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে।।
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল।।
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়গ এল ব্যাধ মুনিরে মারিতে।।
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়গ ঊর্দ্ধ করি হানিবার কৈল মন।।
খড়গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে।।
একাকী দেখি যে তোমা নিষ্পাপ ভক্ষণ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ।।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে।।
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত।
তথাপিও হিত করে না করে অহিত।।
কালরূপী ভগবান এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন।।
সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ।।
অখিলপতির মায়া অখিলে মোহময়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয়।।
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালীরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে।।
পুত্র মিত্র সকল বান্ধব পরিজন।
ভৃত্য আদি ধন জন এ সব কারণ।।
ব্যস্ত হয়ে করে লোক নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে নিত্য উপার্জ্জন।।
নানা ভোগ দুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে।।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, না বুঝে পামর।
একা হয়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর।।
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর মায়াতে।।
সাধু সঙ্গ বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর মায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া।।
যাঁর নাম গুণের প্রভাব অবর্ণিত।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব নাহি জানে।।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কেমনে।
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপর।
চরণারবিন্দ তাঁর যে, করয়ে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার।।
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর।।
যাঁর নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে।
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।।
বহু ক্লেশে লোক ধন করে উপার্জ্জন।
ধন দিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজন।।
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজয়।।
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে।।
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে না জানে দারুণ মোহ মতি।।
মোহমদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার।।

গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন।।

এইরূপে শাস্ত্রকথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিষ্ময় মানিল।।
সাধু পরশন মাত্রে পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল।।
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয়।।
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার।।
পূর্ব্বজন্মে যত কৈনু পুণ্য উপার্জ্জন।
এই জন্মে তত পাপ না হয় গণন।।
পাপ দূরে গেল মম তোমার পরশে।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে।।
তুমি হে পরম গুরু হইলা আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভবপার।।
নমো নমো নারায়ণ অনাদি নিদান।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত পাবন।।
সাধু সমাগম মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল।।

এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে।।
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন।।
ত্রিগুণে জন্মিল দেহ ক্ষণেক চঞ্চল।
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল।।
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
হে বিধি আমাকে রাখিলেন কোন্ পাকে।।
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার।।
আমার যতেক পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার।।
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব হইল সেইক্ষণে।।
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ।
বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে করেন সেচন।।
বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শে সাধু সমাগমে।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিল জানিল অনুক্রমে।।
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি।।
চতুর্ভূজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে।।
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ প্রকারে অনেক কৈল স্তুতি।।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন।।
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার।।
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশীদাস দবে কহে রচিয়া পয়ার।।

www.bengaliebook.com

ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নরমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি।।
উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন্ মুর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন।।
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষে আমায়।।

ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন।।
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করে।
বেদশাস্ত্র নিষ্ঠাশীল সর্ব্বগুণ ধরে।।
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া।।
জয় জয় নারায়ণ জগৎ কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।।
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দারধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র কুলান্তক।।
নমো রাম অবতার রাবণনাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন।।
নমো ধন্বন্তরীকায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ বিদারক।।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মাহদৈত্যবিনাশন।।
নমো রামকৃষ্ণরূপ গোকুল বিহার।
নমো নমো জয় জয় বুদ্ধ অবতার।।
ভবিষ্যৎ অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ।।
নমো শ্রীসচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ।
নমো নমো জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন।।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগৎ নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি।।
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগৎ ঈশ্বর।।
তোমার মায়ার বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর।।
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ।।
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায়া নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর।।
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার।।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন।।
দশদিক স্তোত্র তব, শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যপ্ত চরাচরগণ।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারী।।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড়বাহন।।
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ বেশ মনোহর।
নব দল বিকসিত শ্যাম কলেবর।।

দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল।।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে।।

www.bengaliebook.com

আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক তপোধন।।
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে।
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে।।
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে।
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমাকে।।
যেই বর তব ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে।।

এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধান নিবেদন শুন চক্রপাণি।।
নষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কাজ।
যদি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ।।
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয়।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয়।।
কীট জন্ম হব কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে।।
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ।
যথাতথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ।।
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত।
নির্ম্মায়া হইয় আমি মায়া বিবর্জ্জিত।।
তোমার মায়াতে বদ্ধ যত চরাচর।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্‌কর।।
ঈশ্বরের মায়াতত্ত্ব কি বুঝিতে পারি।
মায়া বিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারী।।

এত বলি করে দণ্ডবৎ প্রণিপাত।
দলেন তাহারে জ্ঞান ভক্তি জগন্নাথ।।
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পুরিবেক আশ।।
নরনারায়ণ স্থানে করহ গমন।
তপ যোগ সাধি কর মম আরাধন।।
নর নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ।
একান্ত আমারে ভক্তি করিলে বিশেষ।।
অন্তেরে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময়।।
অতঃপর চলে মুনি করিয়া প্রণাম।
নর-নারায়ণ যথা বদরিকাশ্রম।।
তত্ত্ব উপদেশ লয়ে ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী।।

কহিলাম তোমারে যে পুরাণ কথন।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোন্ জন।।
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
কলসীতে ভরি যদি সমুদ্রের বারি।।
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে।।
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর।
অন্য দিয়া অন্য বৃত্তি হরেন শ্রীধর।।
অন্য দিয়া অন্য জনে সংহারেন হরি।
তাঁহার প্রসঙ্গ মায়া বুঝিতে না পারি।।
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয়।।
একা হয়ে আসে জীব একা হয়ে চলে।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে।।
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ।।
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণ মনে ধরিয়া রহিল।।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান।।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

ধৃতরাষ্ট্রে সান্ত্বাইয়া বলে ভীষ্ম বীর।
হরি ভজ হরি চিন্ত মন কর স্থির।।
অসার সংসার এই কেহ কারো নয়।
দিন কথো রহি যেন পথ পরিচয়।।
তোমারে কহিনু আমি যত হিতবাণী।
না শুনিল তব পুত্র না শুন আপনি।।
এখন আমার বাক্য শুন একমনে।
যোগকথা কহি শুন বেদের বচনে।।
পরলোক চিন্তা কর ভব তরিবার।
ভাবহ গোবন্দ-পদ সংসারের সার।।
বিদুরে চাহিয়া বলে শান্তনু-নন্দনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি ধর্ম্মে বিচক্ষণ।।
মোর বংশ উদ্ধারিতে তব জন্ম হৈল।
তুমি সে পরম সাধু শ্রীকৃষ্ণ জানিল।।
আপনি করিলা তুমি সর্ব্ব সমাধান।
বুঝাইলে সর্ব্বজনে দিয়া দিব্যজ্ঞান।।
যতেক পূর্ব্বের কথা তুমি সব জান।
ব্যাস আদি কহিলেন তাহা কৈল আন।।
জগতজীবন কৃষ্ণ তাঁর সেবা করি।
সফল জীবন ক্ষত্তা তব বশ হরি।।
প্রীত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তব খুদ খায়।
পূর্ব্বে যে কহিনু আমি সেই অভিপ্রায়।।
এক বিপ্র ভক্ত ছিল পরম দুঃখিত।
শুনহ তাহার কথা হয়ে একাচিত।।
যেই মতে তার বশ ছিলা নারায়ণ।
একদিন বৈকুণ্ঠেতে দেব ভগবান।।
সভাতে বসিয়া প্রভু সঙ্গে পঞ্চজন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শুক নারদ তপোধন।।
সবে মেলি বসিয়াছে আনন্দিত মনে।
কুতূহলে চাহি নানা কথা আলাপনে।।
হেনকালে মায়া তারে কৈল ভগবান।
বুঝিয়া প্রভুর মন কৈল অনুমান।।
বুঝিয়া বলেন তবে দেব মহেশ্বরে।
করয়ে অনেক স্তুতি দেব বিশ্বেশ্বরে।।
তোমার যতেক ভক্ত নিজ নিজ ক্রমে।
ত্রৈলোক্যে বসতি করে তোমার নিয়মে।।
তোমার একান্ত যত আছয়ে সংসারে।
ভক্তের মহিমা কিছু দেখাও আমারে।।
এতেক বচন যদি কৈলা মহেশ্বর।
হাসিয়া বলেন তবে দেব গদাধর।।
ভক্তের মহিমা কিছু দেখাব তোমারে।
দীনহীন মোর ভক্ত আছয়ে সংসারে।।
অন্ন-বস্ত্রহীন যত মোর ভক্তগণ।
সংযোগ কেমন তার নাহি কদাচন।।
এ সুখ সম্পদ আমি নাহি দিব তারে।
লইয়া তিলক মালা ভ্রময়ে সংসারে।।
সংসারে বিষম দুঃখ হয় যে বন্ধন।
ইহাতে করয়ে যেই আমার ভবন।।
আমারে না ছাড়ে যেবা মহাদুঃখ পেয়ে।
উদ্ধারিয়া লই তারে মুক্তিপদ দিয়ে।।
আমার যতেক ভক্ত আছয়ে সংসারে।
ভক্তের মহিমা এই কহিনু তোমারে।।

www.bengaliebook.com

করযোড় করি পুনঃ কহে মহেশ্বরে।
ভক্তের মহিমা কিছু দেখাবে আমারে।।
গোবিন্দ বলেন, শুন দেব মহাশয়।
ভক্তের মহিমা কিছু দেখাব তোমায়।।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তবে ধরি পঞ্চজন।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া তবে যান বৃন্দাবন।।
মায়াধারী হৈলা তাঁরা পাঁচটী ব্রাহ্মণ।
বিপ্রমূর্ত্তি ধরিয়া চলিলা পঞ্চজন।।
বৈকুণ্ঠ হইতে সবে আইল বৃন্দাবন।
মায়াধারী হইয়া আইল পঞ্চজন।।
হেনকালে বেলা হৈল তৃতীয় প্রহর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্ত হৈল কলেবর।।
মহাদেব বলেন, শুনহ নরহরি।
শ্রান্ত বড় হইলাম, চলিতে না পারি।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এবে শুনহ বচন।
শীঘ্রগতি চলহ নিকট বৃন্দাবন।।
তবে সে চলিলা সবে হৈয়া মহাসুখ।
কতদূরে বৃক্ষ এক দেখিল সম্মুখ।।
শ্রান্ত হৈয়া বৃক্ষতলে বসে পঞ্চজন।
আসিয়া মিলিল এক গ্রামের ব্রাহ্মণ।।
শ্রান্তযুক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ দেখিয়া।
স্তুতি করি বলে দ্বিজ অঞ্জলি করিয়া।।
বৈষ্ণব তোমরা বট হও পঞ্চজন।
শ্রান্ত হৈয়া দেখি কোথা করিছ গমন।।
কৃপায় অতিথি যদি হও মোর ঘরে।
সবংশে রাখিব মোরা মস্তক উপরে।।
ঠাকুর বলেন, বিপ্র শুনহ বচন।
শান্ত নামে মুনি এই বৈসে বৃন্দাবন।।
শান্ত মুনি মোসবারে কৈল নিমন্ত্রণ।
তার ঘরে অতিথি হইব পঞ্চজন।।
দ্বিজ বলে, শুন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হেন বুঝি উপবাস হবে তার ঘর।।
শান্তমুনি আছে বৃন্দাবনের বাহিরে।
ঘর দ্বার নাহি তার থাকে কুঁড়ে ঘরে।।
কুঁড়ে বান্ধি পিতাপুত্রে দুইজনে রহে।
কোন দিন ভিক্ষা মিলে, কোন দিনে নহে।।
অদ্য ভক্ষ্য নাহি তার বৃক্ষতলে রয়।
আজি উপবাস তথা থাকিবে নিশ্চয়।।
এত শুনি ব্রাহ্মণে বলিলা নারায়ণ।
অবশ্য যাইব আজি তাহার সদন।।
তবে যদি লজ্মন করিব তথাকারে।
যে হউক সে হউক মোরা যাব তার ঘরে।।
এত বলি বিদায় করিল সে ব্রাহ্মণ।
তবে প্রভু শিবে চাহি বলেন বচন।।
তোমার সেবক হয় ব্রজপুর-রাজা।
নানামত প্রকারে তোমারে করে পূজা।।
আজি চল অতিথি হইব তার ঘরে।
পশ্চাতে মিলিব শান্তপন মুনিবরে।।
ব্রাহ্মণ মূরতি ধরি হয়ে পঞ্চজন।
রাজার দুয়ারে উত্তরিলা ততক্ষণ।।
বারে বারে দ্বারী বহু কহিল রাজারে।
কদাচিত ব্রজরাজ না পুছে দ্বিজেরে।।
সমস্ত দিবস গেল সন্ধ্যাকাল হৈল।
মহাক্রোধে শঙ্কর জটায় হাত দিল।।
শান্ত করাইয়া কৃষ্ণ লইয়া চলিলা।
তবে সেই মুনি গৃহে আসি উত্তরিলা।।
বৃক্ষতলে কুঁড়েতে বসিয়া মুনিবর।
একা বসি হরিনাম জপে নিরন্তর।।

হেনকালে উপনীত হৈলা পঞ্চজন।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া কৈল চরণ বন্দন।।
শ্রান্তযুক্ত পঞ্চজন দেখিয়া ব্রাহ্মণ।
তাহা দেখি সচিন্তিত হৈলা তপোধন।।
কহিতে লাগিল পঞ্চজন বিদ্যমান।
শ্রান্তযুক্ত দেখি কোথা করিছ গমন।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মুনি শুনহ বচন।
তোমার অতিথি মোরা হই পঞ্চজন।।
আজি যে তোমার এথা বিশ্রাম করিব।
প্রভাতে উঠিয়া মোরা চলিলা যাইব।।
এত শুনি শান্তপন অতি ব্যস্ত হৈয়া।
বসিতে আসন দিলা ত্বরিত করিয়া।।
কমণ্ডলু-জলে পদ প্রাক্ষলন কৈল।
পাদোদক লৈয়া কিছু ভক্ষণ করিল।।
মনে মনে মুনিবর চিন্তিলা শ্রীহরি।
ঘরে কিছু নাহি যে অতিথিসেবা করি।।
ভিক্ষা লৈয়া পুত্র যদি আইসে তৎকাল।
তবে সে অতিথিসেবা হইবে সফল।।
যাবত পুত্রের নাহি হৈবে আগমন।
এই সঙ্গে থাকি গিয়া কৃষ্ণ আলাপন।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি যেন নাহি হয় মন।
সদাই ভাবয়ে দ্বিজ পুত্রের কারণ।।
এত ভাবি বসিলেন অতিথির সঙ্গে।
কৃষ্ণাবেশে আমোদিত হইলা তরঙ্গে।।
আমোদিত হৈয়া দিবানিশি নাহি জানি।
আইল মুনির পুত্র হইল রজনী।।
আসিয়া দ্বারেতে সেই অতিথি দেখিয়া।
মুনিরে ডাকিল পুত্র ইঙ্গিত করিয়া।।
পুত্রকে দেখিয়া মুনি উঠিল সত্বর।
পুত্রের নিকটে মুনি কহেন উত্তর।।
মুনি বলে, কি আনিলে কহত আমারে।
ব্রাহ্মণ অতিথি পঞ্চজন মোর ঘরে।।
এত শুনি মুনি-পুত্র সচিন্তিত হই।
আছুক ভিক্ষার কাজ জল নাহি পাই।।
না জানি আমারে আজি বিধি বিড়ম্বিল।
বৃন্দাবন বেড়াইয়া ভিক্ষা না মিলিল।।
এত শুনি শান্তপন নিশ্বাস ছাড়িল।
এত দিনে মোর বুঝি সর্ব্বনাশ হৈল।।
হেন কিছু নাহি দ্রব্য হাতে করি লৈবা।
বাঞ্ছা হৈল আজি করি অতিথির সেবা।।
ব্রাহ্মণ অতিথি যদি লঙ্ঘন-থাকিবে।
যত ধর্ম্ম পুণ্য মোর সব নষ্ট হৈবে।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যদি থাকে উপবাসী।
জন্মে জন্মে বাড়ে পাপ বড় ভয় বাসি।।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
কিমতে আমার ধর্ম্ম আজি রক্ষা পায়।।
শুনিয়া মুনির পুত্র বলে, শুন মুনি।
অল্প পাপে বহু পুণ্য হয় হেন জানি।।
এমত যুকতি মোরে করিতে যুয়ায়।
কি কর্ম্ম করিব এবে কহ মহাশয়।।
পুনঃ বলে, বৈষ্ণব যদি থাকয়ে লঙ্ঘনে।
হইবে অধিক পাপ না যায় খণ্ডনে।।
অল্প পাপ করিয়া বিস্তর পাপে তরি।
অতিথি লাগিয়া চল করি গিয়া চুরি।।
মুনি বলে, চুরি করি আনিব যাহার।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে খাবে এ ধর্ম্ম তাহার।।
পুত্র বলে, অতিথি লঙ্ঘনে রবে ঘরে।
অল্প পাপে বহু পাপ হইবে তোমারে।।

মুনি বলে, শুন পুত্র আমি শান্ত মুনি।
বৃন্দাবনে থাকি আমি সৰ্ব্বলোকে জানি।।
অতিথি লাগিয়া যদি চুরি করি আনি।
সেই কথা লোকে যদি হয় জানাজানি।।
সত্য মিথ্যা না জানিবে ঘুষিবে সংসার।
সকল মহিমা নষ্ট হইবে আমার।।
এত শুনি মুনিপুত্র বলে বুঝাইয়া।
আনি দিব বহু দ্রব্য হাতেতে করিয়া।।
সিন্দ কাটি প্রবেশ করিব আমি ঘরে।
খড়্গা লৈয়া থাক তুমি সিন্দের দুয়ারে।।
মুনি ত পুত্রের কথা ভাবে মনে মনে।
পুত্র নষ্ট হইবেক অতিথি কারণে।।
মুনিপুত্র বলে, পিতা কিছু না ভাবিবে।
ধৰ্ম্মরক্ষা হেতু লোক এমত করিবে।।
মুণ্ড কাটি লৈয়া তুমি করিবে গমন।
স্কন্ধ দেখি চিনিতে নারিবে কোন জনে।।
মুনি বলে, হেন কৰ্ম্ম করিব কেমনে।
শুন পিতা পুত্র জন্ম কিসের কারণে।।
পিতামাতার ধৰ্ম্ম রক্ষা করে যেই জন।
সংসারে এসব জনে সাধুর গণন।।
এখন তোমার যদি ধৰ্ম্ম নষ্ট হয়।
আমি পুত্র থাকি তবে কি করি উপায়।।
পুত্র হৈয়া মাতা- পিতার ধৰ্ম্ম রক্ষা করে।
পুত্রধৰ্ম্ম সুবিখ্যাত আছয়ে সংসারে।।
চল শীঘ্র তথাকারে দ্রব্য লয়ে আসি।
অতিথি সেবিব আজি থাকি উপবাসী।।
চুরি ত করিয়া যদি আপনারা খাই।
তবে সে অধৰ্ম্ম হয় জানি সৰ্ব্বদাই।।
নহে ত অতিথিসেবা করিব লঙ্ঘন।
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম নষ্ট হবে নরকে গমন।।
এতেক শুনিয়া মুনি পুত্রের বচন।
চুরি করিবারে গেলেন শ্রীবৃন্দাবন।।
দ্বিতীয় প্রহর যবে অন্ধকার রাতি।
বৃন্দাবনবাসী যত হইল নিশুতি।।
সিন্দ কাটি মুনিপুত্র প্রবেশিল ঘরে।
খড়্গা হাতে মুনি রহে সিন্দের দুয়ারে।।
যে চাহি অতিথি হেতু সামগ্রী লইয়া।
শান্ত মুনি তবে সব আনি দিল লৈয়া।।
মুনি-পুত্র বলে, তাত বলিয়ে তোমারে।
সামগ্রী লইয়া সব যাইতে সত্বরে।।
তবে শান্ত মুনি সেই সামগ্রী লইয়া।
শীঘ্র করি আইলেক কুঁড়েতে রাখিয়া।।
মুনি-পুত্র বলে, পিতা নিশি হৈল শেষ।
তাম্বূল লাগিয়া তবে করিব প্রবেশ।।
তাম্বূল চাহিয়া ফিরে ঘরের ভিতরে।
শীঘ্র যাইতে মুনি পুত্র আছাড়িয়া পড়ে।।
হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ করে ঘরে।
কি কি করি গৃহস্থেরা উঠিল সত্বরে।।
মুনি-পুত্র মুণ্ড দিল সিন্দের দুয়ারে।
শীঘ্রতর আসি মুনি খড়্গা নিল করে। ।
মুণ্ডকাটিতে মুনি না হইল ব্যথা।
স্বহস্তে কাটিয়া নিল নিজ পুত্র মাথা।।
মুণ্ড লয়ে মুনিবর মুণ্ড রাখে লুকাইয়া।
কুঁড়ের ভিতরে মুণ্ড রাখে লুকাইয়া।।
স্কন্ধ আছে মুণ্ড নাহি ইহার কারণ।
ডাকাতি হইল বলি হইল ঘোষণ।।
রাজভয়ে স্কন্ধ লয়ে রাখে গিয়া জলে।
হেথায় সামগ্রী লৈয়া মুনি কুতূহলে।।

দিলেন হরির হাতে সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করিলা হরি আনন্দিত হৈয়া।।
রন্ধন করিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
আপনি করিলা হরি তবে সাত পাত।।
ব্রাহ্মণের তরে তবে বলে নারায়ণ।
পুত্রসহ আইস বিপ্র করিতে ভোজন।।
পশ্চাতে খাইব, বিপ্র বলেন বচন।
অগ্রেতে তোমরা সবে করহ ভোজন।।
কৃষ্ণ বলে, দেখ শিব ব্রাক্ষণের তরে।
পুত্র কাটি বিপ্র অতিথিসেবা করে।।
রজনী প্রভাত হৈল অরুণ উদয়।
অতিথি উঠিয়া বসে পঞ্চ মহাশয়।।
জলতীরে গিয়া তবে প্রাতঃক্রিয়া কৈল।
শান্তপন মুনি ঘরে আসিয়া বসিল।।
মুনিকে কহিলা তবে দেব গদাধর।
কোথা গেল তব পুত্র ডাকহ সত্বর।।
মুনি বলে, তোমরা করহ আগমন।
ডাকিলে না পাব আমি তার অন্বেষণ।।
নারায়ণ বলে, মুনি শুনহ বচন।
তাহার অপেক্ষা করি আছি পঞ্চজন।।
সে যদি আসিয়া মোরে বিদায় করিব।
তবে অন্য স্থানে মোরা আজি সে যাইব।।
এতেক শুনিয়া মুনি করে নিবেদন।
না থাকিবা, কোন স্থানে করহ গমন।।
এতেক জঞ্জাল তবে কোন্ প্রয়োজন।
বিদায় হইয়া পঞ্চ করহ গমন।।
মহাদেব বলে, কৃষ্ণ করি নিবেদন।
মুনিকে লইয়া সঙ্গে চল নারায়ণ।।
তবে শান্ত মুনি সঙ্গে গেলা ততক্ষণ।
একত্র হইয়া যান ছয়টি ব্রাহ্মণ।।
কৃষ্ণ সঙ্গে যায় মুনি হরি হরি বলে।
ধীরে ধীরে যান বিপ্র যমুনার কূলে।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বিপ্র শুনহ বচন।
এই স্থানে কর সবে আহ্নিক তর্পণ।।
এত বলি নামিলেন সেই নদীজলে।
মৃতস্কন্ধ আসি লাগে মুনিবর-কোলে।।
শান্তমুনি ত্রাসযুক্ত স্কন্ধকে দেখিয়া।
পুনরপি স্নান করে স্থানান্তরে গিয়া।।
প্রভু বলে মুনিবর কি দেখিলে জলে।
মুনি বলে, মৃতস্কন্ধ লাগে মোর কোলে।।
প্রভু বলে, মুনিবর শুনহ বচন।
চিনিতে না পার তুমি মৃত কোন জন।।
মুনি বলে মৃতস্কন্ধ চিনিব কিমতে।
কত মৃতস্কন্ধ ভাসে নদীর জলেতে।।
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মুনির উত্তর।
আপনি তুলিলা স্কন্ধ হাতের উপর।।
কৃষ্ণ বলে, শুন মুনি কহি যে তোমারে।
যেই মুণ্ড রাখিয়াছ কুঁড়ের ভিতরে।।
সেই মুণ্ড শীঘ্র তুমি আন মুনিবর।
স্কন্ধে মুণ্ড জীয়াইব তোমার কোঙর।।
এত শুনি মুনিবর বিস্ময় হইল।
শীঘ্রগতি মুনিবর কুঁড়ে ঘরে গেল।।
পিপীলিকা কৃমি মাংস কৈল খানি খানি।
হাত দিয়া শীঘ্র চালাইল শান্তমুনি।।
ঢাকিয়া লইয়া মুণ্ড শান্ত মুনিবর।
শীঘ্রগতি লৈয়া দিল কৃষ্ণের গোচর।।
স্কন্ধে মুণ্ড একত্র করিয়া গদাধর।
পদ্মহস্ত দিলা হরি তাহার উপর।।

মুনিপুত্র বাঁচিয়া উঠিল ততক্ষণ।
তবে কৃপা কৈল প্রভু দেব নারায়ণ।।
শিব ব্রহ্মা শুকদেব নারদ মুনিবর।
বুঝিয়া প্রভুর কর্ম্ম করিলা উত্তর।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি সে কারণ।
জয় জয় শব্দ হৈল এ তিন ভুবন।।
মুনিপুত্র জিয়াইল দেখি বিদ্যমান।
ভক্তের মহিমা কৈলা দেব ভগবান।।
এইকালে হরি কিছু বলেন শিবেরে।
ভক্তের মহিমা এই দেখহ সংসারে।।
এতেক আমার নামে খায় ভিক্ষা করি।
পুত্রমুণ্ড কাটিয়া অতিথি সেবা করি।।
যে জন অতিথি সেবে একান্ত হইয়া।
উদ্ধারিয়া লই তারে মুক্তিপদ দিয়া।।
আমার নামেতে যুক্ত হয় যেই জন।
যমদণ্ড কখন না পায় সেই জন।।
অতিথি বৈষ্ণব গুরু কিছু ভেদ নাই।
ভজিলে সুস্থির হৈয়া দুর্গতি এড়ায়।।
এত বলি নিজ মূর্ত্তি হৈলা পঞ্চজন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।।
পিতা-পুত্রে শান্ত মুনি দরশন পাইয়া।
স্তবন করয়ে দুঁহে একান্ত হইয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মুনি শীঘ্র যাহ ঘরে।
পুত্রভাবে কৃপা আমি করিব তোমারে।।
করহ অতিথিসেবা দিয়া নানা ধন।
বাড়িবে তোমার যশ থাক বৃন্দাবন।।
কতদিন কর গিয়া অতিথি-সেবন।
তবেত বৈকুণ্ঠপুরে করিবে গমন।।
একেত প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া দুজনে।
কান্দিয়া পড়িল পঞ্চজনের চরণে।।
আলিঙ্গন দিয়া বহু আশিস্ করিলা।
আশ্বাস করিয়া সবে ঘরে পাঠাইলা।।
মুনিকে বিদায় করি প্রভু ভগবান।
ব্রহ্মা শিব গেলা তবে আপনার স্থান।।
লক্ষ্মীর সহিত হরি বসি সিংহাসনে।
শুকদেব নারদ রহিলা বিদ্যমানে।।
হেথা শান্তমুনি গেলা কুঁড়ের নিকটে।
কুঁড়ে না দেখিয়া মুনি ভাবিল সঙ্কটে।।
চৌদিকে বেড়ান মুনি কুঁড়ে নাহি পান।
কুঁড়ে ভাঙ্গি অট্টালিকা হয়েছে নির্ম্মাণ।।
মুনিপুত্র বলে, পিতা শুনহ বচন।
যেই কথা কহিলেন প্রভু জনার্দ্দন।।
নির্ম্মাণ করিলা গোঁসাই এই সব পুরে।
অতিথির সেবা তুমি করহ সত্বরে।।
পুত্রের বচনে মুনি পুরী প্রবেশিল।
নানারত্ন মণি মুক্তা নয়নে দেখিল।।
বস্ত্র অলঙ্কার সব আছে রাশি রাশি।
অতিথিসেবার দ্রব্য সব পায় বসি।।
নানা রত্ন পায় ঘরে নাহি তার সীমা।
এই ত জানহ ভক্তজনের মহিমা।।
আনন্দিত হৈল তবে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
নানা পুষ্প তুলসীতে পূজে চক্রপাণি।।
হরিভক্ত হৈলে তার কত হয় লাভ।
হরিকথা শুন সবে কৃষ্ণে কর ভাব।।
হরির চরণ বিনে গতি নাহি আর।
হেন হরি বশ কর সংসারের সার।।
হেন হরি ক্ষত্তা-গৃহে খুদ-কণা খায়।
দুর্য্যোধন রাজা পানে ফিরিয়া না চায়।।

তোমারে বলি যে আমি শুনহ বিদুর।
তব বশ হৈল সেই ত্রিদশ-ঠাকুর।।
তোমার সমান আর ভাগ্য আছে কার।
পাইলে বিদুর তুমি সংসারের সার।।
যুধিষ্ঠিরে বিদুর তুমি করেছে আপনি।
মিথ্যা শোকে অসন্তোষ আছে নৃপমণি।।
কহ তুমি নৃপতিরে যোগের বচন।
বৃথা শোক করে যার সখা নারায়ণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাহার শকতি ইহা করে পরিমাণ।।
ইহার বিস্তার কহে নাহি হেন জন।
করিলা সুধন্য সত্যবতীর নন্দন।।
বিস্তারিতে ক্ষম ইথে নাহি অন্য জন।
কহিতে না পারে কেহ বাহুল্য কারণ।।
মহাভারতের কথা কহিলেন ব্যাস।
অন্যের শকতি নাহি করিতে প্রকাশ।।
মস্তকে বন্দিয়া দ্বিজগণ- পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর-দাসাগ্রজ।।

www.bengaliebook.com